বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

হানাদার

প্রথম পর্ব

শওকত হোসেন

সুবা প্রকাশনী
SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

হানাদার

প্রথম পর্ব

শওকত হোসেন

প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় ভেঙে গেছে রেঞ্জার বাহিনী। মেক্সিকো-টেক্সাস সীমান্ড় এখন উন্মুক্ত, অরক্ষিত। এতদিন সীমান্ড়ের ওপারে গাঢাকা দিয়েছিল দুর্বৃত্তের দল, এবার মওকা বুঝে হানা দিতে শুরু করল সীমান্ড়বর্তী শহর আর র‍্যাঞ্চে। গরু চুরি, রাহাজানি আর নরহত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। নিরুপায়, হাত পা গুটিয়ে বসে আছে সবাই, এ অবস্থা থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই যেন। হানাদারদের নির্মূল করতে জান বাজি রেখে এগিয়ে এল জন রসার-একজন সাবেক রেঞ্জার।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SUVOM

ওয়েস্টার্ন ১০৭

হানাদার

প্রথম পর্ব

শওকত হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8107 2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স . ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

HANADAR
Part I
By: Saokot Hossain

তেইশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

হানাদার

প্রথম পর্ব

ওয়েস্টার্ন

হানাদার ১ম পর্ব

শওকত হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

বিক্রয়ের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

এখন মাঝরাত। গাছগাছালির দীর্ঘ ছায়া আর উজ্জ্বল চাঁদের রূপালী অথচ ঠাণ্ডা আলোয় ডুবে আছে স্টিভ হ্যাংকের ও-ডট র‍্যাঞ্চটা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চহাউস আর অন্য দালানকোঠা। আদিতে মাত্র দুকামরার একটা কটেজের চেহারায় বানানো হয়েছিল র‍্যাঞ্চহাউস—কালক্রমে শাখা গজিয়েছে, যোগ হয়েছে দোতলা—বিশাল আকার নিয়েছে এখন। র‍্যাঞ্চহাউস লাগোয়া নিচু অথচ মজবুত খাঁড়া দালানটা ব্যাংকহাউস; সুবিশাল বার্ন-টা আকাশের পানে মাথা উঁচিয়ে সতর্ক পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে; অন্ধকারে ডুব মেরে আছে ওটা, একদম নীরব-নিঝুম। কোরালটা খাঁ খাঁ করছে এ-মুহূর্তে, কারণ ওটার স্থায়ী বাসিন্দারা নভেম্বরের এই হিম-শীতল বাতাসের কামড় থেকে গা বাঁচাতে বার্নের উষ্ণ অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছে।

কোরালটা দৃষ্টিসীমায় আসার পরপরই ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিয়েছিল জন রসার; বিশালদেহী মানুষ, সুঠাম গড়ন, সুদর্শন। ঘোড়াটাকে এবার হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল ও। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে একরাশ ধুলো উড়ে এল ওর দিকে, চোখ বাঁচানোর জন্যে চট

করে মাথা নিচু করে ফেলল রসার, দ্রুত হাত তুলে টুপির প্রান্ত টেনে চোখের ওপর নামিয়ে আনল। বালিতে কচ্-কচ্ করে উঠল চোখজোড়া। কোরাল ঘেঁষে আরও সামনে এগোল রসার। মিনিটখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ ওর ঘোড়া, অ্যাগি ওটার নাম—বয়সের তুলনায় বেশ চালাক-চতুর জানোয়ারটা—কোরালের সীমানা থেকে সরে আসার চেষ্টা করল। আবার মুখ তুলে সামনে তাকাল রসার। গেটের কাছে পৌঁছে গেছে, আন্দাজ করল। কোরালটা খালি লক্ষ্য করেছিল আগেই, এবার দেখল রাতের আবছা আলোয় কোরালের বুড়ো খুঁটিগুলো কেমন যেন শাদা-শাদা লাগছে, চকচক করছে শুকিয়ে যাওয়া হাড়ের মত। পথ বাতলে দেয়ার প্রয়োজন নেই অ্যাগির, নিজেই ঘুরে বার্নের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল সে। হালকা চালে পেরিয়ে এল বাংকহাউসটা, অচিরেই পৌঁছে গেল ওরা বার্নের সামনে। দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়ারটা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডল থেকে নামল এবার রসার, পা বাড়াল দরজার দিকে, কবাট খুলে উঁকি দিল। একটা আয়রন-ব্র্যাকেটের শেষ প্রান্তে ঝোলানো লণ্ঠন থেকে হলদে আলো ছড়িয়ে পড়ছে, দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। বার্নের উষ্ণতার আঁচ পেল রসার। শহর পর্যন্ত না গিয়ে এখানে এসেছে বলে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল ও। ম্যাকর‍্যা পর্যন্ত যেতে আরও অন্তত পৌনে এক ঘণ্টা সময় লেগে যেত, কিন্তু ওখানকার স্টার হোটেলের যা অবস্থা তাতে খাটুনিটা পোষাত না।

পেছনে ঘোড়ার নাক সিঁটকানোর আওয়াজ পেল রসার। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল মেয়ারটা, ওকে ঠেলে সরিয়ে বার্নে ঢুকে

পড়ার চেষ্টা করল, এ মুহূর্তে জানোয়ারটাও একটু উষ্ণতার জন্যে উতলা হয়ে আছে। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল রসারের চেহারায়, কিন্তু অ্যাগি তাতে আমলই দিল না। সেই স্যান অ্যান্টনিয়ো থেকে বলতে গেলে একটানা তিন দিন ঘোড়ার পিঠে এতদূর আসতে সাড়া শরীর অসাড় হয়ে গেছে রসারের। কোনরকমে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। সোজা বার্নে ঢুকে পড়ল ঘোড়াটা, এবার তার পেছন পেছন রসারও ঢুকল, আটকে দিল কবাটটা। অ্যাগির পিঠ থেকে স্যাডল খসাল, আলতো করে চাপড় মারল ওটার পেছনে; তীব্র প্রতিবাদ জানাল ঘোড়াটা; বার্নের পেছন দিকে আরও জমাট অন্ধকারের দিকে দৌড়ে গেল। মেঝের ওপর দিয়ে একদিকে ঠেলে দিল রসার স্যাডলটা। সোজা দেয়ালের সঙ্গে টক্কর খেয়ে থেমে গেল ওটা। এবার নিজের বেড রোল হাতে তুলে নিল রসার, মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠতে শুরু করল, খড় গাদা করে রাখা আছে ওখানে। ওপরে কালি-গোলা অন্ধকার। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না। ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে নিল রসার, শুয়ে নড়েচড়ে জুৎসই একটা ভঙ্গিতে ছেড়ে দিল শরীর, লম্বা দম নিয়ে চোখ বুজল, এক মিনিট পার হবার আগেই তলিয়ে গেল ঘুমে।

বাতাসের মাতম আরও বেড়ে গেছে এখন। দরজার ওপর মাথা কুটে মরছে যেন। চিলেকোঠার জানালাটার বাইরেই একটা কাঠের হ্যাংগারে ঝুলছে পুলিটা, বাতাসের ধাক্কায় বারবার দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। হাওয়ার দাপটে ধুলো উড়ছে কোরালে; শুকনো ঝরা পাতা আর ছোট ছোট ডালপালা ক্রমাগত ঘূর্ণি খাচ্ছে। বাতাসের নাচন যখন কমে যাচ্ছে তখনই মাটি স্পর্শ করছে ওগুলো, সরে

যাচ্ছে দূরে। অকস্মাৎ এমনি সময়ে বার্ন আর বাংকহাউসের মাঝখানের অন্ধকার ফোকর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচটা ছায়ামূর্তি, বাতাসের দাপট গ্রাহ্যই করছে না তারা।

মিনিটখানেক নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করল লোকগুলো, তারপর দ্রুত দল ত্যাগ করে সরে গেল চারজন। একজন গিয়ে অবস্থান নিল বার্নের এক কোণে, তার রাইফেলের ব্যারেলে পলকের জন্যে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হলো—বাংকহাউসের দরজা বরাবর নিশানা স্থির করেছে সে। কাঠবেড়ালীর মত দ্রুত পায়ে বাংকহাউসের পাশ ঘেঁষে এগোল আরেকজন, শেষ প্রান্তে পৌঁছে থামল, এবার মাথা বাড়িয়ে সঙ্গীর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল, হাত নেড়ে আশ্বস্ত করল তাকে। ওরা দুজন অনায়াসে ও-ডট পাঞ্চারদের আটকে রাখতে পারবে; বাংকহাউসে আরামসে ঘুমোচ্ছে ওরা, ঘটনা ঘটতে শুরু করলেই জেগে উঠবে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও বেরিয়ে আসতে পারবে না; ঘরের ভেতর চুপটি করে বসে থাকবে বাধ্য হয়ে। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল, তৃতীয় লোকটা; একপাশের দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল নিজেকে, নিঃশব্দে অপেক্ষা করল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, তারপর কেউ তার আগমন লক্ষ্য করেনি, নিশ্চিত হয়ে দেয়াল ঘেঁষে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল; বিরাট একটা প্যাকিং কেসের পেছনে অবস্থান নিল সে। পেছন দরজার দিকে স্থির হলো লোকটার রাইফেলের ব্যারেল। চার নম্বর আগন্তুক সামনের দরজা থেকে আনুমানিক দশ-বার ফুট দূরে অবস্থান নিল।

এবার বার্নের দরজাটা খুলে ফেলল পাঁচ নম্বর ছায়ামূর্তি, কয়েক

মুহূর্তের জন্যে ভেতরে উধাও হয়ে গেল সে। আবার যখন বাইরে এল, দেখা গেল একজোড়া ঘোড়া বেরিয়ে আসছে তার সামনে সামনে। ভেতরের আরামদায়ক পরিবেশ ছেড়ে এভাবে হঠাৎ অসময়ে বাইরে আসতে বাধ্য করায় মহাবিরক্ত জানোয়ারগুলো, মনের ভাব গোপন করার কোন চেষ্টাই করছে তারা। ঘোড়া দুটোকে বাইরে রেখে চট করে আবার ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, ফিরে গেল বার্ন-এ—সাত কি আটবার পুনরাবৃত্তি ঘটল ব্যাপারটার—বার্ন থেকে সব কটা ঘোড়া বের করার পর এবার মাথার টুপিটা খুলল সে, আচমকা সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো ঘোড়াটার পাছায় বেদম এক বাড়ি মারল, চেঁচিয়ে উঠল চাপা স্বরে। আতঙ্কে দ্রুত সরে যাবার প্রয়াস পেল ঘোড়াটা, ধাক্কা খেল সঙ্গীদের সঙ্গে; চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাল ওগুলো। অন্য ঘোড়াগুলোকেও এবার উত্যক্ত করতে শুরু করল লোকটা—লাথি মারল একটাকে, একটাকে ঢিল চাপড় এবং তিন নম্বর ঘোড়ার পাছায় সজোরে আঘাত হানতেই কাঙ্ক্ষিত ফল পেল সে। একসঙ্গে দৌড়ুতে শুরু করল আধ ডজন ঘোড়া, বাকিগুলোও ওদের দেখাদেখি ছুট লাগাল। বাংকহাউসের দরজার দিকে নজর রাখছিল যে দুজন তারা ঢিল ছুঁড়ে তাদের গতি বাড়াতে উৎসাহ জোগাল।

এবার র‍্যাঞ্চহাউসের ওপরতলার জানালায় আলোর আভাস দেখা গেল—এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ দলনেতা, দেরি না করে জানালার দিকে একটা গুলি পাঠিয়ে দিল সে। প্রচণ্ড শব্দে জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ল, নিভে গেল আলোটা। বার্ন-এর দরজার কাছ থেকে সরে এল লোকটা, তার হাতের কোল্ট ফের গুলি

চালানোর জন্যে তৈরি। আস্তে করে দালানের কোণ ঘুরল সে। ওখানে যে লোকটা পাহারায় আছে তার সঙ্গে ধাক্কা খেল। বিরক্ত হয়ে তাকে একপাশে সরিয়ে দিল লোকটা, পা টিপে টিপে দেয়ালের আরেক প্রান্তে চলে এল; সামনের দিকে উঁকি দিল। কিছুই ঘটল না এক মুহূর্ত, তারপর অনেক দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের গর্জনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, যেন বর্ষার আকাশে গুড়গুড় ডাক ছাড়ছে মেঘের দল। একই সময়ে কাছেই কর্কশ শব্দে আগুন ওগড়াল আরেকটা রাইফেল। আচমকা সশব্দে খুলে গেছে বাংকহাউসের দরজা। কিচেনের দরজায় নজরদারি করছিল যে লোক এবার গুলি চালাল সে-ও। র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতর থেকে পাল্টা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। তারপরই শুরু হয়ে গেল তুমুল গুলিবর্ষণ। বারুদের গন্ধে দ্রুত ভারি হয়ে উঠতে শুরু করল আশপাশের হাওয়া। গুলির শব্দে চাপা পড়ে গেল অন্য সব আওয়াজ।

হানাদার বাহিনীর সর্দার এবার সামনে বাড়ল, র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে গুলি চালাল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপরে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। বার্নের কাছ থেকে টলতে টলতে সামনে এগিয়ে গেল লোকটা, চার হাত পায়ে ভর দিয়ে পড়ল মাটিতে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আবার, রাইফেল তোলার চেষ্টা করল। এবার দ্বিতীয় গুলিটা আঘাত করল তাকে; হাতের রাইফেল খসে পড়ল; মুহূর্তের জন্যে পাথর বনে গেল যেন লোকটা, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল আবার, নড়ল না আর।

র‍্যাঞ্চহাউসের সদর দরজার পাহারাদার এবার চিলেকোঠার জানালায় আচমকা হাজির হওয়া উৎপাতটার উদ্দেশে গুলি বর্ষণ

করল। দ্রুত গুলি বিনিময় হলো ওদের দুজনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত হার মানল রাইফেলধারী। র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে থেকে সটকে পড়ার চেষ্টা করল, এমন সময় দোতলার ভাঙা জানালার ওপাশের অন্ধকার থেকে একটা গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। রেগেমেগে পাঁই করে ঘুরল লোকটা, পাল্টা গুলি চালাল। নিজেকে শক্ত রাখল জন রসার, হানাদারকে লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি করল, অগ্নি-ঝলক দেখা গেল ওর কোল্টের নলে। বিদ্যুৎগতির দুটো বুলেটই লক্ষ্য ভেদ করল। অস্ত্র ফেলে দিল আগন্তুক, পালিয়ে জান বাঁচাতে চাচ্ছে এখন। ওর অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হলো রসার, অন্য বদমাশগুলোর দিকে মনোযোগ দিল তাড়াতাড়ি। বার্নের দেয়ালের ছায়ায় ঘাপটি মেরে থাকা লোকটার দিকে ওর নজর গেল। জানালার বাইরে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল রসার, শত্রুর উদ্দেশে কোল্টের গুলি বর্ষণ করল। গুলির ধাক্কায় লোকটার মাথার টুপি শূন্যে উড়াল দিল। চরকির মত ঘুরল লোকটা, গুলি চালাল রসারের উদ্দেশে। চট করে মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল রসার, বেঁচে গেল অল্পের জন্যে।

কিচেনের দরজার ওপাশের লোকটা আচমকা কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল, ঝেড়ে দৌড় লাগাল বার্নের উদ্দেশে। বাকি দুজনও তার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য ছুটে গেল। একসঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল তারা।

রাতের পোশাক পরা লোকজন এবার বেরিয়ে আসতে শুরু করল বাংকহাউস ছেড়ে। হলদে আগুন বিলোচ্ছে ওদের হাতের অস্ত্র, রাতের ম্লান আলোয় তীক্ষ্ণধার ছুরি চালানো হচ্ছে যেন।

হানাদার তিনজনের পলায়নপথ লক্ষ্য করে আন্দাজেই গুলি চালাচ্ছে ওরা, প্রায় খ্যাপাটে ভাব সবার চেহারায়। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল এবার আরও দুজন। উত্তেজিত কণ্ঠে খানিকক্ষণ বাক্য বিনিময় হলো ওদের মধ্যে। তারপর একজন গিয়ে হানাদার-সর্দারকে শোয়াল চিত করে। ও-ডট র‍্যাঞ্চের সবাই লাশটাকে ঘিরে দাঁড়াল, দেখল তাকে। বিশাল শরীর আর প্রায় চুলহীন মাথার এক লোক হাঁপাতে হাঁপাতে যোগ দিল এসে তাদের সঙ্গে, শক্ত হাতে একটা রাইফেল ধরে রেখেছে সে। এই লোকই স্টিভ হ্যাংক। পাঞ্চারদের চক্র ভেদ করে আগে বাড়ল র‍্যাঞ্চার, কিসের ওপর যেন পা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল, তাকাল পায়ের দিকে। দশ-বারজনের মিলিত দৃষ্টি অনুসরণ করল তাকে। নিজের পা সরিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার, দেখল একটা লাশের মেলে দেয়া হাতের ওপর পা দিয়ে ফেলেছিল সে। ঠোঁটজোড়া একটু নড়ে উঠল তার, পরক্ষণে আবার শক্ত হয়ে চেপে বসল পরস্পরের সঙ্গে; পা বাড়াল আবার। নিসাড় হাতটা চাপা পড়ল তার পায়ের নিচে। হিংস্র ভঙ্গিতে হাতটা মাটিতে পিষে ফেলার চেষ্টা করল সে। একটু পর চোখ তুলে তাকাল পাঞ্চারদের দিকে।

'তো?' জানতে চাইল ক্রুদ্ধ স্বরে, 'তোমরা কেউ চেনো এটাকে?'

বৃত্তের প্রান্তে ওর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পাঞ্চার, একযোগে মাথা নাড়ল ওরা।

'নাহ্,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চারের কাছে দাঁড়ানো পাঞ্চার।

'আমিও চিনি না,' বলল অপরজন, 'অন্ধকারে ওর ব্যাপারে

তেমন কিছু বলা সম্ভবও না। আলো থাকলে না হয়···

'একজন গিয়ে বার্ন থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আসো না!' বাধা দিয়ে নির্দেশ দিল হ্যাংক।

একহারা গড়নের এক পাঞ্চার কোল্ট হাতে ঘুরে দাঁড়াল বার্নের দিকে। তাড়াহুড়ো করে পরা প্যান্টের ওয়েইস্ট-ব্যান্ডে গুঁজল পিস্তলটা, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে ঢুকে পড়ল বার্নের ভেতর। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল, একটা লণ্ঠন ঝুলছে তার হাতে।

'আমার কাছে দাও ওটা,' পাঞ্চার ফিরে আসতেই বলল র‍্যাঞ্চার। বিনা বাক্যব্যয়ে লণ্ঠনটা হ্যাংককে দিল পাঞ্চার। রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল র‍্যাঞ্চার, লণ্ঠনের সলতেটা উস্কে দিল আরও খানিকটা, তারপর ঝুঁকে পড়ল লাশের ওপর।

'হ্যাঁ, এবার বলো, চিনতে পারছ ব্যাটাকে?'

ভাল করে দেখার জন্যে লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ল সবাই, আবার যখন সোজা হলো তারা, দেখা গেল একসঙ্গে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। চোখ কোঁচকাল র‍্যাঞ্চার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হতাশ হয়েছে সে। লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল হ্যাংক।

'জাহান্নামে যাক হারামজাদা!' বলল রাগত স্বরে। 'আমি তো মনে করেছিলাম পিট লুকাসের কোন স্যাঙ্গাৎ। ওটা যে দুনম্বর আউটফিট তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজ হোক কাল হোক ও-ব্যাটাদের বিরুদ্ধে ঠিকই প্রমাণ হাজির করব আমি। তখন আর রেহাই পাবে না শয়তানটা! যাকগে, তোমরা লাশটা এখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করো। সকাল বেলা ওয়্যাগনে তুলে সোজা

শহরে নিয়ে শেরিফের হাতে সোপর্দ করে দেবে। ওকে বলবে তার সমস্ত কাজকর্ম যখন আমরাই করে দিচ্ছি অন্তত স্কাংকটাকে মাটিতে গাড়ার দায়িত্বটা যেন ঠিকমত পালন করে।'

'ও-ব্যাটার পার্টনারের কি ব্যবস্থা হবে, বস?' জানতে চাইল একজন, 'মানে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে পড়ে থাকা লাশটার কথা বলছিলাম।'

'ও, তাই তো!' বলল হ্যাংক, 'ব্যাটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটাকেও সরিয়ে ফেলো।'

লাশটার ওপর ঝুঁকে পড়ল দুজন পাঞ্চার, ওটার শার্টের কলার মুঠি করে ধরল একজন, আরেকজন ধরল মাথার চুল; তারপর দুজনে মিলে টানতে টানতে লাশ নিয়ে এগোল সামনে।

দুহাতে প্যান্ট টেনে ওপরে তুলল স্টিভ হ্যাংক।

'চিলেকোঠা থেকে এমন দারুণ গুলি চালাল কে?' জিজ্ঞেস করল এবার। কোন জবাব না পেয়ে হাসল। 'আমি আগেই জানি, ও কাজ তোমাদের কারও পক্ষে সম্ভব না। তোমরা তো বার্নের সামনে দাঁড়িয়েও ওটার দেয়ালে গুলি লাগাতে পারবে না কোনদিন!'

মুখ বাঁকিয়ে হাসল কয়েকজন পাঞ্চার। হালকা পদশব্দ শোনা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই শব্দের উৎসের দিকে। দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসেছে বার্ন থেকে।

'রসার!' বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে বলে উঠল হ্যাংক।

'হ্যালো,' বলল রসার, চোখের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল টুপিটা। ও-ডটের কয়েকজন পাঞ্চারের উদ্দেশে মাথা দোলাল, তারপর আবার হ্যাংকের দিকে ফিরল। 'আমার কাছে রুম ভাড়া

পাওনা রইল তোমার, হ্যাংক। লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি, ঠাণ্ডাও লাগছিল খুব, তাই আর শহর অবধি না গিয়ে তোমার খড়ের গাদায় রাতটা পার করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, অনেক রাত হয়ে গেছে বলে তোমাদের আর বিরক্ত করতে যাইনি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তুমিই তাহলে এই ডাকাতটার দফারফা করেছ।'

'হ্যাঁ, স্বীকার না করে উপায় নেই,' হাসতে হাসতে বলল জন রসার, 'এদেশে প্রত্যেকটা মানুষের কিছু অধিকার আছে বলে স্বীকার করা হয়, শান্তিতে ঘুমোতে পারা তার একটা। ওরা আমার ঘুমে ডিস্টার্ব করছিল বলে ওদের ওপর মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল!'

পাঞ্চারদের একজন শব্দ করে হাসল।

'খোদার হাজার শোকর যে রাতটা এখানে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তুমি,' বলল সে, 'পিস্তলবাজিতে আমাদের দক্ষতার কথা ভাবলেই আমাদের বসের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আজ যদি ব্যাটারা পালাত—মানে সবার পালানোর কথা বলছি আরকি—তাহলে, কি বলব, এতক্ষণে নরক গুলজার করে ফেলত ও। দুটো পটল তোলায় খানিকটা হলেও শান্ত থাকবে লোকটা। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমরা সবাই-ই হামলাটা ব্যর্থ করে দেয়ার কৃতিত্বের ভাগ নিতে চাই, কি বলো?'

'কোন আপত্তি নেই আমার,' বলল রসার। 'আসলে কি জানো, তোমরা বুঝতে পারনি, কিন্তু তোমাদের সাহায্যেই ওদের ঠেকাতে পেরেছি আমি। তোমরা না থাকলে ওদের সবার মনোযোগ থাকত

আমার দিকে, আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাত তারা, আমি হয়তো এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে গল্প করার জন্যে বেঁচে থাকতে পারতাম না।'

'কি বলল শুনেছ, বস?' বলল পাঞ্চার, 'এবার যদি আমাদের একটু পাত্তা দাও তুমি!'

গজগজ করে উঠল স্টিভ হ্যাংক।

'এই হামলার মানে কি, রসার?' জানতে চাইল সে, 'তেমন কিছুই তো নিতে পারেনি ব্যাটারা। ওদের কোন ফায়দা হবে না এ থেকে।'

'ঘোড়াগুলো?' জিজ্ঞেস করল একজন, 'ওগুলোর কি কোন দাম নেই?'

'ওরা সাধারণত ঘোড়া চুরি করে না,' ওকে বলল রসার, 'ঘোড়াগুলো স্রেফ তাড়িয়ে দিয়েছে যাতে তোমরা ওদের পিছু নিতে না পারো। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, কাছেপিঠেই পেয়ে যাবে সবকটা ঘোড়া।'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে একটু আগের হামলাটা আসলে অন্য কোন হামলার কাভার-আপ—বড় ধরনের হামলা,' বলল হ্যাংক।

'এরকম কিছুই হবে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রসার। 'তোমরা কেউ দূর থেকে ভেসে আসা গুলির শব্দ শুনতে পাওনি?'

'আমি পেয়েছি,' চট করে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার, 'তুমি বলার পর মনে পড়ল, আমি শুনতে পেয়েছি গুলির আওয়াজ।'

'কিন্তু এদিকে আট দশ মাইলের মধ্যে তো আর কেউ থাকে না' বলল এক পাঞ্চার।

'তা বটে,' বলল রসার, 'কিন্তু তোমাদের রেঞ্জের ওই দিকের সীমানায় বড়সড় একটা গরুর পাল চরছে না এখন?'

চমকে উঠল হ্যাংক।

'তার মানে তুমি বলতে চাও ওরা আমাদের এখানে আটকে রেখেছিল যাতে গরুর পাল পাহারায় নিয়োজিত ছেলেদের ওপর হামলা চালানোর সময় আমরা ওদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে না পারি, তাই না?' জানতে চাইল সে।

'আমার সেরকমই বিশ্বাস।'

'ইয়া খোদা!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হ্যাংক, পাঁই করে ঘুরল পাঞ্চারদের দিকে। 'তোমরা জলদি করে ঘোড়াগুলো খুঁজে আনার ব্যবস্থা করো! নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে আসতে চাই আমি। দেরি কোরো না!'

ছুটতে শুরু কয়ল পাঞ্চাররা।

'বুঝলে রসার,' বলল হ্যাংক, 'শিগগিরই সীমান্তের ওপার থেকে যারা আমাদের ওপর হামলা চালাতে আসছে তাদের শায়েস্তা করার জন্যে কড়া একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে শয়তানগুলোকে; নাহলে দুঃখ আছে কপালে!'

'জানি।'

'তোমরা, মানে রেঞ্জাররা তো যে যার দায়িত্ব বুঝে নেবে, এ কাজটাও যে ফেলে রাখার মত নয় সেদিকে খেয়াল রেখো—জলদি করে একটা কিছু ব্যবস্থা নিয়ো।'

'রেঞ্জারদের কথা ভুলে যাও, হ্যাংক।'

'ভুলে যাব? মানে?'

'মানে আজ মধ্যরাত থেকে অফিসিয়ালি ডিসব্যান্ড হয়ে গেছে রেঞ্জার বাহিনী,' ওকে জানাল জন রসার।

হ্যাংকের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'সংসদ সদস্যরা আমাদের বেতনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে সম্মত হয়নি,' আবার বলল রসার, 'আমরা সবাই তাই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি।'

'হায়, হায়!' কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হলো র‍্যাঞ্চারের, 'এবার তো পুরোপুরি অরক্ষিত হয়ে পড়বে সীমান্ত!'

'হ্যাঁ, পড়বে,' গম্ভীর কণ্ঠে সায় দিল রসার। 'সীমান্ত টহল দেয়ার জন্যে এখন আর রেঞ্জাররা নেই। আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে টেক্সাস—অনেকদিন আগে যেমন ছিল। পলাতক আসামীদের দাওয়াত দেয়ার কাজটা সারা হয়ে গেছে, এতদিন সীমান্তের ওপারে গাঢাকা দিয়েছিল ওরা, এবার ফিরে এসে আমাদের ওপর বদলা নেয়া শুরু করবে। কিন্তু কিছুই বলার জো নেই আমাদের, হ্যাংক, কারণ আমরাই দায়ী এজন্যে। হ্যালস্টিড আর তার দলটা সুবিধার নয় জানা সত্ত্বেও তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছি, এবার তার উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছে তারা—ব্যস!'

'বুঝলাম, কিন্তু আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

'একটা কাজ করা যায়, হ্যাংক।'

'কি?'

'বেশ—আদি টেক্সানরা এক সময় যেকাজটা করতে বাধ্য হয়েছিল,' জবাব দিল রসার। 'হামলা ঠেকাতে যার যার অস্ত্র নিয়ে

প্রস্তুত থাকতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা!'

'এটা তো পুরনো কায়দা,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আরও কার্যকর কিছু নেই?'

'আছে—সে ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখতেই শহরের দিকে যাচ্ছিলাম। ক্যাটলম্যানদের একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আমরা।'

'আমরা মানে?'

'ওহ্-হো, আসার পথে ফ্র্যাংক কনেল, বিল ম্যাকডোনাল্ড আর ড্যান হিলের সঙ্গে দেখা করেছি—সকাল নটায় শহরে হাজির থাকবে ওরা।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলো ওদের, রসার,' বলল হ্যাংক, 'আমি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে রাজি নই। বারজন লোক আছে আমার এখানে—আমাকে নিয়ে তের—আমরা আমাদের অধিকার রক্ষার জন্যে লড়তে চাই। ঠিক নটার সময় শহরে হাজির হব আমি!'

দুই

এমনিতেই পিট ম্যাকের টেক্সাস ক্যাফের ব্যাক-রুম সারাক্ষণ মল্ট,

মদ আর বিয়ারের উৎকট গন্ধে ভার হয়ে থাকে, কিন্তু এখন তার চেয়েও উৎকট দম বন্ধ-করা দুর্গন্ধে সেটা চাপা পড়ার অবস্থা হয়েছে। ঘর অন্ধকার করে বদ্ধ কামরায় ভাসছে গাঢ় ধোঁয়ার মেঘ—ব্যাক-রুমে উপস্থিত খদ্দেরদের মাথার ওপর যেন জমাট বেঁধে গেছে। একপাশের খোলা জানালাটা ধোঁয়া তাড়ানোর কাজে তেমন সাফল্য দেখাতে পারছে না। পুরো তিন ইঞ্চি চওড়া জানালার চৌকাঠের ওপর বসে রয়েছে জন রসার। খানিক পর পরই মাথা থেকে টুপি নামিয়ে মুখের সামনে পাখার মত নেড়ে ধোঁয়া তাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর চেষ্টা, আরও গাঢ় হচ্ছে মেঘ। ব্যাক-রুমের একটা টেবিলে মাথা ভর্তি শাদা চুল নিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে বসে আছে বিল ম্যাকডোনাল্ড—বার-এম আউট-ফিটের মালিক—তার দিকে তাকাল রসার। মহা উৎসাহে চুরুট টেনে চলেছে লোকটা। ক্ষণে ক্ষণে হাসছে গলা ছেড়ে।

'ব্যাপার কি হে?' ব্যাক-রুমের গুঞ্জন ছাপিয়ে রসারের উদ্দেশে চড়া গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল বিল ম্যাকডোনাল্ড। 'আবার বোলো না যেন আমি সিগার টানছি বলে তোমার অসুবিধে হচ্ছে! এতদিনে এই ব্র্যান্ডে তোমার অভ্যাস হয়ে যাবার কথা! তোমার বাবা তো কম টানেনি এ-জিনিস!'

হাসল রসার।

'বোধ হয় সেজন্যেই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল আমায়!' পাল্টা জবাব দিল ও।

'ধ্যেৎ,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'তাহলে তো বলতে হবে আমার ছেলেরা রসারদের চেয়ে ঢেড় শক্ত ধাতুর জিনিস। আমার চুরুটের

স্টক শেষ হবার আগেই ওরা আবার জোগাড় করে নিয়ে আসে, বুঝলে!'

ফ্র্যাংক কনেল, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে তার বয়স, তবে সে হিসাবে বেশ শক্ত সমর্থ গড়ন লোকটার, একটা পাইপ টানছে সে-ও; একবার ঠোঁটের একপাশে সরাচ্ছে পরক্ষণে আবার সরিয়ে নিচ্ছে অন্যপাশে; রসারের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল।

'একবার কি হয়েছিল বলছি, শোনো,' শুরু করল সে, 'বার-এম র‍্যাঞ্চে গেছি; গিয়ে দেখি বুড়ো বিলের পাত্তা নেই। পুরো বাড়ি চষে ফেললাম তার খোঁজে। নেই। তারপর হঠাৎ একটা গন্ধ যেন ঝাপটা মারল আমার নাকে—তাজা গোবর আর ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনের দুর্গন্ধ মেশালে যা দাঁড়াবে ঠিক সেরকম গন্ধটা। যা হোক, গন্ধ শুঁকে ওটার উৎসে গিয়ে হাজির হলাম আমি। কোথায় আঁচ করো তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ! শুয়োড়ের খোঁয়াড়! দেখলাম ওটার রেইলের ওপর বসে আরামসে সিগার ফুঁকে চলেছে আমাদের বিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি বলতে চাচ্ছি!'

হেসে উঠল কামরার সবাই, কিন্তু হাসিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সমবেত লোকগুলো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে একহারা গড়নের গোঁফঅলা এক পাঞ্চার, তাকে সবাই চেনে, জেসি বেকার; স্টিভ হ্যাংকের ও-ডট র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'তোমার বস কোথায়?' বাজখাঁই গলায় জানতে চাইল। 'সে কি ভেবেছে আমরা সারাদিন এখানে বসে থাকব তার জন্যে? আমাদের সময়ের দাম নেই?'

'ও আসছে না,' জবাব দিল বেকার, পরক্ষণেই হড়বড়িয়ে ওদের জানাল: 'বস বেঁচে নেই। এড ক্র্যান্ডলও মারা গেছে তার সঙ্গে!'

মুহূর্তের জন্যে অটুট নীরবতা বিরাজ করল কামরায়, তারপর কেশে উঠল কে যেন।

পলকের জন্যে কেঁপে উঠল জেসি বেকারের চোয়ালের পেশী।

'বেজন্মা রেইডাররা ওদের দুজনকেই খুন করেছে,' তিক্ত কণ্ঠে আবার বলল সে।

জানালা থেকে ইতিমধ্যে মেঝেতে নেমে দাঁড়িয়েছে রসার, তার দিকে তাকাল ফোরম্যান।

'তুমি চলে আসার পরের ঘটনা এটা,' ব্যাখ্যা করল সে, 'পুবদিকের সীমানার ওদিকটায় নজর বোলাতে গিয়েছিলাম আমরা। ওখানে গিয়ে দেখি নাইট রাইডিং-এর দায়িত্বে যারা ছিল তাদের দুজনকেই খুন করে আমাদের এগারশোরও বেশি গরু খেদিয়ে নিয়ে গেছে রেইডাররা। সঙ্গে সঙ্গে স্টিভের মাথায় আগুন ধরে গেল। হানাদারদের ট্র্যাক অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম আমরা। প্রায় মাইল বিশেক এগোনোর পর নাগাল পাওয়া গেল শয়তানগুলোর, ততক্ষণে সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। সীমান্ত অতিক্রমের আগেই ওদের বাধা দেয়ার জন্যে ঘুরপথে সামনের দিকে চলে যায় স্টিভ আর এড, আমাদের রেখে।'

একটু থেমে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল বেকার, নার্ভাস একটা ভাব রয়েছে ওর এই আচরণে। টুঁ শব্দও করল না কেউ। সবার দৃষ্টি ফোরম্যানের ওপর নিবদ্ধ। তার বাকি কথা শুনতে অধীর প্রত্যেকে।

'সন্দেহ নেই স্টিভ আর এডের জন্যে অ্যাম্বুশ পেতে অপেক্ষা করছিল শয়তানগুলো,' খেই ধরল ও-ডট ফোরম্যান, 'কোন সুযোগই পায়নি স্টিভরা, শত্রুপক্ষের সংখ্যার কাছে হেরে গেছে।'

'ওরা এখন কোথায়?' জানতে চাইল রসার।

'কারা? ওহ্, স্টিভ আর এডের কথা বলছ?'

মাথা দোলাল রসার।

'রাস্তার ওমাথায় সাই ফিলিপসের পারলারে,' জানাল বেকার, 'কাল সকালে ফিউনারেলের সময় স্থির করা হয়েছে।'

'তার মানে ওদের লাশ নিয়েই শহরে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল বেকার, তারপর দুঃখভারাক্রান্ত মনে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল। 'ঘটনাটা মেরির জন্যে বেদনাদায়ক, ঠিক, তবে মহিলার মনের জোর আছে বলতে হবে। ব্যাপারটা একজন সৈনিকের মতই সহজভাবে নিয়েছে সে। কিন্তু মলির কাছে খবরটা পৌঁছুনোর সময় বুঝতে পারলাম এ ধরনের সংবাদ বয়ে কারও কাছে না যাওয়াই ভাল। বুঝতেই পারছ এডের সঙ্গে মেয়েটার এই সেদিন বিয়ে হয়েছে, বছরও গড়ায়নি এখনও। এডের মৃত্যুসংবাদ মেয়েটাকে কতখানি আঘাত দিতে পারে বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। কিভাবে যে নিজেকে সামলে রেখেছে খোদাই জানেন!'

ম্যাকডোনাল্ডের সিগার নিভে গেছে, তবু দাঁতের ফাঁকে শক্ত করে ওটা ধরে রেখেছে সে। হঠাৎ তার চোখজোড়া আগুনের মত ঝলসে উঠল। র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে ছিল রসার, পরিবর্তনটা লক্ষ্য করল, ম্যাকডোনাল্ডের টেবিলের উদ্দেশে এগিয়ে গেল ও।

'এক কাজ করো তুমি,' ও-ডট ফোরম্যানকে পরামর্শ দিল

'আবার র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও।' সামনে বেড়ে দরজাটা মেলে ধরল। 'এখানকার কাজ সেরেই যাব আমি ওখানে।'

রসারের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল ফোরম্যান।

'মিসেস হ্যাংককে বলো মালপত্র গুছিয়ে নিতে,' আবার তাকে বলল রসার। 'অন্তত কয়েকদিনের জন্যে হলেও শহরে চলে এলেই বোধ হয় ভাল হবে ওদের জন্যে। পরে সবকিছু আবার ঠিক হয়ে গেলে ফিরে যেতে পারবে।'

ফের মাথা দোলাল বেকার, ঘুরে পা বাড়াল দরজার দিকে, দোরগোড়ায় পৌঁছে থামল একবার, কোন ব্যাপারে নিজের সঙ্গে তর্ক করছে যেন; শেষে আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল সে।

দরজা বন্ধ করে কবাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল এবার জন রসার।

'বুঝতেই পারছ সবাই,' বলল ও, 'এই হলো অবস্থা এবং এটা কেবল শুরু—এরকম চলতেই থাকবে। এখন তোমরা বলো কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।'

চুপ করে থাকল ম্যাকডোনাল্ড। প্যান্টের পায়ায় দেশলাইয়ের কাঠি ঘষল ফ্র্যাংক কনেল, ফস্ করে জ্বলে উঠল ওটা, আগুনটা মুখের কাছে তুলে পাইপ ধরাল সে। এক মুহূর্ত মনোযোগের সঙ্গে পাইপ টানল, তারপর ঘুরে সরাসরি রসারের দিকে তাকাল।

'আইন-কানুন ঠিক রাখার ব্যাপার তুমিই ভাল বোঝো,' বলল সে, 'আমাদের কি করা উচিত বলে তোমার ধারণা?'

'লড়াই।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু কিভাবে?'

'রেইডারদের ওপর পাল্টা হামলা চালিয়ে শেষ করে ফেলতে

হবে ওদের।'

'ওদের পেছন পেছন মেক্সিকো পর্যন্ত যেতে বলছ?' জানতে চাইল কনেল।

'ঠিক তা নয়,' জবাব দিল রসার, 'তাতে করে আবার মেক্সিকোর সঙ্গে বিবাদ বেঁধে যাবার আশঙ্কা দেখা দেবে, আমরা তা সামাল দিতে পারব না। আমি ভাবছি একদল রাইডারকে চব্বিশ ঘণ্টা এমনভাবে তৈরি রাখতে হবে যাতে ওরা মুহূর্তের নোটিশে যেখানেই রেইডাররা হানা দিতে আসবে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে হামলার উপযুক্ত জবাব দিতে পারে; পাল্টা হামলা চালানোর মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে ওদের।'

'বুঝেছি,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'সেজন্যে কয়জন লোক লাগবে তোমার?'

ক্ষীণ হাসল রসার।

'কয়জন দিতে পারবে তোমরা?' পাল্টা প্রশ্ন করল।

'প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না,' ওকে বাধা দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'ব্যাংকে গিয়ে টাকা ধার চাইবার সময় ব্যাংক কত টাকা দিতে পারবে জানতে চায় না লোকে, নিজের প্রয়োজনের কথাই বলে। তুমিই বলো কজন লোক লাগবে তোমার। বাকিটা আমরা যারা এখানে রয়েছি তারা বুঝব।'

'বেশ,' বলল রসার, 'পঞ্চাশজন হলেই মোটামুটি কাজ শুরু করতে পারব আমি।'

'তোমার প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল বার-এর মালিক।

'সীমান্ত বরাবর টহলের ব্যবস্থা করব,' জবাব দিল রসার, 'ছোট

ছোট দলে ভাগ করে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা তৈরি রাখব ওদের যাতে সাহায্যের আবেদন পেলে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে গিয়ে হাজির হতে পারে।'

'এভাবে কি সত্যিই হামলা ঠেকাতে পারবে মনে করো?' জানতে চাইল ড্যান হিল।

'না,' জবাব দিল রসার, 'তবে অন্তত এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি—রেইডারদের ঘাম ছুটিয়ে দিতে পারব আমরা। ফলে একটা উপকার হবে: হানাদারদের বড় ধরনের কোন দাঁও মারার মতলব থাকলে সেটা বাতিল করতে বাধ্য হবে তারা।'

মাঝারি উচ্চতা ড্যান হিলের, আনুমানিক চল্লিশের মত হবে তার বয়স, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে এবার।

'আমি নেই এর মধ্যে,' সরাসরি নিজের মত জানিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার।

'ঠিক আছে,' শান্ত কণ্ঠে তাকে বলল রসার।

'আমি বলি একটা প্রতিনিধিদল গঠন করে ওদের বরং অস্টিনে গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠালেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' উপসংহার টানল ড্যান হিল।

বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল বিল ম্যাকডোনাল্ড।

'তাতে কি ফায়দা হবে শুনি?' জানতে চাইল সে, 'আমার তো মনে হয় অযথা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু হবে না তাতে। প্রতিনিধিরা যখন অস্টিনে বসে আরামে সময় কাটাবে ঠিক সেই সময় এখানে আমাদের সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ করে দেবে রেইডাররা। আমাদের নিয়ে হ্যালস্টিডের কোন মাথাব্যথা নেই,

আমাদের কানা-কড়িও দাম নেই তার কাছে। বাজি ধরে বলতে পারি প্রতিনিধি দল-টল পাঠিয়ে কোনই লাভ হবে না, বরং সর্বস্বান্ত হয়ে যাব আমরা, পথে বসতে হবে সবাইকে। আমাদেরকেই এই ঝামেলাটা মেটাতে হবে এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ততই মঙ্গল। আমাদের কারও পক্ষেই অনির্দিষ্টকাল র‍্যাঞ্চিংয়ের কাজ ফেলে রাখা সম্ভব নয়।'

'আমি তারপরও বলব প্রতিনিধিদল পাঠানোই ঠিক হবে,' আবার বলল হিল, নিজের বক্তব্যে অটল সে।

'আমি বলছি না,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড। 'রসার, আমি তোমার সঙ্গে একমত। চোদ্দজন রাইডার আছে আমার র‍্যাঞ্চে, অনায়াসে ওদের অর্ধেক নিতে পারো তুমি। কসম খোদার, ব্যাপারটা যদি শেষতক শোডাউনের দিকে গড়ায়, বাকি সাতজনকেও নির্দ্বিধায় তোমার হাতে ছেড়ে দেব আমি। আর আমি নিজে যতক্ষণ অস্ত্র বইতে পারব ততক্ষণ আমার পাঞ্চারদের পাশে নিজেও থাকব—যদি দরকার হয়।'

'আধাআধি ভাগের এই হিসাবে আমিও আছি তোমার সঙ্গে, বিল,' জানাল কনেল, 'মোট বারজন কাউহ্যান্ড আছে আমার র‍্যাঞ্চে, রসার হুকুম দেয়ামাত্র চলে আসবে ওদের ছয়জন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রসার, 'মোট তেরজন পেলাম তাহলে। আর কেউ যোগ দেবে নাকি?'

কোন সাড়া মিলল না এ প্রশ্নের। কামরার চারদিকে আর যারা বসে আছে তাদের বেশিরভাগই ছোট ছোট র‍্যাঞ্চের মালিক—সীমিত লোকবল নিয়ে কাজ করে—সিংহভাগ কাজ নিজ

হাতে সারে—দুই-একজন—বড়জোর তিনজন রাইডার থাকে তাকে সাহায্য করার জন্যে—সংখ্যাটা নির্ভর করে র‍্যাঞ্চের সাইজ আর গরুর সংখ্যার ওপর। তবে ওদের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয়জন পাঞ্চার খাটাচ্ছে এমন র‍্যাঞ্চারও আছে; ছয় থেকে আটজন পাঞ্চারও আছে কয়েকজনের—একজনের আউটফিটে দশজন পাঞ্চার আছে। খুদে র‍্যাঞ্চারের এই দলটার দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড, সিগারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে।

'এই যে, টম ড্যালি,' এক কোণে চুপ করে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাকডোনাল্ড। একবার তাকিয়েই চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ড্যালি। 'মোট কজন খাটছে এখন তোমার র‍্যাঞ্চে?'

আস্তে আস্তে আবার মুখ তুলে তাকাল ড্যালি, ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো, লাল হয়ে গেল চেহারা।

'আ-আমি ড্যান হিলের পক্ষে,' তাড়াতাড়ি অসহায়ের মত বলে উঠল সে, অন্যদিকে নজর সরিয়ে নিল আবার।

'হুম,' একটুক্ষণ চিন্তা করল ম্যাকডোনাল্ড, 'বুঝলে ড্যালি, তোমার বাবা বেঁচে নেই আজ, তোমার জন্যে সৌভাগ্যের বিষয়ই বলতে হবে। সে বেঁচে থাকলে আজ তোমার পিঠের ছাল তুলে ফেলত। ওকে কোনদিন এসব ব্যাপারে অনুরোধ করার দরকার হয়নি। বিপদ মোকাবিলায় বিনা দ্বিধায় সামনে এগোত ও। আচ্ছা, যাকগে, তুমি ড্যান হিলের পিছনেই ঘুরে মরো, আমার কি! স্যাম ল্যুয...'

কৃশকায়, চোখে করুণ দৃষ্টি, চোয়ালে মানসিক দুর্বলতার ছাপ;

হাড়সর্বস্ব একটা হাত মুখের সামনে তুলে খুক-খুক কাশল ল্যুয।

'কয়জন পাঞ্চার আছে তোমার র‍্যাঞ্চে?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

ল্যুযের ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠল।

'ছয়জন,' অবশেষে জবাব দিল।

'রসারের হাতে দু-তিনজনকে ছেড়ে দিতে পারবে না?'

'কি জানি, বিল,' আমতা আমতা করে বলল ল্যুয, 'এই মুহূর্তে হ্যাঁ বা না কোনটাই বলতে পারছি না। ভেবে দেখতে হবে!'

বিরক্তির সঙ্গে ঘোঁৎ করে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

'জো বেনসন!' ডাকল সে।

তারুণ্য-উজ্জ্বল চেহারার এক র‍্যাঞ্চার বেনসন, তার কোমরে ঝোলানো হাতে বানানো হোলস্টার থেকে উঁকি মারছে সিলভার হ্যান্ডেল্ড পিস্তলের বাঁট। মুখ তুলে তাকাল সে।

'তুমি কোন্ দিকে, জো?'

'আমিও অনেকটা ড্যানের মতই ভাবছি,' জবাব দিল বেনসন, 'আহা, শোনো, বিল, ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না ব্যাপারটাকে—এটা তেমন কিছু নয়। আমি আমার মতামতটা জানালাম কেবল।'

'নিশ্চয়ই,' চট করে জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'সবারই নিজস্ব মত থাকতেই পারে!'

'ঠিক বলেছ,' বলল বেনসন, অনেকটা স্বস্তির সুর ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। হেলান দিয়ে বসল আবার।

'এই যখন অবস্থা,' খেই ধরল শাদাচুল ক্যাটলম্যান, 'আমার

মতামতও বোধ হয় জানিয়ে দেয়া উচিত সবাইকে।'

'নিশ্চয়ই, বিল! বলো!' চট করে বলে উঠল বেনসন, হেসে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল যেন র‍্যাঞ্চারকে। 'ফ্লোর তোমার জন্যে ওপেন।'

'বলছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড, কামরার চারদিকে ঘুরে বেড়াল তার দৃষ্টি; অন্যদের তুলনায় ড্যান হিলের ওপর কয়েক মুহূর্ত বেশি স্থায়ী হলো নজর। 'আমার মতে তোমরা আসলে ভীতুর ডিম! মিস্টার হিলের মত তোমাদের কারুরই নিজের জানমালের হেফাজত করার জন্যে লড়াই করার মুরোদ নেই—আর—'

'এভাবে কথা বলার বয়স কিন্তু অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছ তুমি,' ওকে বাধা দিয়ে বলল হিল।

'আমার বয়স হয়েছে ভেবে কেউ যেন আবার পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করো না!' সতর্ক করল ম্যাকডোনাল্ড, উঠে দাঁড়াল ঝট করে। 'তোমরা সবাই সশস্ত্র, দেখতেই পাচ্ছি, এটা বলতে যেয়ো না যে ওগুলো আসল নয়, খেলনা!'

নড়ল না কেউ, কোন কথাও বলল না। অপেক্ষা করতে লাগল বিল ম্যাকডোনাল্ড; তার বিশাল ডান হাতটা কাঁকড়ার মত পিস্তলের বাঁটের ঠিক ওপরে কিলবিল করছে। কামরার চারপাশে আরও একবার নজর বোলাল সে, দৃষ্টিতে তীব্র অসন্তোষ, ক্ষোভের ছাপ চেহারায়। হাত বাড়িয়ে ম্যাকডোনাল্ডের চেয়ারটা তুলে নিল ফ্র্যাংক কনেল, ঘুরিয়ে দিল তার দিকে।

'বসো তো, বিল,' বলল সে।

চোখ রাঙিয়ে তার দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড। চেয়ারটা

আরও একটু ঠেলে দিল কনেল, ফলে আরেকবার চোখ রাঙানি সইতে হলো তাকে। অবশেষে ঘোঁৎ শব্দ করে নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল বার-এম মালিক।

উঠে দাঁড়াল এবার ড্যান হিল, কোন কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। ড্যালি আর ল্যুযও উঠে দাঁড়িয়েছিল; পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। লালচে চেহারা নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ড্যালি, ল্যুযও অনুসরণ করল তাকে। ওরা বেরিয়ে যেতেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল কবাট। এবার আরও কয়েকজন র‍্যাঞ্চার উঠে দাঁড়াল আসন ছেড়ে, হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে বিদায় নিতে চায়, কিন্তু আর কারও মদদ দরকার। ওদের দিকে তাকাল বিল ম্যাকডোনাল্ড, প্রত্যেকের মনের কথা পড়তে পারছে সে পরিষ্কার।

'যাও, যাও—বিদেয় হও!' হাত নেড়ে ওদের বলল র‍্যাঞ্চার, 'তোমাদের আর এখানে থাকার দরকার নেই!'

র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে চোরের মত হাসল লোকগুলো, তারপর মিছিল করে বেরিয়ে গেল। অবশেষে মাত্র তিনজন রইল ব্যাক-রুমে—ম্যাকডোনাল্ড, কনেল আর রসার।

'তো?' মুখে হাসি ফুটিয়ে জানতে চাইল কনেল, 'এখন কি করা?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?' গর্জে উঠল ম্যাকডোনাল্ড।

কোমরের বেল্টটা টেনে জুৎ করে বসাল রসার। 'তোমাদের দুজনের র‍্যাঞ্চ তো পাশাপাশি, তো আমি বলি কি, তোমরা নিজেরাই তোমাদের রেঞ্জের সীমান্ত বরাবর সীমানার দিকটায়

টহলের ব্যবস্থা করো,' পরামর্শ দিল ও, 'তাহলে অবাঞ্ছিত লোকজনের আনাগোনা ঠেকানো যাবে—বুঝতে পারছ বোধ হয়।'

'তুমি কি করবে বলে ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল কনেল।

'আমি? আপাতত এদিকেই থাকব কয়েকদিন,' জবাব দিল রসার। 'এখন অবশ্য সরাসরি ও-ডট র‍্যাঞ্চে যাব, মিসেস হ্যাংকের কোন উপকারে লাগতে পারি কিনা দেখি!'

ওর সঙ্গে দুই র‍্যাঞ্চারও রাস্তায় বেরিয়ে এল। যে যার ঘোড়ায় চেপে শহরের বাইরে চলে এল ওরা। রাস্তার একটা মোড়ে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল তিনজন।

'ঠিক আছে,' বলল রসার, 'চলি তাহলে, পরে দেখা হবে।'

ওর উদ্দেশ্যে হাসল কনেল, স্যালুট দেয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করল; কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের চেহারা কুঁচকেই রইল।

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, ইয়াং ফেলার,' স্যাডলে নড়েচড়ে আরাম করে বসতে বসতে রসারকে বলল র‍্যাঞ্চার, 'মাথায় আজগুবি কোন বুদ্ধি খেলামাত্র তৈরি না হয়ে হুট করে কাজে নেমে পড়ো না যেন—ফ্র্যাংক আর আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু আগের মত চালু না থাকলে কি হবে এখনও নড়াচড়া করার শক্তি তো আছে! কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো, নাকি?'

'অবশ্যই,' বলল রসার। 'বাই!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, লাগামের মুক্ত প্রান্তের আঘাত হানল মেয়ারের মাথায়। দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করল জানোয়ারটা।

ও-ডট র‍্যাঞ্চের বিশাল কিচেনরুম একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার,

মেঝেটা আয়নার মত চকচক করছে; মেরি হ্যাংকের যত্নের ফল; লোহার সিংকটাও দাগহীন; ব্র্যাকেটে ঝোলানো তোয়ালে—তুষার শুভ্র; জানালায় সুন্দর করে টানানো পর্দাগুলোয় নিয়মিত মাড় দেয়া হয়, বোঝা যায়, ফোলা মচমচে একটা ভাব রয়েছে ওগুলোয়; পর্দার ওপাশে জানালার কাঁচ—রসার যতটুকু দেখতে পাচ্ছে—কয়েকদিন আগেই ধোয়া হয়েছে, বুঝতে কষ্ট হয় না।

'নাহ্!' আবার মেরি হ্যাংকের একই জবাব শুনতে হলো জন রসারকে। মহিলার দিকে তাকাল ও। অসাধারণ সুন্দরী, মাথার চুল বাদামী, চোখের মণিজোড়াও; রসার আন্দাজ করল আটত্রিশ থেকে চল্লিশের মত বয়স হবে মহিলার; তবে অচেনা কেউ, ওর তরুণী এক কন্যাসন্তান আছে না জানলে বিনা দ্বিধায় ধরে নেবে ওর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। র‍্যাঞ্চের প্রাত্যহিক জীবনে একজন মহিলাকে যা পরিশ্রম করতে হয় সেটা বলার নয়, মিসেস হ্যাংককেও এই ধকল পোহাতে হয়, তা সত্ত্বেও ওর শরীরের রঙ আর হাত দুটো দেখলে যে কোন অল্পবয়সী মেয়েও ঈর্ষান্বিত হতে বাধ্য। শহরে বিলাসী জীবন যাপন করেও অন্য কোন মেয়ে এভাবে দৈহিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারবে কিনা সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 'আমরা এখানেই থাকছি। শহরে গিয়ে স্বস্তি পাব না আমরা। এটা আমাদের ঘর—তাছাড়া—মানে, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'রেইডাররা আবার এলে,' আবার বলল মহিলা, 'আসবেই, আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ এখন তোমাদের, মানে রেঞ্জারদের অস্তিত্ব নেই, সীমান্ত পার হতে ওদের বাধা দিতে যাবে

কে? সুতরাং আবার আসবে ওরা। আমরা স্রেফ ওদের হামলার উপযুক্ত জবাব দেয়ার চেষ্টা করব আর কি!'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নামল রান্নাঘরে। এভাবেই চলে আসছে শুরু থেকে! কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময়, ক্ষণিক নীরবতা, তারপর আবার কথা, ফের নীরবতা। মহিলাকে কথা বলার জন্যে কোন চাপ দিচ্ছে না রসার। পরিস্থিতি বিচার করে ও স্থির করেছে: মহিলাকে তার ইচ্ছা মাফিক কথা বলতে দিলেই ভাল হবে। সেজন্যে মহিলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনে কথা বলছে আবার নিষ্ঠার সঙ্গে মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে; মেরি কথা বন্ধ করলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে নীরবতা ভাঙার।

'তুমি তো বোঝো,' আবার কথা বলতে শুরু করল মেরি হ্যাংক, 'যে কোন মানুষের মৃত্যুই বিশ্বাসের অতীত দুঃসহ একটা ব্যাপার—অবাস্তব কিছু যেন। স্টিভ আর বেঁচে নেই বিশ্বাসই হতে চায় না আমার, অথচ আমি খুব ভাল করে জানি ও মারা গেছে। জেনেও ব্যাপারটা কেন যেন ঠিক মেনে নিতে পারছি না।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল রসার। মাথা নাড়ল মিসেস হ্যাংক, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ও।

'মলির মনের অবস্থা যে এখন কেমন কে জানে!' বলল মহিলা, 'এডকে ও ভালবাসত, সন্দেহ নেই, এডও ভালবাসত ওকে—এডের এমন অপমৃত্যু ওর জন্যে নিদারুণ আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে, কিন্তু…' মুখ তুলে রসারের চোখের দিকে তাকাল মেরি। 'মানুষ হিসাবে স্টিভ ছিল শক্তিমান, আপসহীন, এডের এ দুটো গুণের ঘাটতি ছিল—মলি বোধ হয় জানত এটা; মেয়েটা আবার বাপের মত

হয়েছে তো, আমার মনে হয় এডকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেনি ও।'

এ কথার কোন জবাব দিল না রসার। হঠাৎ হেসে ফেলল মেরি হ্যাংক।

'আমাদের কথা তো অনেক বললাম,' কৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল সে কণ্ঠে, 'এবার তোমার কথা শোনাও। কি করবে বলে ভাবছ এখন?'

'জানি না।'

'তার মানে কিছুদিন কাছেপিঠেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন।'

'আমাদের এখানে অসংখ্য খালি কামরা পড়ে আছে, তুমি এখানে থাকলে আমরা বরং খুশিই হব।'

'অনেক ধন্যবাদ, মেরি,' বলল রসার, 'কিন্তু যখন তখন লঙ্কা কাণ্ড বেধে যেতে পারে, তাই আমার মনে হয় এখন শহরে থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে।'

'অবশ্যই,' চট করে সায় দিল মেরি।

উঠে দাঁড়াল সে। রসারও উঠল, টুপি হাতে তুলে নিল।

'প্রয়োজনে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানো তুমি,' বলল ও।

'হোটেল?'

'হ্যাঁ।' দরজার কাছে এসে কবাট খুলল রসার, থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেরির দিকে। 'যাবার আগে মলির সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'বেশ।'

'কাল আবার দেখা হবে আশা করি,' বলল রসার।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মিসেস হ্যাংক। বেরিয়ে এসে আস্তে করে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল রসার।

ঘুরে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনের দিকে চলে এল ও। মেরি হ্যাংকের মত দেখতে আরেকটা মেয়ে বসে আছে পোর্চের সিঁড়ির ওপর। ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে বসল রসার।

'এখনই চলে যাচ্ছ আমাদের ফেলে?' জানতে চাইল মেয়েটা।

মাথা দোলাল রসার।

'কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছ?' আবার প্রশ্ন করল মলি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রসার, তারপর বলল: 'দরকার হলে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তোমার মা জানে।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল মেয়েটা।

'জন,' হঠাৎ বলে উঠল সে। ঘাড় কাত করে তাকাল রসার। মাথা নাড়ল মেয়েটা, চট করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'বলো, কি বলতে যাচ্ছিলে।'

'না, থাক,' বলল মেয়েটা, 'প্লীজ, জোর কোরো না!'

'তোমাকে এটা মানায় না, মলি,' বলল রসার, 'তুমি কখনও কথা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করোনি, বলে ফেলো কি বলতে চেয়েছিলে।'

'বেশ,' বলল মলি। লম্বা একটা শ্বাস টেনে আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। 'আসলে এডের বদলে আমার উচিত ছিল তোমাকে বিয়ে

করা, জন। মানুষ হিসাবে ও ভালই ছিল কিন্তু আমি যেমনটি চাই তেমন নয়, তোমার মধ্যে তার সবই আছে।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হাসল রসার, 'কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ বোধ হয়?'

'এডের সঙ্গে আমার বিয়ে হবার আগেই বিয়ে করেছিলে তুমি—এ কথা?'

'হ্যাঁ।'

মলির দুঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে শক্ত হয়ে চেপে বসল।

'তোমার বিয়ের প্রশ্নই উঠত না,' তিক্ত শোনাল মেয়েটার কণ্ঠস্বর, অস্বস্তিতে পড়ে গেল রসার। 'যদি তোমাকে আমি তখন কলোরাডো না কোথায় যেন সেই মিশনে যেতে না দিতাম।'

'নেভাদায়।'

'ও, হ্যাঁ, নেভাদায়,' পুনরাবৃত্তি করল মলি. 'ওখানেই তোমার সঙ্গে ডেবী ওয়েনসের পরিচয় হয়।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, মেরি হ্যাংক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। উঠে দাঁড়াল রসার।

'বেশ,' বলল ও, 'এবার তাহলে আমি চলি। বাই।'

ওকে কোরালের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল মা আর মেয়ে। স্যাডলে উঠে বসল রসার, কোরাল থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মলির দিকে তাকাল এবার মেরি হ্যাংক।

'তোমার শুনতে খারাপ লাগতে পারে,' বলল মলি, 'কিন্তু কথাটা ওকে বলে ফেলেছি আমি।'

'অ্যাঁ!'

'বলেছি এবং সেজন্যে একটুও খারাপ লাগছে না আমার।'

'বেশ,' অবশেষে বলল মেরি, 'আশা করি এতে করে তোমার সম্পর্কে ওর মনে কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে না। মাত্র বছর খানেক আগে ওর স্ত্রী মারা গেছে, আর এডের মৃত্যুর পর চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয়নি—'

'মা, আমরা তো বেঁচে আছি এবং আমাদের বেঁচে থাকতে হবে!'

'জানি, মা, কিন্তু—'

'তাহলে আমরাও মারা যাচ্ছি এমন ভাব করতে যেয়ো না, কারণ—'

'থাক, এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না,' শান্ত কণ্ঠে বলল মেরি।

ঘুরে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। মলিও উঠল, ধীর পদক্ষেপে অনুসরণ করল মাকে।

তিন

প্রায় চারশো একরের মত জায়গা পড়েছে পিট লুকাসের

আউটফিটে। পুরো এলাকার বড়জোর তিন ভাগের এক ভাগ র‍্যাঞ্চিংয়ের উপযোগী, বাকি দুভাগ জমির কোন উপযোগিতা নেই বললেই চলে। উঁচু-নিচু রুক্ষ জমি, নুড়ি-পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। বিল ম্যাকডোনাল্ডের বার-এম আর ফ্র্যাংক কনেলের সার্কল-সি আউটফিটের মাঝখানে অনেককটা কীলকের মত সেঁধিয়ে রয়েছে যেন র‍্যাঞ্চটা। ত্রিকোণাকৃতি এই এলাকাটার ওপর বড় দুই আউটফিটের বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায়নি কোনদিন। ওদের দুজনের রেঞ্জের সীমানা ত্রিভুজের দুই বাহু তৈরি করেছে আর টেকসাস-মেক্সিকো সীমান্ত-রেখা হচ্ছে ওটার ভূমি। প্রথম এক হোমস্টিডার পরিত্যক্ত এই জায়গায় বসতি করতে এসেছিল, এখন আর তার নাম মনে নেই কারও; তার আগমনে কোনই আপত্তি তোলেনি ম্যাকডোনাল্ড বা কনেল বরং কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে বোকার হদ্দ লোকটা কয়দিন টেকে দেখার জন্যে। জায়গাটা থেকে কোন কিছু আশা করা অরণ্যে রোদনের সামিল—ভাল করেই জানত ওরা। যাহোক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সেই হোমস্টিডারের অবস্থান। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝে যায়: কেবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর সহন শক্তি দিয়ে সবসময় ভাগ্য বদলানো যায় না। আনুমানিক ছয় কি আট মাসের মাথায় তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু না জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল সে নিষ্ফলা ত্রিভুজটা থেকে। তারপর অনেকদিন খালিই পড়ে ছিল জায়গাটা।

ঠিক কবে কখন দৃশ্যপটে আগমন ঘটেছে পিট লুকাসের সঠিক বলতে পারে না কেউ। একদিন বার-এম আউটফিটের এক রেঞ্জ-রাইডার সীমানা টহল দিচ্ছিল; হঠাৎ তার খেয়াল হয় তেকোনা

জায়গাটায় নতুন এক লোকের আগমন ঘটেছে—সে-ই সবাইকে জানায় অবিশ্বাস্য খবরটা। শুনে দুনিয়া কাঁপিয়ে হেসেছিল সবাই, বলেছিল লোকটা হয় নেহাত বোকা নয়ত বদ্ধ উন্মাদ, নইলে বসবাস করার জন্যে ওই জায়গা বেছে নিতে যাবে কেন? ব্যাটা বেশিদিন টিকবে না—জোড় গলায় ভবিষ্যৎবাণীও করেছিল তারা। কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে দু'বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে এবং সবাইকে অবাক করে এখনও বহাল তবিয়তেই ওখানে আছে পিট লুকাস। বিস্ময়কর এবং ব্যাখ্যার অতীত কোন কৌশলে বিরান জমি থেকে ফল আদায় করতে সক্ষম হয়েছে সে। ওর যেসব প্রতিবেশী এতদিন পানির অভাবের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গরুর সংখ্যা বাড়াতে পারছিল না তারা খুব কাছ থেকে লুকাসের কাজের ধারা পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিল, আশা করেছিল এমন কোন বুদ্ধি হয়তো মিলে যাবে যেটা কাজে লাগিয়ে নিজের র‍্যাঞ্চের উন্নতি করতে পারবে তারা। কিন্তু তাদের আশা ফলবতী হয়নি। লুকাসকে আর যাহোক সৎপ্রতিবেশী বলা যাবে না, কারণ দর্শনপ্রার্থীরা কখনোই তার কাছাকাছি যাবার সুযোগ পায়নি। মেহমানদের নিরাশ করার বেলায় খুবই মামুলি কৌশল প্রয়োগ করে লুকাস: একটা কি দুটো বুলেট ধেয়ে আসে আগন্তুকের দিকে, ব্যস, সব ইচ্ছা হাওয়ায় উবে যায় হবু-অতিথির, আর সামনে বাড়ার সাহস পায় না, বাদ দেয় লুকাসের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা। লুকাসের ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপারে নাক গলানোর আর শখ থাকে না।

প্রতিমাসে একবার শহরে আসে পিট লুকাস, প্রায় প্রতিবারই তার সঙ্গে থাকে লালচুলো এক সুন্দরী। নিজেদের প্রয়োজনীয়

রসদপত্র কেনে তারা, কারও সাহায্য ছাড়াই বাকবোর্ডে তোলে সেসব, কাজ শেষে আবার ফিরে যায় আপন ডেরায়। ব্যাপারটা অনেক আগেই শহরবাসীদের অসন্তোষের একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ওদের ধারণা প্রতিবেশী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা রাখা কর্তব্য না হলেও নাগরিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। ওদের উদ্দেশে উচ্চারিত অসন্তোষসূচক শহরবাসীদের নানা মন্তব্য লুকাসের কানে যায়, কিন্তু রহস্যময় র‍্যাঞ্চার তাদের অসন্তোষ দূর করার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা বা উদ্দ্যোগ নেয়নি, অপরিবর্তিত রয়ে গেছে পরিস্থিতি। কেউ কেউ এমনও বলে: লুকাস আসলে মানুষ হিসাবে মোটেই সুবিধার না, সেজন্যেই নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখার এত কোশেশ তার! অন্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে এত অনীহা! আবার কারও মতে লোকটা বুদ্ধিমান এবং কাজের, সেজন্যেই খেজুরে আলাপে তার উৎসাহ নেই, অর্থহীন গালগল্প এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে—যদিও খুদে শহর আর তার বাসিন্দারা এ ধরনের গল্পে মশগুল থাকতে খুব পছন্দ করে। যাহোক পিট লুকাস আর ওর রাইডাররা আগাগোড়া জনবিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে আসছে আর দিন দিন একটা প্রশ্ন জোরাল হয়ে উঠছে সবার মনে: কি চলছে লোকটার র‍্যাঞ্চে? সেই আদি হোমস্টিডারের বানানো কেবিনটা বহু আগেই উধাও হয়ে গেছে, তার জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচ কামরার মজবুত কাঠামোর একটা কটেজ। এছাড়া একটা বার্নও তৈরি করা হয়েছে র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি, আরও রয়েছে বাংকহাউস, টুল শেড এবং ছোট আকারের একটা কোরাল। লুকাস আউটফিটটা খুদে অথচ

বর্ধিষ্ণু র‍্যাঞ্চের চেহারা নিয়েছে এখন; কিন্তু কারও বুদ্ধিতে আসছে না সে কিভাবে কোন্ কৌশলে এমন উন্নতি করতে পারছে! মাঝে-সাঝে দু-একজন হয়তো ক্রুদ্ধ স্বরে জানিয়েছে তার রেঞ্জ থেকে বেশ কিছু গরু খোয়া যাবার কথা, কিন্তু কারণ অনুসন্ধানের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কখনও। লুকাস বদ লোক, বিনা প্রমাণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের সাহস পায়নি কেউ।

বেশ অনেকক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে। কোরাল গেটের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে পিট লুকাস। এইমাত্র কোরালে ঢুকেছে ছয়জন ঘোড়সওয়ার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের জরিপ করছে সে। যার যার স্যাডল থেকে নামছে লোকগুলো। বিশালদেহী মানুষ লুকাস, নিষ্ঠুর-চেহারা, দৈহিক কাঠামো দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী সে; তার মাথার চুল, এমনকি দুচোখের ভুরুও কুচকুচে কালো; ঘাড়-গর্দান এমন কঠিন, দেখে মনে হয় যেন ইস্পাতের তৈরি। পুরনো একটা টুপি পরেছে সে, কোন কালে হয়তো কালো রঙের ছিল, এখন অতি ব্যবহারে ধূসর হয়ে গেছে; এখানে ওখানে মাটির দাগ-পড়া রঙ জ্বলা শার্ট আর পিঠের কাছে ছেঁড়া একটা ভেস্ট তার গায়ে; পরনের প্যান্টের অবস্থা আরও করুণ: পরার অনুপযোগী হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই; পায়ের বুটজোড়ার অবস্থাও তথৈবচ। ওর থেকে ফুট বিশেক পেছনে বাংকহাউসের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেল লুকাস, কিন্তু সেদিকে তাকানোর দরকার মনে করল না। খানিকক্ষণ পর একহারা গড়নের কালোমত একলোক এসে দাঁড়াল ওর পাশে। নবাগতের দিকে তাকাল এবার লুকাস, ধমকে উঠে কথা বলল।

'কি খবর নিয়ে এসেছ?' জানতে চাইল।

'তেমন কিছু না,' জবাব পাওয়া গেল, 'তুমি তাহলে ওই মেভেরিকগুলোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল এবার লোকটা।

'হ্যাঁ। আপাতত ওদের কথা তোমার না ভাবলেও চলবে। চলে যাচ্ছে না ওরা, থাকার জন্যেই এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম শহরে গিয়ে কি জানতে পেলে তুমি। তোমাকে চিনে ফেলেনি তো লোকে?'

'আরে দূর! আমাকে খেয়াল করার অবসর আছে নাকি কারও। সবাই আলোচনায় মশগুল। কে আসছে আর কে যাচ্ছে সেদিকে কারও নজর নেই। আমি কাউকে কোন প্রশ্ন করিনি, স্রেফ কান পেতে লোকজনের কথাবার্তা শুনেছি, তারপর বারে গিয়ে একটা ড্রিংক সেরে সোজা আবার ফিরে এসেছি এখানে। খবর হল, গত রাতে ও-ডট র‍্যাঞ্চে হামলা চালানো হয়েছে, হামলাকারীরা র‍্যাঞ্চের মালিক স্টিভ হ্যাংক আর তার মেয়ে-জামাই এড ক্র্যান্ডলকে মেরে রেখে গেছে।'

'আচ্ছা, তাই?'

'আর রসার ব্যাটা—'

'কে? ও সেই রেঞ্জার—'

'সাবেক রেঞ্জার।'

'ঠিক বলেছ, মাইক, সাবেক রেঞ্জার। ঠিক আছে বলে যাও। রসারের কথা কি যেন বলছিলে।'

'হ্যাঁ, আমি যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, র‍্যাঞ্চারদের একটা মিটিং

ডেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে কয়েকজন করে পাঞ্চার ধারে নিয়ে একটা বাহিনী গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে পাল্টা হামলা চালিয়ে রেইডারদের নিশ্চিহ্ন করা যায়। ম্যাকডোনাল্ড নামের বুড়ো শকুনটা আর তার চ্যালা কনেল বাদে আর সবাই বাতিল করে দিয়েছে ওর প্রস্তাব। রাইডার ধার দিতে রাজি হয়েছে ওই দুই র‍্যাঞ্চার। যাহোক শেষ পর্যন্ত হালে পানি পায়নি রসার। হিল বলে এক র‍্যাঞ্চার—ড্যান হিল—রসারের প্রস্তাবের বিরোধীদের নেতৃত্ব দিয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ করি না, চলো, আজ রাতে মিস্টার হিলের ওখানে একবার ঢুঁ মেরে আসি আমরা? কি, রাজি?'

কড়া দৃষ্টিতে মাইকের দিকে তাকাল লুকাস।

'তোমার জুড়ি নেই, মাইক,' খানিক বাদে বলল সে, 'যতক্ষণ নিজের মগজটাকে না খাটাচ্ছ ততক্ষণ তোমার জুড়ি মেলা ভার। তোমার মাথাটা আসলে টুপি পরার জন্যেই মানানসই। বোকার মত একটা কিছু বললেই হলো! আমরা হিলের র‍্যাঞ্চে হামলা চালালেই তার মাথায় রক্ত চড়ে যাবে, ঠিক ম্যাকডোনাল্ড আর কনেলের সঙ্গে যোগ দেবে সে, আমাদের তখন কি উপায় হবে শুনি?'

বোকার মত চেহারা হলো মাইকের।

'এভাবে চিন্তা করিনি আমি!' স্বীকার গেল সে।

'আমি জানি সেটা। ও-ডট-এ কখন হামলা হয়েছিল বললে?'

'কাল রাতে। কেন?'

'আজ রাতে আমরা আবার হামলা করতে যাব। এত তাড়াতাড়ি আবার হামলার আশঙ্কা করবে না ওরা, আমাদের জন্যে পানির মত সহজ হয়ে যাবে কাজটা। আমরা কাজ শেষ করে চলে আসার পর

সবাই ঠিক ধরে নেবে প্রথম দলটাই চড়াও হয়েছিল আবার কিংবা সীমান্তের ওপর থেকে আসা অন্য কোন দলের কাজ এটা!'

'ওহ্! বুঝেছি এবার!'

'চমৎকার!' শুষ্ক কণ্ঠে বললল লুকাস। 'এবার শোনো, মাইক। আজ ওদের সঙ্গে তুমিও যাবে। এক সঙ্গে অনেক গরু ছিনতাই করার ইচ্ছা নেই আমার, সামাল দেয়া যাবে না। একশো থেকে দেড়শো, ব্যস, এর বেশি না।'

'ঠিক আছে।'

'আগামীকাল রাতে ফের আরেকটা র‍্যাঞ্চে চড়াও হব আমরা, পরশু রাতে, এমনকি তার পরের রাতেও—মানে—যতক্ষণ বিপদের কোন লক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ চলতে থাকবে আমাদের কাজ। বিপদ দেখলেই ঘাপটি মেরে পড়ে থাকব নতুন সুযোগের অপেক্ষায়। গরু সরানোর দারুণ একটা মওকা পেয়েছি এবার আমরা। র‍্যাঞ্চাররা একদিকে সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করতে করতে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকবে আর আমরা এই সুযোগে চোরাই গরুর বদৌলতে প্রচুর টাকার মালিক বনে যাব। বুঝতে পেরেছ বুদ্ধিটা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ধন্যবাদ, মাইক। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ জানলে বেশ আনন্দিত হই আমি।'

'আরে সব সময়ই তো পারি, তাই না?'

'কি পার?'

'তোমার কথা বোঝার কথা বললে না?'

'কি জানি, মাইক। আমার চিন্তা হয়, কারণ তোমাকে আমি বলি এক ভাবে কাজ করার কথা আর তুমি ঠিক উল্টোটা করে বসে থাকো প্রায়ই, বরবাদ হয়ে যায় সব। আমি বুঝি না তোমার সমস্যাটা কি?'

দাঁত বের করে হাসল মাইক।

'দূর, কি যে বলো না তুমি, পিট!'

'তোমাকে আগেই বলে রাখছি, মাইক। আজ রাতের কাজটা কিভাবে সামলাচ্ছ সেটা দেখব আমি।'

'ঠিক যেভাবে বলেছ সেভাবেই হবে কাজটা।'

'দেখা যাক!'

'দেখো!'

'ঠিক হ্যায়।'

'কখন বের হচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল মাইক।

'রাত ঠিক এগারোটায়।'

'বেশি আগে হয়ে যাচ্ছে না? আরও কিছুক্ষণ পরে গেলে আমার মনে হয় ভাল হত, হামলার আশঙ্কায় ওদের তৈরি থাকার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।'

প্রস্তাবটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল লুকাস।

'জীবনে এই প্রথম একটা কাজের কথা বলেছ তুমি,' হেসে বলল সে। 'দেরিতে হামলা চালানোটাই আমাদের জন্যে সুবিধাজনক হবে। রাত একটা কি দুটো নাগাদ এখান থেকে রওনা দিলেই হবে।'

'না, তিনটায়।'

'ফের সেই পুরনো ব্যাপার। সব সময় তোমার চেষ্টা আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে প্রমাণ করা। বেশ, রাত তিনটাই সই। আর কোন কথা নয়।'

'রাত তিনটার সময়েই বের হব আমরা, পিট,' বলল মাইক। 'ও, ওই-ব্যাটাদের ব্যাপারে কিছু বললে না যে? আমিই জানাব ওদের সব?'

'না-আ। ব্যাপারটা আমি দেখছি,' বলল লুকাস, 'নতুন লোকগুলোর কয়েকটা কথা জানা থাকা দরকার, আমার মুখ থেকে শোনাই ভাল হবে, বুঝতেই পারছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাইক।

'তুমিই বস্, পিট,' বলল সে, গানবেল্ট টেনে ওপরে তুলল। 'দারুণ খিদে পেয়েছে, একটা কিছু মুখে দেয়া দরকার। তোমার কি অবস্থা? কফি চলবে?'

মাথা নাড়ল লুকাস।

ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিল মাইক। নবাগত ঘোড়সওয়াররা এতক্ষণে কোরাল থেকে বেরিয়ে এল। দুতিনজনকে দেখা গেল গানবেল্ট টেনে ওপরে তুলছে, ঠিক মত বসিয়ে নিচ্ছে কোমরে। সোজা হয়ে দাঁড়াল পিট লুকাস।

'এদিকে এসো তোমরা,' ছোট করে ডাকল ওদের। 'তোমাদের কয়েকটা কথা বলব আমি।'

ঠাণ্ডা অবহেলা মেশানো দৃষ্টিতে লুকাসের দিকে তাকাল মারকুটে চেহারার লোকগুলো, মাপল ওকে; কিন্তু ওদের তাচ্ছিল্যকে আমল দিল না লুকাস। এদের রগ ওর চেনা, আগেও

বহুবার এ-জাতের লোকজনের কাছ থেকে কাজ আদায় করেছে, অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা ওদের মজ্জাগত—পেশারই অঙ্গ। নিজের গানবেল্টে দুহাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে অপেক্ষা করতে লাফাল পিট লুকাস। বলতে গেলে প্রায় একইরকম—অদ্ভুত বলতে হয়—লোকগুলো; লম্বাটে একহারা গড়ন, রোদে-পোড়া কঠিন ওদের চোখ, প্রত্যেকের চোয়ালে কঠিন ভাব।

'এই আউটফিটের বস্ আমি,' ওদের জানাল পিট লুকাস। 'এখানে আমি যা বলব সেটাই মানতে হবে সবাইকে। ঠিক আছে?'

কোন কথা বলল না কেউ।

'এখানে তোমাদের সবার মজুরি সমান,' আবার বলল লুকাস, 'যে কদিন তোমাদের আমার প্রয়োজন হবে ততদিন দৈনিক পনের ডলার হিসাবে বেতন পাবে তোমরা। কাল থেকে প্রত্যেকদিন সকালে তোমাদের দৈনিক পাওনা মিটিয়ে দেব আমি। আমার হুকুম মুখ বুজে তামিল করে যাবে তোমরা। যদি তা না করো বেতন মিলবে না, সোজা হিসাব।'

ইচ্ছা করেই আবার একটু চুপ করল লুকাস।

'অন্ধের মত কোন কাজ করায় বিশ্বাস করি না আমি,' খেই ধরল, 'সেজন্যে এখনই তোমাদের চাকরি দেয়ার কারণ খোলাসা করে দিচ্ছি। চমৎকার একটা সেট-আপ পাওয়া গেছে এখানে। বেশ কিছু অসাধারণ রেঞ্জঅলা র‍্যাঞ্চের মধ্যখানে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে আমাদের এই র‍্যাঞ্চটা। সবগুলো র‍্যাঞ্চ যেন তাদের গরু চুরি যাক, এটাই চাইছে, অনেকটা এরকমই অবস্থা। আমাদের র‍্যাঞ্চের অবস্থানটা যাকে বলে একেবারে মোক্ষম, সুযোগটাও না চাইতেই

এক কাঁদি ধরনের; কারণ সীমান্তের ওপার থেকে দুর্বৃত্তের দল একের পর এক হামলা চালাচ্ছে, ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে সবাইকে, কিন্তু ওদের বাধা দেয়ার কেউ নেই। এ অবস্থায় এখানে যা কিছু অঘটন ঘটবে তার সব দোষ গিয়ে বর্তাবে ওইসব রেইডারের ঘাড়ে, এই ফাঁকে আমরা একটু মজা লুটে নেব, অনায়াসে কিছু টাকা চলে আসবে আমাদের হাতে। আমার পরিকল্পনাটা এবার শুনে রাখো তোমরা। ধরো, দশ-বারটা র‍্যাঞ্চ থেকে একটা করে ছোটখাট গরুর পাল খেদিয়ে নিয়ে আসব আমরা, তারপর পাচার করব সীমান্তের ওপারে। ছোটখাট বলতে একশো দেড়শো গরুর পাল বোঝাচ্ছি আমি। একসঙ্গে এরচেয়ে বেশি গরু সরাব না। প্রত্যেকবারই কিঞ্চিৎ গোলাগুলির আশ্রয় নিতে হবে আমাদের, সেজন্যেই তোমাদের আমদানি করা হয়েছে। গরু সামাল দেয়ার কাজটা আমার ছেলেরাই দেখবে। রাতের অন্ধকারে হানা দিতে যাবে তোমরা, প্রত্যেক রাতেই যেতে হবে হয়তো, অন্তত যে কদিন কোন সমস্যা না হচ্ছে। দিনে যার যা খুশি করতে পারবে তোমরা, তবে সেটা বাংকহাউসের বাইরে নয় অবশ্যই। তোমাদের চেহারা আর কারও নজরে পড়ুক, আমি চাই না। বাংকহাউসেই নিয়মিতভাবে তোমাদের খাবার-দাবার পৌঁছে দেয়া হবে—প্রচুর এবং ভাল খাবার—সুতরাং তোমাদের বাইরে আসার কোন দরকারই পড়বে না।'

'আমাদের যদি ছোট বা বড় কাজের দরকার হয়?' হেসে জিজ্ঞেস করল একজন।

লুকাসও হাসল।

'বাংকহাউসের ঠিক পেছনেই পাবে টয়লেটটা,' জবাব দিল সে, তারপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল ওর চেহারা। 'মোদ্দা কথা এটাই। এতে যদি কারও আপত্তি থাকে, আমার শর্ত যদি কারও অপছন্দ হয়, সে তাহলে এখনই স্যাডলে চেপে বিদায় হয়ে যেতে পারে। অন্যরা সোজা বাংকহাউসে চলে যাও। আমি আবার না ডাকা পর্যন্ত ওখান থেকে বের হবে না কেউ।'

ওদের কাছ থেকে সরে এল পিট লুকাস, আবার কোরাল গেটের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। আড়চোখে নজর রাখতে লাগল নবাগতদের ওপর। কিন্তু আবার কোরালে ফিরে আসতে দেখা গেল না কাউকে। দলবেঁধে বাংকহাউসের দিকে এগিয়ে গেল সবাই, নুড়ি পাথরের সঙ্গে বুটের ঘর্ষণের খস্‌খস্ শব্দ কানে এল পিট লুকাসের। আস্তে আস্তে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। দুজন দুজন করে বাংকহাউসে ঢুকেছে নবাগতরা। মৃদু হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে। সরে এল কোরাল গেট থেকে, তারপর দ্রুত এগোল বার্নের উদ্দেশে।

বিকেল হয়েছে মাত্র; ও-ডট র‍্যাঞ্চের আরও তিনজন রাইডারসহ কোরাল থেকে বেরিয়ে এল ফোরম্যান জেসি বেকার। ওদের প্রত্যেকের স্যাডলবুট থেকে রাইফেলের বাঁট উঁকি দিচ্ছে।

'একটু দাঁড়াও তোমরা,' ওদের বলল বেকার। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল রাইডাররা। বেকার এগিয়ে গেল বাংকহাউসের দিকে। দরজার কাছে অলস ভঙ্গিতে পায়চারি করে ফিরছে দুজন পাঞ্চার, মুখ তুলে তাকাল তারা; আরও সামনে যাবার পর ভেতর থেকে উঁকি দিল আরও দুজন। 'যা বলেছি মনে থাকে যেন, ফেলারস্।

তোমাদের অর্ধেক রাতে পাহারায় থাকবে, একসঙ্গে সবাই ঘুমিয়ে পড়ো না যেন আবার! আগামীকাল পালাবদলের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা কখন ফিরে আসতে পারব বলা যাচ্ছে না, তবে ফিরে এসে যদি দেখি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছ সবাই তাহলে কিন্তু মহা মুসিবত হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছ?'

কথা শেষ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে এল জেসি বেকার, অপেক্ষমাণ তিন রাইডারও এগিয়ে এল ওর সঙ্গে মিলিত হবে বলে। ঘোড়া ঘুরিয়ে বেকারের পেছনে সারিবদ্ধ হলো তারা। তারপর দ্রুত গতিতে র‍্যাঞ্চ-ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল খুদে দলটা, কিছুক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে গেল। স্যাডলে থাকতে থাকতে পা'জোড়া কিঞ্চিত বেঁকে গেছে ওর, নাম এড লাউরি, ও-ডট পাঞ্চার, বাংকহাউসের সামনে সে-ও পায়চারি করছিল, হঠাৎ র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল। মেরি হ্যাংককে রাস্তার ওমাথায় দেখতে পেল সে। ও-ডটের আরেক পাঞ্চার জো ব্লিসও মুখ তুলে তাকাল সেদিকে।

'কিছু বলতে চায় মনে হচ্ছে?' প্রশ্ন করল ব্লিস।

'কে জানে,' জবাব দিল লাউরি।

'জিজ্ঞেস করে এসো না।'

'তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো না?' পালটা জবাব দিল লাউরি।

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল জো ব্লিস, এক হাতে টেনে প্যান্ট ওপরে তুলল, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে। ওকে এগিয়ে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরি। মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পাঞ্চার।

'কিছু লাগবে, ম্যাম?' জানতে চাইল।

'ওরা,' জিজ্ঞেস করল মেরি, 'কোথায় গেল?'

'ও—বেকারদের কথা বলছ? রেঞ্জে যাচ্ছে ওরা—হার্ড রাইডারদের রেহাই দেয়ার জন্যে,' জানাল ব্লিস, তারপরই চট করে আবার অনেকটা যেন মেরিকে আশ্বস্ত করার জন্যেই যোগ করল: 'তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই, ম্যাম। ঘুমন্ত অবস্থায় আর আমাদের ওপর চড়াও হবার সুযোগ পাবে না বদমাশরা। আমাদের অর্ধেক আজ রাত জেগে পাহারা দেবে।'

'আচ্ছা,' বলল মেরি।

'অবশ্য রাইডাররা আর আসবে বলে মনে হয় না আমার—অন্তত আগামী কয়েকদিন না আসাই স্বাভাবিক।'

'আমারও তাই মনে হয়,' জবাব দিল মেরি। 'ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না, ম্যাম। তোমাদের কিছু লাগলে আমাদের বলো।'

'ঠিক আছে, গুডনাইট।'

'নাইট, ম্যাম।'

হাত তুলে টুপির কিনারা স্পর্শ করল ব্লিস, তারপর ঘুরে বাংকহাউসের দিকে ফিরে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এড লাউরি।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল।

কাঁধ ঝাঁকাল জো ব্লিস।

'বেকাররা কোথায় গেছে জানতে চাইল, ব্যস,' বলল সে। 'মনে হলো একটু যেন উদ্বেগের মধ্যে আছে বেচারি।'

'তুমিও অমন উদ্বিগ্ন হতে,' মন্তব্য করল লাউরি, 'যদি মেয়ে হয়ে

জন্মাতে আর আজ সকালে স্বামীকে কবর দেয়ার পর সন্ধ্যায় আবার হামলার আশঙ্কায় কুঁকড়ে থাকতে হত—হাওয়ায় উবে যেত তোমার সাহস।'

বিব্রত মনে হলো ব্লিসকে।

'আমার কাছে থেকে কি আশা করো?' জানতে চাইল সে। 'মহিলা উদ্বিগ্ন হয়েছে বলে তো তাকে দোষ দিচ্ছি না আমি! ওকে আশ্বস্ত করার জন্যেই বরং বলেছি আমাদের অর্ধেক লোক আজ রাত জেগে পাহারা দেবে।'

'অ! মহিলা তাতে আশ্বস্ত হয়েছে?'

'জিজ্ঞেস করিনি!' ধমকের সুরে জবাব দিল ব্লিস। 'এই র‍্যাঞ্চে তো তোমাকেই রমণী-মোহন বলে জানে সবাই—সারা ক্ষণ সবাইকে সেরকমই তো বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছ আপ্রাণ—রাতদিন গাঁজাখুরি সব গপ্প শোনাচ্ছ— দুনিয়ার সব মেয়ে নাকি তোমার জন্যে পাগল হয়ে যায়! কবে নাকি একজন তোমাকে না পেলে আত্মহত্যা করার হুমকি দিয়েছিল না! তো তুমি নিজেই যাও, জিজ্ঞেস করে এসো মহিলা এখন কি ভাবছে। মেয়ে মানুষকে সান্ত্বনা দেয়ার দায়িত্বটা তো তোমারই নেয়া উচিত! আমার মনে হয় তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বললেই জীবনে আর কোনদিন উদ্বিগ্ন হবার কথা মনে আসবে না তার।'

জবাব দেয়ার চেষ্টা করল না লাউরি। প্যান্ট টেনে ওপরে তুলে বাংকহাউসে ঢুকে সশব্দে আটকে দিল কবাটটা।

'আহ্-হা!' একটা বাংকে ঘুমিয়েছিল এক রাইডার, চেঁচিয়ে আপত্তি জানাল সে, 'এত জোরে দরজা আটকানোর কি হলো!

এমনও হতে পারে আজ রাতে আরামে ঘুমানোর মওকা মিলে যাবে তোমার আর রাত জেগে পাহারা দিতে হবে আমাকে! দয়া করে ডাক পড়ার আগেই আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে দাও, খামোকা জ্বালিয়ো না!'

ভুরু কোঁচকাল লাউরি। জবাব দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে মত পাল্টাল—সময় আর শক্তির অপচয় ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। ওকেও রাত জেগে পাহারা দিতে হতে পারে ভেবে নিজের বাংকে গিয়ে শুয়ে পড়ল লাউরি, চোখ বন্ধ করল।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চমকে বাংকের ওপর উঠে বসল সে। পরক্ষণে চেনা কণ্ঠের চিৎকার আর জবাব কানে এল। আবার কুঁচকে গেল লাউরির চোখজোড়া। দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল একজন।

'এই যে মিয়ারা!' বলল সে, 'অ্যাই অকম্মার দল! দয়া করে এবার একটু বেরোও না! আমাদেরও একটু চোখ বোজার সুযোগ দাও। কই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা! এই যে, এড, এখুনি ঘুমানোর আয়োজন করছ বোলো না যেন!'

বাংকের একপাশে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসল লাউরি, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'আজ রাতে পাহারায় থাকছি আমি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

'ও, সেজন্যেই আগেভাগে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলে!' বলল লোকটা। 'আচ্ছা; সকালের ফিউনারেলটা ঠিকমত হয়েছে তো? ব্যাপারটা কিভাবে নিয়েছে মেরি?'

কাঁধ ঝাঁকাল লাউরি।

'আ—মনে হয় ঠিকই আছে সে,' জবাব দিল। সামনে ঝুঁকে বাংকের নিচে হাত চালাল সে, একটা রাইফেল বের করে আনল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল ফের। রাইফেলটা আস্তে করে বাংকের ওপর নামিয়ে রাখল লাউরি, হাত বাড়িয়ে দেয়ালের হুকে ঝোলানো জ্যাকেটটা নিয়ে গায়ে চাপাল।

'হাওয়া আছে নাকি বাইরে?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা দোলাল দোরগোড়ায় হাজির লোকটা।

'ইস্!' বলল লাউরি, 'ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে সারারাত পাহারা দিতে হবে!'

রাইফেলটা আবার হাতে নিল এড লাউরি। রেঞ্জ প্রত্যাগত দরজাটা মেলে ধরল এবার, একটু পিছিয়ে গিয়ে লাউরিকে বেরিয়ে যাবার পথ করে দিল। বেরিয়ে এসে কাঁধ দিয়ে স্যুইংডোরটা ঠেকাল লাউরি, ভিড়িয়ে দিল আস্তে করে। এক মিনিট পার হবার আগেই ফের কবাট খুলল সে, মাথা ঢোকাল ভেতরে।

'অ্যাই, হিগ!' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'জলদি বেরোও, ম্যান। পাহারা দেয়ার সময় হয়ে গেছে—রাইফেলটা নিয়ে এসো সঙ্গে!'

পাশ ফিরে শুলো বাংকে শোয়া হিগ।

'ওহ্! নিকুচি করি তোমার,' গজগজ করল সে। কবাটটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। গম্ভীর চেহারায় আরও কয়েক মুহূর্ত গজরাল হিগ, তারপর উঠে বসল। 'আমি হাজার টাকা বাজি ধরে বলতে পারি হতচ্ছাড়া রেইডাররা আজ আর আসবে না, বেহুদা—'

অধৈর্য টোকা পড়ল দরজায়।

'কি হলো, হিগ!' একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আসছিরে, বাবা! আসছি!'

'জলদি!'

'জবাব দিল না হিগ, কেবল গজগজ করল আপনমনে।

'একদিন যদি সুযোগ পাই ব্যাটার বাঁকা পা দুটো আরও বাঁকিয়ে গলার সঙ্গে ঠিক গিঁট দিয়ে দেব, বারটা বাজিয়ে ছাড়ব ব্যাটা বামুনের বাচ্চার! ফের যদি চেঁচায় শালা, আজই ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব, কসম!'

দূরের উন্মুক্ত রেঞ্জেও এখন বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে বাতাসের বেগ, শুকনো ঝরা পাতা, ধুলো আর ঘাসের কণা বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসে ঝাপটা মারছে চোখে মুখে। পুবদিকের সীমানা ঘেঁষে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে চলেছে জেসি বেকার। পুরোপুরি অন্ধকার বলা যাবে না রাতটাকে, ঠিক সামনে জমাট এবং গাঢ় অন্ধকার অবয়বগুলো প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও-ডট ফোরম্যান। আঁধার ফুঁড়ে হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ার উদয় হলো।

'কে, জেস নাকি?' জানতে চাইল রাইডার।

'হুম,' জবাব দিল বেকার। খানিক পর একসঙ্গে মিলিত হলো দুজন, আরাম করে বসল ওরা নিজ নিজ স্যাডলে। 'এখন বিছানায় আরাম করে ঘুমানোর কথা আমাদের!'

'ইশ্!' জবাব দিল রাইডার। 'তোমার কি ধারণা, জেস?'

'কি ব্যাপারে?'

'আমাদের ওপর আবার হামলা হবে?'

'উঁহুঁ।'

'আমিও এতক্ষণ একথাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম স্যাম জেসাপকে। পর পর দুরাতে রেইডাররা একই জায়গায় চড়াও হবার কথা কেউ শুনেছে কোনদিন?'

'তা জেসাপ কি বলল?'

'ওর কথা আর কি বলব!' বলল রাইডার। 'গজগজ করে সে বলল: *'দেখো, সব ব্যাপারেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, ভুলে যেয়ো না। পরপর দুবার একই জায়গায় হামলা হবার কথা শোনোনি বলে কিছু আসে যায় না; এমনও তো হতে পারে, ওরা আর আসবে না, আমরা এমন ধারণা নিয়ে বসে থাকব ধরে নিয়েই আবার চড়াও হবার ফন্দি আঁটছে এখন ব্যাটারা'*।'

'খারাপ দিকটাই সবসময় সবার আগে স্যামের নজরে পড়ে!'

'হুম!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জেস বেকার।

'পরে আবার দেখা হবে, জ্যাক,' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রাইডারকে বলল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জবাব দিল পাঞ্চার, 'ঘুরে এসে হয়তো এখানেই পাবে আমাকে!'

ঘোড়া নিয়ে সরে আসার সময় তার উদ্দেশে হাসল বেকার। আর সবার মত জ্যাক আর্থারকে সে-ও পছন্দ করে। সদাপ্রফুল্ল, প্রাণচঞ্চল ছেলেটা; বেপরোয়া এবং স্বাধীন চেতা; সারাক্ষণ মজার সব গল্প বলে আসর মাতিয়ে রাখতে পারে আবার অন্যের কথায় ফোড়ন কাটার বেলাতেও তার জুড়ি নেই: ওর মত একজনকে কাজের সঙ্গী হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে রাত গড়িয়ে চলল। চকচকে থালার মত চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছিল সন্ধ্যার আকাশ, কিন্তু রাত দশটার দিকে সেই যে একটা কালো মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে চাঁদটা, এখন পর্যন্ত আর মুখ বের করার নাম নেই। নিকষ ভৌতিক অন্ধকার জেঁকে বসতে চাচ্ছে চারপাশ থেকে। সন্ধ্যার দিকে বেশ আরামদায়ক ছিল বাতাসটা, কিন্তু এখন ক্রমেই হিম হয়ে যাচ্ছে, কামড় বসাচ্ছে যেন গায়ে। হাওয়ার ঝাপটায় ঘূর্ণি খাচ্ছে শুকনো ধুলো; একসঙ্গে জড়ো করা গরুগুলোর গলার পর্দায় বাড়ি খাচ্ছে দমকা বাতাস, ফলে অনেক মানুষের মিলিত চাপা কণ্ঠের গুঞ্জনের মত শব্দ হচ্ছে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল। জেস বেকার আবার অপর তিন পাঞ্চারের সঙ্গে মিলিত হলো সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে। এরকম অন্তত দশ-বার বার মিলিত হয়েছে ওরা ইতিমধ্যে। ওদের সবার চোখই বালিতে কটকট করছে এখন, তাই টুপি নামিয়ে চোখ আড়াল করে রেখেছে; জ্যাকেটের কলার তুলে দিয়েছে অনেক আগেই। ঘোড়াগুলো বারবার অধৈর্য ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকছে, নাক সিঁটকাচ্ছে ঘন ঘন।

'কি খবর তোমাদের?' জানতে চাইল বেকার, নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসল স্যাডলে। হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষে উষ্ণতা পাবার চেষ্টা করল। 'বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে!'

'হাহ্,' চট করে জবাব দিল জ্যাক, 'আমি তো একদম জমে গেছি, কোনদিন আর গলব কিনা কে জানে!'

'নিজের বাংকে শুয়ে থাকতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম আমি

এখন,' দ্বিতীয় রাইডার টম ডায়ার বলল এবার।

'আমার মনের কথা বলেছ তুমি, পার্টনার,' আবার বলল জ্যাক আর্থার।

'তোমার কি অবস্থা, স্যাম?' জেসাপের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল বেকার।

'ওকে জিজ্ঞেস করা না করা সমান কথা,' গজগজ করল জ্যাক, 'ওর কখনও শীত করে না, গরমও লাগে না। কিছুতেই কিছু আসে যায় না ওর। আমার মনে হয় অনেক আগেই মরে লাশ হয়ে গেছে ও কিন্তু কেউ তা ওকে বুঝিয়ে দেয়নি।' হাত দুটো শরীরের দুপাশে ঘোরাল সে। 'অ্যাই, জেস, ছোট করে একটা আগুন জ্বাললে হয় না?'

'নাহ্,' চট করে জবাব দিল ফোরম্যান, 'এখানে মেহমানদের আগমন যদি ঘটেই তাদের আমাদের অবস্থান জানানোর ব্যবস্থা করার কোন মানে হয় না।'

'মেহ্মান?' নাক কুঁচকাল জ্যাক আর্থার, 'মাথা খারাপ না হলে এই শীতের মধ্যে আজ আর কেউ ঘরের বাইরে পা ফেলবে না। এমনকি রেইডারদেরও আমাদের চেয়ে বুদ্ধি বিবেচনা অনেক বেশি। ওরাও বোঝে এমন ঠাণ্ডার দিনে গরম জায়গায় থাকাটাই স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী!'

স্যাডলে ঘুরে বসল জেসাপ, অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজল কি যেন, হাতে বার দুই ফুঁ দিল, তারপর কি যেন ধরে টান দিল; একটা স্ট্র্যাপ খুলে গেল, আবার সোজা হয়ে বসল সে, ঝটকা মেরে একটা ব্ল্যাংকেটের ভাঁজ খুলে ফেলল, শান্ত চেহারায় গায়ে জড়াতে শুরু

করল ওটা।

'ওটা আবার কি রে, বাবা?' জানতে চাইল জ্যাক।

'ব্ল্যাংকেট,' জবাব দিল বেকার, 'তুমি কি ভেবেছ?'

'ইশ্ রে, আমারটা যদি নিয়ে আসতাম!' বিড়বিড় করে বলল জ্যাক। 'অ্যাই, স্যাম, তোমার সঙ্গে একটা রফা করতে চাই আমি। তোমার ওই ব্ল্যাংকেটটা দুটুকরো করে একটুকরো দিয়ে দাও এখন আমাকে, র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়ামাত্র আমারটা তোমাকে দিয়ে টুকরো দুটো আমি নিয়ে নেব। রাজি?'

'নাহ্,' জবাব দিল জেসাপ।

'দেখো,' সোজা হয়ে স্যাডলে বসতে বসতে বলল বেকার, 'আমার চেয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই বেশি ঠাণ্ডা লাগছে না! আমি সইতে পারলে তোমাদেরও পারা উচিত। এখন রাত বাজে প্রায় একটা, রাইডিংয়ের কাজে নেমে পড়ো আবার। কিছু টের পাবার আগেই দেখবে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে।' ঘোড়া পিছিয়ে সরে এল বেকার। 'দল ছেড়ে যার যার পথে চলে যাও, ফেলারস্, রাইডিং শুরু করো। তোমাদের মাথা থেকে শীতের ভূত তাড়াচ্ছি আমি!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বলল জ্যাক আর্থার, 'সেটাই দরকার।'

'ভাগো এবার!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল পাঞ্চাররা, দুলকি চালে চলে গেল যার যার পথে। এক মুহূর্ত তাদের দিকে চেয়ে থাকল জেস বেকার, তারপর স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়াল, অসাড় হয়ে গেছে পাজোড়া, মাটিতে ঠুকে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার প্রয়াস পেল সে; কয়েক মিনিট

এদিক ওদিক পায়চারি করল, তারপর ঘোড়াসহ এগিয়ে গেল সীমানার দিকে; ঘোড়াটাকে বেড়ার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তারপর বার কয়েক মাটিতে পা ঠুকল আবার; হাতের তালুতে ফুঁ দিল; ডানে বামে দুহাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। হঠাৎ পেছন থেকে একটা শব্দ এসেছে মনে হতেই জমে গেল সে, চট করে ঘুরে দাঁড়াল। মাটি ফুঁড়ে যেন হাজির হয়েছে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি। কঠিন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল জেস বেকার।

'অ্যাই,' অবশেষে বলল সে, 'কে তুমি? কোত্থেকে আসছ—?'

ওর মুখের কাছেই গর্জে উঠল একটা অস্ত্র, অন্ধকারে ছোবল হানল হলুদ রঙের অগ্নিশিখা। টলে উঠল বেকার, চার হাত পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। আরও কয়েকজন লোকের আগমন টের পেল সে এবার। ওকে ফেলে দৌড়ে সামনে চলে যাচ্ছে ওরা। তারপর ফেন্সের সামনের কোন জায়গা থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল বেকার, সফলও হয়েছিল প্রায়, আচমকা ফের গর্জে উঠল ছায়ামূর্তির অস্ত্র, আর্তনাদ বেরিয়ে এল বেকারের গলা চিরে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে আবার। গুলির আওয়াজ ভীষণ বেড়ে গেল এবার। হতচকিত গরুর পালের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো ছায়ামূর্তি। টুপি দিয়ে আঘাত করছে তারা গরুগুলোকে, সামনে বাড়তে বাধ্য হচ্ছে পশুগুলো। সওয়ারী বিহীন একটা ঘোড়া লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল, একটা শঙ্কিত বাছুর ওটার সামনে পড়ে ভয়ে সরে গেল একপাশে। সোজা ও-ডট র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে দৌড় লাগাল ঘোড়াটা। গর্জন ছাড়ল একটা রাইফেল, আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল জানোয়ারটা।

একবার চলতে শুরু করার পর এবার অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করে দিল গরুর পালটা। দুপাশ থেকে হানাদারদের দাবড়ি খেয়ে আরও বেড়ে গেল ছোটার গতি। রেঞ্জের পুরু ঘাসে চাপা পড়ল ওগুলোর খুরের আওয়াজ। আস্তে আস্তে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সবকটা গরু। আবার নীরবতা নেমে এল রেঞ্জে। কয়েক বার পা ছুঁড়ল আহত ঘোড়াটা, তারপর স্থির হয়ে গেল আবার।

চার

কাঁধে রাইফেল ঝুলছে ওদের, জ্যাকেটের কলার তুলে ঢেকে দিয়েছে গলা আর চিবুক, জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো হাত; শীত ঠেকানোর ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে দুজন: বার্নের সামনে মিলিত হলো এড লাউরি আর জো ব্লিস। ওদের কেউ মুখ খোলার আগেই সশব্দে খুলে গেল বার্নের দরজাটা, একসঙ্গে সেদিকে চোখ ফেরাল ওরা। কোমরে গানবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসছে আরেক পাঞ্চার।

'মিল্ট হেইস,' নিকষ অন্ধকারে চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখার পর বলল জো ব্লিস।

একটু পরেই ওদের সঙ্গে যোগ দিল হেইস।

'উঁহুঁরে!' বলল সে, 'জবর ঠাণ্ডা পড়েছে—কি বলো? গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া গেল না, কি মনে হয় তোমাদের?'

'আমার ভাল ঠেকছে না,' জবাব দিল ব্লিস, 'এটা অন্তত বলতে পারি আমি।'

'আমার তো মনে হয় আবার হামলা চালিয়েছে শালারা!' বলল লাউরি, 'কিন্তু এখন আমাদের কি করার আছে? কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না আমার!'

এক রাশ বালি তাড়িয়ে আনল দমকা হাওয়া, চোখ বাঁচাতে চট করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা। শার্টের কলার তুলে দিল হেইস, বোতাম আঁটল সবকটা, তারপর বুকের ওপর হাত বেঁধে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'বেকার কই?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললে হত না?'

'এখনও ফিরে আসেনি ও,' সংক্ষেপে জানাল এড লাউরি।

'অ,' বলল হেইস। 'আচ্ছা বেকারসহ আমাদের লোকদের ওপরই চালানো হয়নি তো হামলাটা? তোমাদের কি মনে হয়?'

'তুমি বলতে চাও রেইডাররা ফের আমাদের রেঞ্জ থেকে গরু খেদিয়ে নিতে এসেছে?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'হতেও তো পারে, নাকি?'

'শোনো,' বলল এড লাউরি, 'তোমরা যাও, ঘুম থেকে ডেকে তোলো সবাইকে, তারপর—'

'হিগের না আজ পাহারায় থাকার কথা ছিল?' জিজ্ঞেস করল হেইস।

'হ্যাঁ, কথা তো সেরমকই ছিল,' পাল্টা জবাব দিল এড লাউরি, 'তবে আমার কোন সন্দেহ নেই এখন কোথাও গিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সে। ভিনি রিচেরও আজ রাত জাগার কথা, কিন্তু কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছে সে-ও!'

'দারুণ কাজের লোক দুজন, মানতেই হয়!' বিদ্রূপের সুরে বলল হেইস, 'তবে স্টিভ থাকলে কাজে ফাঁকি দেয়ার সাহস পেত না ওরা এখন, বাজি ধরে বলতে পারি আমি। কাজে অবহেলা একদম সহ্য করতে পারত না সে।'

'ম্যামদেরও ঘুম ভেঙে গেছে,' বলল ব্লিস, 'দোতলায় বাতি জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি।'

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল এবার লাউরি আর হেইস। দোতলার পর্দা টানানো একটা জানালায় আবছা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

'গুলির শব্দে বোধ হয় ওদেরও ঘুম টুটে গেছে,' মন্তব্য করল হেইস।

'ঘুম যে কোন কারণেই ভাঙতে পারে,' বলল লাউরি, 'এখন নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে ওরা। আমি কি বললাম তোমাদের, যাও, হিগ আর ভিনির হদিস নাও! আমি বাকি সবাইকে জানাচ্ছি। ঠিক আছে?'

'আলবৎ,' জবাব দিল ব্লিস, তারপর আবার বলল, 'এসো, মিল্ট!'

সরে গেল দুজন। পাঁই করে ঘুরল এবার লাউরি, দ্রুত এগোল বাংকহাউসের দিকে।

এদিকে র‍্যাঞ্চহাউসের দোতলার বেডরুম। স্টিভ বেঁচে থাকতে কখনোই এ-কামরাটাকে এমন বিশাল মনে হয়নি মেরির কাছে. অথচ এখন এটার বিশাল আয়তন রীতিমত শঙ্কিত করে তুলছে ওকে। কাপড়চোপড় পরাই ছিল ওর, ভারি একটা কোট চাপাচ্ছিল গায়ে বাইরে যাবার জন্য, এমন সময় হলওয়েতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে। ত্রস্ত টোকা পড়ল দরজায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল মেরি। মলি দাঁড়িয়ে দরজার সামনে। একটা ব্ল্যাংকেট জড়ানো গায়ে, ওটার নিচ থেকে নাইট-ড্রেসটা যেন উঁকি মারছে।

'আরে,' বলল মলি, 'তুমি জেগে? কাপড়চোপড়ও পরে নিয়েছ দেখছি. আমি আরও ভাবছিলাম গোলাগুলির আওয়াজ তোমার কানে গেছে কিনা!'

'সবাইকে জাগাতে যাচ্ছিলাম আমি,' ওকে জানাল মেরি হ্যাংক. 'খুব ভয় করছে আমার। খোদাই জানেন আবার আমাদের রেঞ্জেই হামলা হলো কিনা!'

'একটু দাঁড়াও,' বলল মলি, 'এখুনি কাপড় পাল্টে আসছি. আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'তোমার আবার যাবার কি দরকার, মা! বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে!'

'তাতে পরোয়া করি না আমি,' বলল মলি। 'একা একা ঘরে বসে থাকার চেয়ে আমি বরং তোমার সঙ্গে বাইরেই যাব।'

ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মৃদু হাসল মেরি হ্যাংক।

'বেশ, আমি অপেক্ষা করছি,' বলল সে, 'তুমি কাপড় পরে

আসো।'

লাউরি জনা দুই পাঞ্চারসহ বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে আসার পরই মেরি আর মলিকেও দেখা গেল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বের হয়ে রাস্তা ধরে সেদিকে এগিয়ে যেতে। খানিক পর আরও চারজনের আগমন ঘটল, তিনজনের হাতে রাইফেল দেখা যাচ্ছে, অন্যজন শূন্য হাত। ওদের দেখে চোখ কোঁচকাল এড লাউরি, বার্নের ওপাশের ঘন ঝোপের অন্ধকার ছায়া ছেড়ে দৌড়ে এদিকে আসছে চারজনের দলটা। লাউরির দিকে তাকাল মেরি হ্যাংক। অন্য তিনজনের এক কদম সামনে ছিল হেইস, লাউরির সামনে এসে থামল সে।

'কোথায় পেলে ওদের?' জানতে চাইল লাউরি।

'ঝোপের মধ্যে ঢুকে আরামসে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল দুজন,' জবাব দিল হেইস। 'ও-বাপরে, শীতে জমে গেলাম আমি! যাই, ভেতর থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে আসি গে।'

'রাইফেলটাও এনো,' দ্রুত পায়ে বাংকহাউসের দিকে এগিয়ে গেল হেইস, তাকে উদ্দেশ করে বলল লাউরি। মেরি হ্যাংকের দিকে তাকাল সে এবার। 'বেকার এখন পর্যন্ত ফেরেনি,' জানাল মহিলাকে, 'গুলির আওয়াজ সবাই শুনেছি আমরা। ওটার হয়তো আদৌ কোন গুরুত্ব নেই—আবার থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। আসল ঘটনা জানতে হলে ওদিকে একবার যাওয়া দরকার আমাদের। সব কিছু ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তোমার কি মত, ম্যাম?' জিজ্ঞেস করল সে উপসংহারে।

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে,' বলল মেরি।

'এখন রসার এখানে থাকলে অনেক ভাল হত,' হঠাৎ বলল মলি,

'কি করা উচিত অনায়াসে বলে দিতে পারত সে।'

'কিন্তু ওকে পাচ্ছি কোথায়?' বলল মেরি। 'তোমরা সাবধানে থেকো, লাউরি। যদি দেখো খারাপ কিছু ঘটে গেছে, একলা কিছু করার চেষ্টা করতে যেয়ো না। ঘোড়া হাঁকিয়ে সোজা শহরের পথ ধরবে, রসারের সঙ্গে দেখা করে তাকে খুলে বলবে সব। কি করা উচিত বলতে পারবে ও। প্রয়োজন মনে করলে দ্রুত একটা পসিরও ব্যবস্থা করতে পারবে রসার।'

'রাইট, ম্যাম,' বলল এড লাউরি। বাংকহাউসের দিকে তাকাল সে। 'হেইসকে নিয়ে যাচ্ছি আমি সঙ্গে। এই যে, তোমাদের কেউ একজন গিয়ে ডেকে আনো তো ওকে! আমি যাচ্ছি, দুটো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে নিই।'

ভোর হওয়ামাত্র র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল পিট লুকাস, দ্রুত পা বাড়াল কোরালের উদ্দেশে। মাথা তুলে আনমনে আকাশের দিকে তাকাল সে একবার। ঘোলাটে-ধূসর আকাশের এক কোণে আলোর ক্ষীণ আভা দেখা যায়। কোরালের সবচেয়ে ওপরের রেইলে উঠে জুত করে বসল লুকাস, নিচের রেইলের সঙ্গে আটকে নিল দুই পা, আর ভারসাম্য হারাবে না এখন। বাংকহাউসের দিকে এবার নজর দিল সে। প্রাণের কোন স্পন্দন নেই ওখানে। প্রাপ্ত সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করছে নবাগত লোকগুলো। দিনের বেলা কিছুই করার নেই ওদের, তাই যতটুকু সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়ার মতলব এঁটেছে তারা, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আচমকা ছুটন্ত ঘোড়ার খুর-শব্দ কানের পর্দায় আঘাত করল, চট করে ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল

লুকাস। রেইলের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল সে—একজন ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। বিরক্তি সূচক একটা শব্দ করে লাফিয়ে কোরালের ওপর থেকে নেমে এল সে। ওকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল আগুয়ান অশ্বারোহী, ঘুরিয়ে নিল তার ঘোড়া, খুরের তুমুল শব্দ তুলে দ্রুত কোরালের দিকে এগিয়ে এল। চারধারে ধুলোর মেঘ তুলে রাশ টেনে থামাল ঘোড়াটা।

বিশাল হাতজোড়া কোমরে রেখে ঘোড়সওয়ারকে জরিপ করল পিট লুকাস, তারপর ভর্ৎসনার সুরে কথা বলে উঠল।

'কোন্ জাহান্নামে গিয়েছিলে তুমি?' রাগের সঙ্গে জানতে চাইল।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল মাইক, ওজনদার একটা ক্যানভাস-ব্যাগ বাড়িয়ে ধরল লুকাসের মুখের সামনে।

'এটা আনার জন্যে মোরালেসের আস্তানা পর্যন্ত যেতে হয়েছিল আমায়,' বলল মাইক। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে, জানোয়ারটার পাশ ঘেঁষে এগিয়ে এল সামনে, লুকাসের হাতে তুলে দিল ব্যাগটা। ব্যাগ নিয়ে ওটার ওজন আন্দাজ করার প্রয়াস পেল লুকাস। 'অনেক টাকা আছে ব্যাগটায়,' আবার বলল মাইক, পরিষ্কার করে বলতে গেলে পুরো আট হাজার ডলার! কেমন লাগছে শুনতে?'

'আট হাজার?' পুনরাবৃত্তি করল লুকাস, 'এত কেন?'

'পুরো পালটার বিনিময়ে মোরালেসের কাছ থেকে গড়পড়তা হিসাবে একটা দাম আদায় করেছি আমি,' ব্যাখ্যা করল মাইক। 'সে তো গরু পাওয়ার জন্যে মুখিয়ে ছিল। তার নিজেরও একটা ব্যবস্থা হলো আর এই ফাঁকে আমরাও মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে গেলাম।

'এই নাও,' বলে আবার চেয়ারে বসল রোজ।

'সেরেছে!' বিস্মিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠল লুকাস। চট করে মুখ তুলে তাকাল। 'আমাকে কি বানাতে চাও তুমি শুনি? খেতে খেতে এমনই মোটা হয়েছি কোন কাপড়ই বলতে গেলে গায়ে লাগে না এখন, এইভাবে খেয়ে মোটা হতে থাকলে শেষে কাপড়ের বদলে গায়ে কম্বল জড়িয়ে ঘরেই বসে থাকতে হবে আমাকে!'

বেশ কয়েক মাইল দূরে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ফার্ম ওয়্যাগন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওটা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে এল দুজন লোক। ব্ল্যাংকেট জড়ানো একটা মানুষের লাশ পড়েছিল ঘাসের ওপর, কম্বলের ভেতর থেকে মৃত লোকটার পায়ের বুট জোড়া বেরিয়ে আছে; লাশটা ধরাধরি করে ওয়্যাগনে নিয়ে তুলল ওরা দুজন, তারপর সরে এল একসঙ্গে, আরও একটা লাশ তুলল। আরেকটা। চার নম্বর লাশটা ওয়্যাগনে তোলার কাজটাও অবশেষে শেষ করল তারা। একটা বড় আকারের ক্যানভাস টারপুলিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো সব কটা লাশ, এবার ড্রাইভারের আসনে উঠে বসল ওরা দুজন। এতক্ষণ নিজের মেয়ারের পিঠে চুপচাপ বসে ওদের দেখছিল রসার, নড়ে উঠল এবার, ওয়্যাগনের কাছে এগিয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' সহজ কণ্ঠে বলল ওদের, 'লাশ নিয়ে শহরে চলে যাও তোমরা, সাই ফিলিপসের হাতে তুলে দেবে ওদের। ওখানে ওয়্যাগনটা রেখে লিভারি আস্তাবল থেকে দুজনে দুটো ঘোড়া ভাড়া নিয়ে এক এক করে এ এলাকার সবগুলো র‍্যাঞ্চে গিয়ে ঘটনাটা

জানিয়ে আসবে। আসল ঘটনাটা জানুক সবাই। পর পর দুদিন হানা দিয়েছে রেইডাররা, ও-ডট পাঞ্চারদের খুন করে গেছে। ওদের জানা দরকার এরচেয়ে ভাল কিছু আশা না করাই ভাল।'

শব্দ তুলে আবার ঘুরতে শুরু করল ওয়্যাগনের চাকা, গদাই-লস্করি চালে সামনের দিকে এগিয়ে চলল ওটা। ডেকে উঠল অ্যাগি, কিন্তু এখন ঘোড়ার সঙ্গে খুনসুটি করার মুডে নেই রসার, ঝট করে ওটার লাগাম ধরে টান লাগাল। চুপ করল ঘোড়াটা তবে বিনা প্রতিবাদে নয়; বিচিত্র ভারি একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল জানোয়ারটার গলার ভেতর থেকে। ফের লাগামে ঝাঁকি দিতে বাধ্য হলো রসার। শেষ পর্যন্ত শান্ত হলো মেয়ার। সীমানা বরাবর সামনের দিকে এগোল রসার, ফেন্সের প্রায় গা ঘেঁষে এগোচ্ছে। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি, বিরক্তিতে গজগজ করে উঠল রসার। ওদের থেকে আন্দাজ পনের ফুট দূরে একটা ঘোড়া পড়ে রয়েছে, অনেক আগেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওটার দুজোড়া পা—মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায়।

'সামনে বাড়,' বলল রসার।

চেঁচিয়ে আবার আপত্তি জানাল ঘোড়াটা, মিনতি করছে যেন। এবার আর জোর করল না রসার, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। জোর কদমে ফিরতি পথ ধরল অ্যাগি, অনেকক্ষণ ছোটার জন্যে এতটা উৎসাহী দেখা যায়নি ওটাকে। নিজের ইচ্ছায় গতি বাড়াল অ্যাগি, লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগোচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে কোরালে ঢুকে পড়ল ঘোড়াটা। রাশ টানল রসার, বালি ছিটিয়ে পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি। স্যাডল থেকে চট করে নামল রসার।

পাঁচ

ায়ের জোরে ঝকঝকে পরিষ্কার বার-টা মুছে ওটাকে আরও উজ্জ্বল করার প্রয়াস পাচ্ছে পিট ম্যাক, এমন সময় হঠাৎ ব্যাকরুমের দরজাটা হাঁ করে খুলে গেল। চট করে মুখ তুলে সেদিকে তাকাল বারটেন্ডার। লাইন ধরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে লোকজন, চহারা গম্ভীর সবার। শুরুতে একজন একজন করে বের হচ্ছিল ওরা, একটু পর দুজন-তিনজন করে বেরুতে লাগল। ম্যাকের সামনে দিয়েই দরজার দিকে এগিয়ে গেল সবাই, স্যালুনের বাইরে পা রাখল একে একে। অবশেষে সাময়িক নীরবতা নেমে এল বার-এ। এবার দোটানায় পড়ে গেল ম্যাক: ব্যাকরুমে উঁকি মারবে একবার, নাকি আরও খানিকক্ষণ দেখবে? জন রসার, বিল ম্যাকডোনাল্ড বা ফ্র্যাংক কনেলকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি ওখান থেকে। অনেক রাত হয়েছে, স্যালুন বন্ধ করার উসিলায় ব্যাকরুম পরিষ্কার করার জন্যে অনায়াসে ঢোকা যায়। ওদের চেহারা দেখে অবাক হবার ভান করে আবার বেরিয়েও আসা যায়। চিন্তা-ভাবনা করে শেষে অবশ্য ব্যাকরুমে না ঢোকারই সিদ্ধান্ত নিল বারটেন্ডার। আবার বার মুছতে শুরু করল। কাজটা প্রায় শেষ করে

এনেছে এমন সময় পায়ের আওয়াজ কানে গেল তার। এবার দরজা গলে ব্যাকরুম থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকডোনাল্ড, ওর পেছনে কনেল আর রসার।

'ড্রিংক না হলে চলছে না আমার!' বারের দিকে আসতে আসতে সঙ্গীদের বলল ম্যাকডোনাল্ড।

এ-কথা শোনার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ ম্যাক। কাজ শুরু করে দিল। ওরা তিনজন বার-এ এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তার আগেই একটা বোতলের মুখ খুলে ফেলেছে ম্যাক, বারের ওপর নামিয়ে রাখল সে ওটা, তারপর তিনটা গ্লাস সাজিয়ে দিল।

'এই নাও তোমাদের ড্রিংক!' হাসি মুখে বলল পিট ম্যাক।

তার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাল ম্যাকডোনাল্ড। পিছলে জায়গা ছেড়ে সরে গেল ম্যাক, একটু দূরে গিয়ে ব্যস্ত হাতে বারের ওপর সাজিয়ে রাখা গ্লাসগুলো মুছতে শুরু করল যত্নের সঙ্গে, কান খাড়া করে রাখল রসারদের কথা শোনার জন্যে। বোতলটার দিকে হাত বাড়াল ম্যাকডোনাল্ড, তুলে নাকের সামনে এনে গন্ধ শুঁকল, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের আর অন্য দুজনের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিল।

'যার যার গ্লাস তুলে নাও, বয়েজ,' বলে নিজের গ্লাসটা তুলল সে। 'চুলোয় যাক!' বিড়বিড় করল।

'কি বললে?' একসঙ্গে জানতে চাইল রসার আর কনেল।

তিনটা গ্লাস একসঙ্গে বারের ওপর নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেল বারটেন্ডার।

'বলছিলাম,' আবার ম্যাকডোনাল্ডকে কথা বলতে শুনল ম্যাক, 'আজই ফয়সালা হয়ে গেল সব ঝামেলার, অন্তত আমার আর কিছু

করার নেই। এখন থেকে আর অন্যের বিপদের কথা শুনতে যাব না আমি। রেইডারের বাচ্চারা যদি কাউন্টির সবগুলো র‍্যাঞ্চের বারটা বাজিয়ে ছাড়ে, কিস্যু আসবে যাবে না আমার। এরপর কেউ আমার কাছে বিপদের কথা বলতে গেলে এমন দাবড়ানি দেব যে ব্যাটা ঠিক প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। যাক গে! ও, রসার, ভাল কথা, তোমার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে আমার দশজন রাইডারকে নিয়ে এসেছিলাম আজ। অপদার্থ র‍্যাঞ্চারের দলকে কত করে বললাম প্রতি পাঁচজনের একজন রাইডারকে অন্তত যেন তোমার হাতে তুলে দেয়, আমার কথায় পাত্তাই দিল না কেউ, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে! আমি আসলে একটা মহা বেকুব, স্বীকার করতেই হচ্ছে! আমি একা কেন মাথা ঘামাতে যাব তা না হলে! তবে আর অমন বোকামি করব না। এখন থেকে কেবল নিজের দিকটাই দেখব আমি। রেঞ্জের সীমানা আর গরু পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা নেব। গোল্লায় যাক বাকি সবাই! আমার কি! ফ্র্যাংক, আরেক দফা চলবে নাকি ড্রিংক?'

'নাহ্,' জবাব দিল কনেল, 'একটাই আমার জন্যে যথেষ্ট, আজ আর না!'

নাক সিঁটকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'কি আশ্চর্য!' বলল সে, 'পাদ্রী হয়ে গেলে নাকি হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করল।

'কি যে হয়েছি খোদাই বলতে পারেন,' পাল্টা জবাব দিল কনেল, 'আসলে আজকাল পেটে লিকারের ফোঁটা পড়ামাত্র মহা গোলমাল শুরু হয়ে যাচ্ছে!'

'তোমার কি অবস্থা, জনি বয়?' এবার রসারকে প্রশ্ন করল ম্যাকডোনাল্ড, 'আবার বলো না তোমার পাশে দাঁড়ানো এই বুড়ো শকুনের মত তুমিও বিচ্ছিরি একটা অসুখ বাধিয়ে বসে আছ!'

'অসুখ বাধাইনি,' জবাব দিল রসার, 'তবু আর খাব না আমি, এক গ্লাসই যথেষ্ট। হাতে অনেক কাজ আছে, আমাকে যেতে হবে।'

'তাহলে গোল্লায় যাক ড্রিংক!' বলে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিল নিজের গ্লাসটা; তারপর পকেট থেকে এক দোমড়ানো নোট বের করে ছুঁড়ে ফেলল বারের ওপর। 'এই নাও, পিট, ব্যাকরুমের ভাড়াও মিটে যাবে এতে!'

মুখ তুলে তাকাল পিট ম্যাক, ছুঁড়ে দেয়া নোটটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'চলো,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখান থেকে বিদায় নিই এবার।'

বার থেকে সরে গেল তিনজন, বের হয়ে এল বাইরে।

'আমি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওখান থেকে আর নড়ছি না। আমার সঙ্গে কারও দেখা করার প্রয়োজন হলে দৌড়ে সোজা আমার র‍্যাঞ্চে যেতে হবে তাকে, আমি আর দৌড়ে মরতে রাজি নই!'

'তা তো বটেই!' বিদ্রূপের সুরে বলল কনেল, 'কেউ খালি একটা অঘটনের খবর তোমার কানে পৌঁছে দিক না, এখানে আসার জন্যে পাগল হয়ে যাবে তুমি—তোমাকে চিনতে আর বাকি নেই আমার! খামোকা বাজে বোকো না, বিল ম্যাকডোনাল্ড। তোমার এসব কথার বিন্দুমাত্র দাম নেই আমার কাছে! তুমি কি করবে বলে

ভাবছ, রসার?'

'আমি? কয়েকটা দিন এদিকেই থাকব বলে ভাবছি আপাতত,' বলল রসার, 'তারপর আবার রাস্তায় নামব।'

'ফোরম্যানের কাজ যদি করতে চাও আমাকে বলো, তোমার মত জানার জন্যে প্রায় উতলা হয়ে আছে এক লোক,' বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'তাই?' জিজ্ঞেস করল রসার, 'তা লোকটা কে?'

'আমি, আর কে?' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'পথে নামার আগে প্রস্তাবটা একটু উল্টেপাল্টে দেখো, কেমন?'

'ধন্যবাদ,' বলল রসার, 'কিন্তু এই মুহূর্তে র‍্যাঞ্চের কাজে জড়িয়ে পড়ার মত মানসিক অবস্থায় বোধ হয় নেই আমি।'

'তবু, ভেবে দেখতে তো ক্ষতি নেই!' বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'তা ঠিক,' বলল রসার। 'আপাতত আমি আমার ঘোড়াটা ফেরত নেয়ার কথা ভাবছি। সামান্য একটু ব্যায়াম করলে তোমাদের খুব একটা কষ্ট হবে না, আশা করি!'

রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল ওরা। লিভারি আস্তাবলের সামনে এসে থামল আবার। বিদায় নেয়ার আগে শেষবারের মত মত বিনিময় করল, পরস্পরের করমর্দন করল; দুই ক্যাটলম্যান যার যার র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হয়ে গেল তারপর। দ্রুত পায়ে আস্তাবলের পেছনে চলে গেল রসার। কয়েক মিনিট পর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। অ্যাগিকে নিয়ে রাস্তায় উঠে এল রসার, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, তারপর অন্ধকার পথ ধরে এগোতে শুরু করল সামনে।

একটা ঝোপে ঘোড়া সহ ঢুকে পড়ল রসার, গাছের ডালের

সঙ্গে বাঁধল মেয়ারটাকে। নাক সিঁটকে প্রতিবাদ জানাল অ্যাগি, ঝোপের তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা আর জাঁকান অন্ধকার তার পছন্দ হচ্ছে না; অস্বস্তি বোধ করছে, তাছাড়া এখানে তাকে একা রেখে কোথাও যাবার কথা ভাবছে রসার, এটাও অপছন্দ জানোয়ারটার। স্যাডল বুট থেকে রাইফেলটা বের করে নিল রসার, দেখে অ্যাগি বুঝে গেল মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে শিগগিরই। চট করে অভিমান ভুলে গেল অ্যাগি, শান্ত হলো। ঝোপের বাইরে আসার জন্যে পা বাড়াল রসার। তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ঘোড়াটা। রসার হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে বলে নিজেকে বঞ্চিত বোধ করছে সে। সাধারণত বিদায় নেয়ার সময় আদর করে ওর পেছনে মৃদু চাপড় মারে রসার, অথচ আজ সেকথা ভুলে গেছে মানুষটা! আরও বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল ঘোড়াটা।

কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগোল রসার। টানটান হয়ে আছে তারের সমান্তরাল সারিগুলো। একজোড়া তারের ফাঁক দিয়ে শরীর গলিয়ে দিল রসার। এপাশে আসতেই ঠিক সামনে আরেকটা ঝোপ দেখতে পেল। দ্রুত ঝোপটার দিকে ছুটল ও। একাধারে আশ্রয় আর চেকপোস্টের প্রয়োজন মেটাবে ঝোপটা। ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে চারপাশে সবকিছুর ওপর নজরদারি করতে পারবে ও, কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় নেই। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল রসার। বেড়া থেকে অপর ঝোপের দূরত্ব আন্দাজ করার প্রয়াস পেল। প্রায় চল্লিশ ফুটের মত, ভাবল ও, জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে এক ছুটে অ্যাগির কাছে যেতে সমস্যা হবে না বলে ধারণা করল। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রসার : ওর বেছে নেয়া

ঝোপটা জেস বেকার আর রিলিফ রাইডারদের হত্যাকাণ্ডের জায়গা থেকে খুব একটা দূরে নয়, কাছেই, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে যেন! ঝোপ ঠেলে সামনে বাড়ল রসার, তারপর একটা জায়গা বেছে বসে পড়ল, হাঁটু গেড়ে। দুই হাঁটুর ওপর নামিয়ে রাখল হাতের রাইফেল। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে ও। হয়ত সারা রাত অপেক্ষায় কাটিয়ে দিতে হবে, কিন্তু নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই সবুরে মেওয়া ফলবে কিনা! স্রেফ একটা অনুমানের ওপর ভরসা করে এখানে এসেছে ও। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে ও-ডট র‍্যাঞ্চের লোকবল মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার সুযোগটা হয়তো গ্রহণ করতে চাইবে রাইডাররা, তৃতীয়বার হামলা চালিয়ে অনুকূল পরিস্থিতির ফায়দা লোটার চেষ্টা চালাবে তারা।

অপেক্ষার প্রথম ঘণ্টা আস্তে আস্তে পার করল রসার। পরের দুটো ঘণ্টা কাটল আরও মন্থর গতিতে। সন্ধ্যার দিকে মৃদু হাওয়া বইছিল, এখন বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে সেটা। লেদার জ্যাকেট নিয়ে এসেছে বলে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল রসার। জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগিয়ে ফেলল ও, কলার উঁচু করে গলা ঢাকল; তারপর আবার অপেক্ষার প্রহর গুণতে বসল। খোলা মাঠে বাতাসে ঘূর্ণি খাচ্ছে বালি, কিন্তু ঝোপের নিরাপদ অবস্থানে রয়েছে রসার—ঝোপের আশপাশে আঘাত হানছে হাওয়া, কিন্তু ওকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নিরুপদ্রবে কেটে যাচ্ছে ওর সময়।

নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে রসারের মাথায়। একেকবার একেক খাতে ধেয়ে যাচ্ছে চিন্তাধারা। ও-ডট র‍্যাঞ্চের মেয়েদের, বিশেষ করে মলির কথা মনে আসতেই দীর্ঘস্থায়ী হলো চিন্তাটা। মনে পড়ে

গেল অতীতের কথা। অনেক দিন আগে থেকেই মলিকে চেনে রসার। মেয়েটাকে ওর সব সময় ভাল লাগত। এক সময় ওর মনে এমন ধারণা জন্মেছিল যে মেয়েটাকে ও ভালবেসে ফেলেছে, ওকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়ে বসেছিল একদিন। কতদিন আগের কথা এসব—অন্তত সেরকমই মনে হচ্ছে এখন—আসলে খুব বেশি দিন হয়নি, মাত্র এক বছর যদিও; কিন্তু মাঝে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ওদের জীবনে। বছরখানেক আগে রেঞ্জার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল রসার। এখনও মনে আছে, খবরটা শুনে খুশিতে ফেটে পড়েছিল সেদিন মলি। রসারও অবশ্য মলির কাছে এমন কিছুই আশা করেছিল। সুঠাম সুদর্শন শক্তিমান পুরুষদের ভক্তির চোখে দেখত মলি; দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া রেঞ্জারদের দলে ও ঠাঁই পেয়েছে জেনে উত্তেজনায় নেচেছে সেদিন মেয়েটা। তার পর যতবারই ওদের দেখা হয়েছে ওর প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা ব্যাপার খুলে বলতে বাধ্য হয়েছে রসার। সানন্দে মলির সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে রসার, একটুও বিরক্ত বোধ করেনি। কিন্তু যেই ও মলিকে বিয়ের কথা বলল, ওকে বিস্মিত করে ভেবে দেখার জন্যে সময় চেয়ে বসল মেয়েটা। আসলে মলির চরিত্রের মাত্র একটা দিক সম্পর্কে জানত তখন রসার। মেয়েটা যে পুরোমাত্রায় বৈষয়িক, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ নিয়েই তার সব চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয়, এটা কখনও ওর চিন্তায় আসেনি। রসার তখন জানত না রেঞ্জারদের কাজটাকে মলি স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার হিসাবে দেখে—এর বেশি কিছু নয়; তার ধারণা রেঞ্জারের চাকরি করে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। কয়েক দিন বাদে রসারকে নিজের মতামত জানিয়েছিল মলি।

একদিন, জানায় মেয়েটা, ও-ডট র‍্যাঞ্চের মালিকানা ওর হাতে আসবে, তাই অনেক আগেই ও স্থির করে রেখেছে যাকে বিয়ে করবে তাকে অবশ্যই ক্যাটলম্যান হতে হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় সে ওর বাবার স্থান পূরণ করতে পারে; তাহলে আর র‍্যাঞ্চ চালাতে কোন সমস্যা হবে না ওদের। এড ক্র্যান্ডল সম্পর্কে অনেক ভেবেছে রসার, বোঝার চেষ্টা করেছে লোকটা কেমন। অবশ্য এখন আর এসব ভাববার প্রয়োজন নেই কোন। এখন জানে ও। মেরি হ্যাংক চমৎকার একটা ধারণা দিয়েছে, মলিও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এডের চরিত্রের স্বরূপ!

আচমকা খুরের শব্দ চিন্তায় ছেদ টানল। হাঁটু গেড়ে সামনে ঝুঁকে সাবধানে উঁকি দিল রসার। দ্রুত এগিয়ে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার, খুরের আওয়াজ বাড়ছে ক্রমশ। অবশেষে দৃষ্টিসীমায় হাজির হলো অশ্বারোহী দলটা, আবছাভাবে দেখতে পেল রসার। চার—ছয়—আট—না, মোট নয়জন রয়েছে দলটায়! রসার যেখানে ঘাপটি মেরে আছে সেই ঝোপের কাছে পৌঁছে ঘোড়া থামাল ওরা।

'থামো!' চিৎকার করে সঙ্গীদের নির্দেশ দিল সামনের লোকটা। বাকিরা যার যার ঘোড়া নিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। 'এখানে মনে হয় একটা কিছু গড়বড় হয়ে গেছে—সরিয়ে ফেলা হয়েছে সব গরু!'

'এখন তাহলে কি করা?' জানতে চাইল একজন। 'ফিরে যাব?'

'পাগল নাকি!' জবাবে ধমকে উঠল প্রথমজন। 'গরু নিতে এসেছি আমরা, যেভাবেই হোক হাতাতে হবে। চলো, অন্য কোথাও টুঁ মারা যাক!'

'এক মিনিট, টেক্স,' এবার কথা বলল তৃতীয় এক অশ্বারোহী।

'ও-ডট র‍্যাঞ্চের বাংকহাউসে পাঞ্চারদের আটকে রাখার জন্যে যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের কি হবে?'

'আমরা ও-ডট স্টকের খোঁজ পাওয়ার পর তুমি গিয়ে ওদের খবর দেবে,' জবাব দিল টেক্স নামের লোকটা। 'আমরা গরু নিয়ে সীমান্ত পেরোনোর সময় ওরা আমাদের কাভার দেবে। চলো সবাই!'

আবার ঘোড়ার খুরের শব্দে মাটি কেঁপে উঠল। উধাও হয়ে গেল দলটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল জন রসার। ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এল ঝটপট, ঘুরল চরকির মত, তারপর ছুটে গেল কাঁটাতারের বেড়ার কাছে, ফাঁক গলে বেরিয়ে অ্যাগিকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেই ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেল। ঘোড়ার কাছে পৌঁছুতেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে ওকে স্বাগত জানাল অ্যাগি। কিন্তু রসারের এখন পাল্টা জবাব দেয়ার সময় নেই। চট জলদি ঘোড়ার বাঁধন আলগা করে ফেলল ও, লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠে বসল; রাইফেলটা ঠেসে দিল স্যাডলবুটে। ঝোপের বাইরে নিয়ে এল মেয়ারকে, দ্রুত বেগে সামনে ছোটাল ওটাকে। ঝড় তুলে এগোল অ্যাগি। ও-ডট র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রসার। ক্রমাগত মাটিতে ছন্দোময় একটা শব্দ তুলছে ঘোড়ার খুর। আচমকা অর্ধবৃত্তের আকারে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রসার। হানাদারদের ওপর আচমকা হামলা চালানোর জন্যে বাংকহাউস আর বার্নের পেছন দিক দিয়ে হাজির হতে চাইছে ও। এমন চমৎকার ফর্মে বোধ হয় আর কখনও ছিল না অ্যাগি, জীবনে এত দ্রুত দৌড়ায়নি ওটা—আজ যেন দানবীয় শক্তি ভর করেছে ওটার শরীরে। রসারের মনে হলো মাত্র কয়েক

মিনিটের মধ্যে আকাশছোঁয়া বার্নের চূড়াটা নজরে চলে এসেছে, রাতের আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল রসার। পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি। স্যাডল থেকে নেমে এল রসার।

'তুই এখানে অপেক্ষা কর,' অ্যাগিকে বলল ও।

এবার ওর ভুল হলো না, বিদায় নেয়ার আগে আস্তে করে চাপড় দিল ঘোড়ার পেছনে। খুশিতে যেন গলে গেল জানোয়ারটা।

হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে নিল রসার, বার্নের পেছনে জন্মানো পাতলা ঝোপের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল সন্তর্পণে। মুহূর্তের জন্যে বসে পড়ে অপেক্ষা করল, সাবধানে উঁকি দিল সামনে। কোথাও কেউ নেই। সহজ সাবলীল গতিতে ঝোপের কিনারায় চলে এল রসার, তারপর বুকে হেঁটে পৌঁছুল বার্নের কাছে। নিজেকে দালানের দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল ও, তারপর আবার দেয়াল ঘেঁষে এগোতে শুরু করল; ইঞ্চি ইঞ্চি করে কোণে এসে দাঁড়াল আবার। চট করে মাথা সামনে বাড়িয়ে উঁকি দিল একবার। পলকের জন্যে দেখতে পেল বার্ন আর বাংকহাউসের মাঝখানের এক চিলতে ফাঁকা জায়গাটার অন্ধকার ছায়ায় ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা ছায়ামূর্তি। বেড়ালের মত নিঃশব্দে সামনে বাড়ল রসার। সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় ধরা খেলো হানাদার। পিস্তলের বাঁট দিয়ে নিদারুণ একটা বাড়ি বসাল রসার লোকটার চাঁদিতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল লোকটা, ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে যাচ্ছিল সে; রসার, সতর্ক, লাফিয়ে আগে বাড়ল, দুই বাহু ধরে ফেলল দুর্বৃত্তের, তারপর আস্তে করে শুইয়ে দিল তাকে, নিসাড়

দেহটা ডিঙিয়ে ফের পা বাড়াল সামনে।

আচমকা দূর থেকে রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে এল, প্রতিধ্বনিও শুনতে পেল রসার। থমকে দাঁড়াল ও। হতচ্ছাড়া রেইডারের দল, বলল আপনমনে, নিশ্চয়ই ও-ডট স্টকের নাগাল পেয়ে গেছে। গরু ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে পাঞ্চারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে তাদের। এটা অসম লড়াই, জানে রসার। কারণ হানাদার দলের সদস্য সংখ্যা নয়, এড লাউরি গরু পাহারা দেয়ার জন্যে বড়জোর দুতিনজন পাঞ্চারকে পাঠিয়েছে হয়তো, এখন এরচেয়ে বেশি লোক পাঠানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সংখ্যালঘু ও-ডট পাঞ্চারদের জন্যে রসারের মায়া হলো, কিন্তু এমুহূর্তে ওদের সাহায্যে লাগার মত কিছু করার নেই, আরও জরুরী একটা কাজ রয়েছে ওর হাতে। এক রাইফেলধারীকে অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল রসার। বাংকহাউসের দিকে গুলি চালাল লোকটা। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল ওটার জানালার কাঁচ। বাংকহাউসের ভেতর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। আবার রাইফেল তুলল লোকটা, চাপ বাড়াল ট্রিগারের ওপর। এবার গুলি চালাল রসার। হঠাৎ দুভাঁজ হয়ে গেল হানাদার, রাইফেল খসে পড়ল তার হাত থেকে, টলতে টলতে দুকদম সামনে বাড়ল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। এবার আরও দুইজন রাইফেলঅলাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। ওরা ভেবেছে বাংকহাউসে আটকে পড়া কোন ও-ডট পাঞ্চার তাদের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়েছে, কারণ সটকে পড়ার আগে বাংকহাউসের দরজার ওপর এক পশলা গুলি বর্ষণ করতে দেখা গেল ওদের।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল রসার। পলায়নপর রেইডারদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালাল, তারপর পাঁই করে ঘুরে উল্টোদিকে দৌড় লাগাল। ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোল ও, হাঁপাচ্ছে। অ্যাগিকে যেখানে রেখে গিয়েছিল দ্রুত হাজির হলো সেখানে। এক লাফে স্যাডলে উঠে বসল, চরকির মত ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, তারপর আবার ঝড় তুলে ছুটল সামনে। জানপ্রাণ দিয়ে ছুটছে অ্যাগি। সামনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'ব্যাটাদের ধর, অ্যাগি!' নির্দেশ দিল রসার ওর ঘোড়াকে।

আগের চেয়ে আরও দ্রুত ছুটতে শুরু করল অ্যাগি। অন্ধকারে হলদে শিখা ছোবল হানল হঠাৎ—একটা বুলেট অ্যাগির মাথার পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাগি। পাল্টা গুলি বর্ষণ করল রসারের কোল্ট। প্রায় ফুট বিশেক দূরে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সেদিকে ধেয়ে গেল রসার। ওদের চারপাশে বারুদের ধোঁয়া জমাট বাঁধতে শুরু করল এবার। অবশেষে সওয়ারীবিহীন একটা ঘোড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের পথের ওপর চলে এল, 'দূর, দূর!' করে ওটাকে তাড়াল রসার। দ্রুত নিজের কোল্টটা রিলোড করে নিল। ঘোড়ার গতি কমাল, এগোতে লাগল হালকা চালে। গন্তব্য: সীমান্ত। রেইডারদের বাধা দিতে চাইছে। চোরাই গরুগুলো যদি উদ্ধার করা যায়, চমৎকার একটা কাজ হবে তাহলে; তবে একা ওর পক্ষে কাজটা করা সম্ভব হবে কিনা তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যদি ও ব্যর্থ হয় তাহলে রেইডারদের অপকর্মের জন্যে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছে, এটুকু ভেবেই সান্ত্বনা দিতে হবে নিজেকে। সীমান্তে

পৌঁছার পর পুব দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রসার। থেমে কান খাড়া করে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা দেখল খানিকক্ষণ। প্রথমে কিছুই শোনা গেল না। আবার এগোতে যাবে রসার, হঠাৎ গরুর হাম্বা রব ওর কানের পর্দায় আঘাত করল। অ্যাগিও শুনল আওয়াজটা, আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। ঘোড়া নিয়ে দ্রুত সরে গেল রসার অনেকটা দূরে। দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল এবার। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল রসার। এর মানে, ভাবল, রেইডারদের পিছু ধাওয়া করা হচ্ছে। খুশি হয়ে উঠল রসার। ধাওয়া করা হচ্ছে, সুতরাং ধরে নেয়া যায় ও-ডট রাইডারদের হত্যা করতে পারেনি বদমাশরা। একটানে স্যাডলবুট থেকে রাইফেল বের করে আনল রসার, নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে, সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে থেমে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল।

'ঠিক আছে, অ্যাগি,' অপেক্ষমাণ ঘোড়ার উদ্দেশে বলল ও, 'এবার চলে যা তুই!'

দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেয়ার দরকার হলো না, পাঁই করে ঘুরল ঘোড়াটা, দৌড়ুতে শুরু করল। মাটির সঙ্গে নিজেকে এবার মিশিয়ে ফেলল রসার। অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হলো একজন ঘোড়সওয়ার। সে কাছাকাছি এসে লাগাম টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল। চিৎকার করে কি যেন বলল পেছনের সঙ্গীদের উদ্দেশে, বুঝতে পারল না রসার। রাইফেল তুলে খুব যত্নের সঙ্গে নিশানা স্থির করল ও, টান দিল ট্রিগারে। সরসর করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে একপাশে পড়ে গেল লোকটা। পলকে সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার, সামনের দিকে

দৌড় দিল। ভূপাতিত লোকটাকে ডিঙিয়ে এল ও, ধরে ফেলল তার ঘোড়াটা, দ্রুত ওটার পিঠে চাপল। গরুর ডাক এখন আরও জোরাল হয়েছে; ঘোড়ার খুরের শব্দও প্রচণ্ড হয়ে কানে আঘাত হানছে। আগুয়ান দুর্বৃত্তদের দিকেই ঘোড়া হাঁকাল রসার। দৃষ্টিসীমায় দুজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল একসময়। কোল্টটা ডান হাতে চলে এল রসারের, লাগাম আর রাইফেল বাম হাতে ধরে রেখেছে। আরও কাছে চলে এল রেইডাররা, রসারের কোল্টটাও একটু উঁচু হলো।

'অ্যাই, জো,' বলে উঠল ঘোড়সওয়ারদের একজন, 'গুলির আওয়াজ পেলাম যেন! কাউকে শুইয়ে দিলে নাকি?'

'হ্যাঁ!' পাল্টা চেঁচিয়ে ওদের জানাল রসার, 'এক হারামখোর এসেছিল...'

ইচ্ছা করেই বাক্যটা অসমাপ্ত রাখল ও।

'ঠিক করেছ! আমাদের সঙ্গে কাউকে মাতবরি করতে দেয়া হবে না!'

আর মাত্র পঁচিশ ফুট দূরে আছে এখন ওরা...বিশ ফুট... পনের...এবার আচমকা গর্জালো রসারের কোল্ট— একবার, দুবার, তিনবার—এতই দ্রুত ট্রিগার টানল ও, মনে হলো একটা গুলিই ছোঁড়া হয়েছে; গুলির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। সামনে ঝুঁকল একজন রেইডার, তারপর পিছলে পড়ে গেল স্যাডল থেকে, আছাড় খেলো মাটিতে; তার সহযোগীও ছিটকে শূন্যে উঠে গেল ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে, তারপর ময়দার বস্তার মত দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ঝটপট কোল্ট রিলোড করে নিল রসার, সামনে বাড়ল আবার। লম্বা করে একটা দম নিল ও।

এতক্ষণ ভাগ্য দারুণভাবে সাহায্য করেছে ওকে, কিন্তু এখন রেইডারদের মূল অংশটা এগিয়ে আসার ফলে আরও বেশি করে ভাগ্যের সহায়তা দরকার হয়ে পড়েছে ওর! অনেক বেশি আশা করছে ও। তবে দোটানায় ভোগার মানুষ রসার নয়। অবশেষে ঘোড়া আর একপাল গরু এগিয়ে আসছে দেখতে পেল ও। ঘোড়সওয়াররা প্রায় স্ট্যামপিডের গতিতে গরুর পালটাকে খেদিয়ে নিয়ে আসছে । দূর থেকে আবার গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। তার মানে, ও-ডট রাইডাররা হাল ছাড়েনি এখনও।

'এইবার!' স্বগত সংলাপ উচ্চারণ করল রসার।

কোল্টটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল ও, রাইফেলটা আবার ডানহাতে নিয়ে এল, গুলি চালানো শুরু করল। গরুর পালের সামনের সারিটার ওপর রাইফেলটা খালি করল রসার। একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল অনেকগুলো গরু। এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো এবার যা আগে কখনও দেখেনি রসার। ভূপাতিত গরুগুলোর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ছে পেছনের আতঙ্কিত গরুগুলো। হুমড়ি খেয়ে একটার ওপর আরেকটা পড়ছে। নিমেষে বুনো, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওরা। পরস্পরকে গুঁতো মারতে শুরু করল হিংস্র ভঙ্গিতে। তারপর পেছনের সারির গরুগুলো হঠাৎ উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করে দিল। ঝড়ের মত আবার ও-ডট র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে এগিয়ে চলল ওগুলো। সামনে-পেছনে প্রাণপণ দৌড়ে পাগলপ্রায় গরুগুলোর গতি রোধ করার চেষ্টা চালাল রেইডাররা, কিন্তু ব্যর্থ হলো তাদের সব প্রয়াস। একটা ঘোড়া দ্রুত ঘুরতে যাচ্ছিল, একজোড়া গরুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলো ওটার, ঘোড়াটা পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে, সওয়ারীকে চাপা

দিল শরীরের নিচে। আর্তনাদ—মরণ চিৎকার শোনা গেল একবার, তারপর সব চুপ। গরুগুলো ঘোড়া আর ওটার সওয়ারীকে মাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে, ছুটন্ত পশুগুলোর দ্বিখণ্ডিত খুরের ক্রমাগত আঘাতে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেল ওরা মোরব্বার মত। পেছন থেকে আরও কয়েকজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল সামনে, পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে এঁকেবেঁকে দ্রুত অগ্রসরমান গরুর পালের ওপর গুলি চালাল। প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল কয়েকটা গরু। ওগুলোর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ল আরও কয়েকটা, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল গরুর পালটা সীমান্ত থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছে—আপন চারণভূমির দিকে ছুটে যাচ্ছে অন্ধের মত।

ঘোড়া থামাল এবার রসার। মাথা ঠাণ্ডা রেখে রাইফেলে গুলি ভরে নিল আবার, উঁচু করে ধরল ওটা। রেইডারদের একজন নাগালের মধ্যে আসতেই গর্জে উঠল রাইফেলটা। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল লোকটা, পাঁই করে ঘুরল তার ঘোড়া, সোজা ও-ডটের দিকে ছুটতে শুরু করল। গরুর পালের ওপাশের গুলির আওয়াজ বেড়ে উঠল, হলদে ঝলক দেখতে পেল রসার। ওর থেকে আনুমানিক একশো গজ দূরে ঘোড়সওয়াররা জড়ো হচ্ছে, লক্ষ্য করল, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চোরাই গরু উদ্ধারের চেষ্টায় ক্ষান্ত দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেইডাররা।

দক্ষিণ দিকে এগোতে শুরু করল ওরা, থামল একবার; আরও দুজন লোক যোগ দিল ওদের সঙ্গে, দলটার পেছনে নজর রাখছিল ওরা, অনুমান করল রসার। আরও তিনজন রাইডার ঝড় তুলে হাজির হলো দৃশ্যপটে। নতুন করে গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল

দুপক্ষের মধ্যে। নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইল না রসার, যুদ্ধে যোগ দিল ও। হানাদার দলের কাছ থেকে সওয়ারীবিহীন একটা ঘোড়া দূরে সরে গেল, পিছু হটল আরেকটা—সঙ্গে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল সওয়ারীকে, বেচারার পা আটকে গেছে স্টিরাপে। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল লড়াইটা—আচমকা কিছু বোঝার আগেই রণে ভঙ্গ দিল রেইডাররা, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাইফেল নামিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল রসার।

'এই যে!' চিৎকার করে বলল ও, ওর দিকে ঘোড়া ঘোরাল ও-ডট রাইডাররা। 'গুলি করে বোসো না যেন! আমি রসার!'

রসার আর তিন ও-ডট পাঞ্চার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেখতে পেল র‍্যাঞ্চহাউস আর বাংকহাউসে আলো জ্বলছে। বার্নের সামনে পাঁচ-ছয়জনের একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মাথার ওপর লণ্ঠন তুলে ধরল তাদের একজন, তারপর দল ছেড়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'অ্যাই!' চিৎকার করে বলল সে। এড লাউরির কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রসার। 'তোমরা ঠিক আছ তো?' বাকিরাও এবার এগিয়ে এল। মেরি আর মলিকেও দেখা গেল ওদের মাঝে। 'আরে, রসার, তুমিও আমাদের গরু পাহারা দিতে গিয়েছিলে নাকি?'

স্যাডলে নড়ে চড়ে বসল এক রাইডার।

'রেইডারদের হামলা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে ওকে ধন্যবাদ দাও সবাই,' ইঙ্গিতে রসারকে দেখিয়ে বলল সে। 'তেমন কিছু করার সুযোগ ছিল না আমাদের। নয়জন হানাদারের বিরুদ্ধে আমরা মাত্র তিনজন। হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হলো ও, রেইডারদের বাধা দিল

একা, তারপর গরুর পালটা ছত্রভঙ্গ করে এদিকে ফেরত পাঠাল। শেষবার যখন রেইডারদের দেখলাম আমরা, ওদের মাত্র চারজন স্যাডলে বসে ছিল।'

'হুম,' বলল লাউরি, 'ও কাছেপিঠে আছে, আগেই ধারণা করেছিলাম আমি। এখানে কে জানি একজন দারুণ একচোট গুলির ভেলকি দেখিয়ে গেছে! আমাদের কেউ যে না ভাল করেই জানি আমি। আমরা কেউই অমন দুর্দান্ত গুলি চালাতে জানি না। তাছাড়া আমরা বাংকহাউসে আটকা পড়েছিলাম তখন। ও, রসার, তুমি যাকে বার্ন আর বাংকহাউসের মাঝখানে বেহুঁশ করে ফেলে রেখে গিয়েছিলে,' রসারের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'জ্ঞান ফিরে পেতেই টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিল সে, আমাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল, ব্যাটার পেটে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি, সঙ্গে সঙ্গে পটল তুলেছে বজ্জাতটা। যেখানে রেখে গিয়েছিলে টেনে নিয়ে আবার সেখানে রেখে দিয়েছি লাশটা। অন্যটারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংকহাউসের সামনে যাকে কতল করেছিলে। একই জায়গায় পাশাপাশি শুয়ে আছে এখন ব্যাটারা। গরুর পালটার কি খবর। কোন দিকে গেছে জানোয়ারগুলো?' জানতে চাইল সে।

'সোজা এই দিকেই এসেছে,' জানাল রসার, 'ওগুলো বেশি দূরে চলে যাবার আগেই জলদি করে রাউন্ড-আপের ব্যবস্থা কোরো তোমরা!'

'খাঁটি কথা বলেছ তুমি,' সায় দিল লাউরি। চট করে পাঞ্চারদের [illegible]াকাল। 'যার যার ঘোড়া বের করে আনো তোমরা।'

'এই ঘোড়াটা নিতে পারো একজন,' স্যাডল থেকে নামতে নামতে বলল রসার, 'এক হানাদারের কাছ থেকে ধার করেছিলাম।'

'তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই,' হাসতে হাসতে বলল লাউরি, 'ওটার মনিব বোধ হয় খুব একটা আপত্তি করার সুযোগ পায়নি! কিন্তু তোমার মেয়ারটার কি হলো?'

'কাছেপিঠেই আছে বোধ হয়, শিগগিরই চলে আসবে।'

নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপল এড লাউরি। খুরের আওয়াজ শোনা গেল; বার্ন থেকে বেরিয়ে আসছে দুজন পাঞ্চার।

'চলো, রওনা দেয়া যাক,' ওদের উদ্দেশে বলল লাউরি।

দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল ও-ডট পাঞ্চাররা।

রসারের দিকে তাকিয়ে হাসল মেরি হ্যাংক।

'সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ, জন,' বলল সে।

'ও কিছু না।'

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে পা বাড়াল মেরি।

'মা,' ডাকল মলি, থেমে ওর দিকে তাকাল মহিলা, 'এই মুহূর্তে কফি হলে বোধ হয় আর কিছু লাগে না,' বলল মেয়েটা, 'তোমার কি মনে হয়?'

'ঠিক বলেছ, আমারও একই কথা। ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।'

মেরি র‍্যাঞ্চহাউসে যাবার পর মলি আর রসার আস্তে আস্তে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল। গেটের কাছে এসে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওরা দুজন। মুহূর্তের জন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল মলি।

'সুন্দর রাত, তাই না,' বলল মলি।

'ছিল বললেই ভাল,' ওকে শুধরে দিল রসার, 'শিগগিরই ভোর হয়ে যাবে।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মলি, সবচেয়ে ওপরের রেইলে দুহাত রেখে চিবুক ডোবাল হাতের ওপর।

'জন,' একটু পর আবার সোজা হয়ে রসারকে বলল মেয়েটা, 'ও-ডট চালানোর দায়িত্ব নেবে তুমি?'

'এই নিয়ে আজ দুবার চাকরির প্রস্তাব পেলাম,' বলল রসার।

'ওহ্!' বলল মলি। রসারের মনে হলো ওর জবাব মেয়েটাকে হতাশ করেছে।

'বিল ম্যাকডোনাল্ড,' ব্যাখ্যা করল রসার, তারপর তাড়াতাড়ি আবার যোগ করল: 'ওর প্রস্তাব অবশ্য ফিরিয়ে দিয়েছি আমি।'

'ও,' আবার বলল মলি, তবে এবার ওর কণ্ঠে খানিকটা স্বস্তির সুর ফুটল, আগের তুলনায় অনেক খুশি মনে হলো ওকে।

'ওকে বলেছি র‍্যাঞ্চের কাজকর্মে মনোযোগ দেয়ার মত মানসিক অবস্থা এখনও ফিরে পাইনি আমি,' উপসংহার টানল রসার।

'অ। আচ্ছা, বাকি রাতটা এখানেই থাকবে নাকি?'

'ধন্যবাদ। শহরে যাবার খাটুনিটা বেঁচে গেল আমার।'

'এসো,' বলে কোরাল গেট ছেড়ে সরে এল মলি। 'মাকে জানাই কথাটা। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে বোধ হয় ও।'

র‍্যাঞ্চহাউসের পথ ধরল ওরা।

'আজ রাতে আবার ঘুমানো যাবে বোধ হয়,' হাসিমুখে বলল মলি, 'বাবা মারা যাবার পর থেকে আর ঘুমাতে পারিনি আমি।'

র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল ওরা, এগিয়ে গেল কিচেনের দরজার দিকে। কবাট খুলে দিল রসার। মলি ঢোকার পর সে-ও ঢুকল। টেবিল সাজানো হয়েছে। এক প্লেট কুকি রাখছিল মেরি টেবিলের ওপর, মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল।

'আমি তোমাদের ডাকব ভাবছিলাম,' বলল সে।

দরজার পাশে একটা চেয়ারের ওপর টুপিটা নামিয়ে রাখল রসার। গায়ের কোট খুলে ওর হাতে দিল মলি, যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে ওটাও চেয়ারের ওপর রাখল রসার। টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মলি।

'রাতটা এখানেই কাটাবে জন,' মেরিকে জানাল মলি, 'ওকে বললাম বাকি রাত তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব আমি। আরে, জন, এসো, এখানে এসো, বসো এই চেয়ারে। হ্যাঁ, এটায়। মা সবসময় ওখানে বসে, আমি বসি এটায়। বুঝলে মা, জনকে আমি ও-ডট র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব নিতে বলেছিলাম। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে ও। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে ওকে রাজি করাতে পারো কিনা?'

চোখ তুলে রসারের দিকে তাকাল মেরি হ্যাংক।

'না,' একটু বাদে বলল মহিলা। 'ও জানে ইচ্ছা হলেই কাজটা নিতে পারবে, শুধু বলার অপেক্ষা। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে এখানে এসে উঠবে। ও নিজে থেকে না বললে আগ বাড়িয়ে আমি কিছুই বলব না। বিস্কুটটা বোধ হয় তোমার ভালই লাগবে, জন,' হেসে বলল মেরি হ্যাংক, 'চকলেট দিয়ে বানানো। আমার ভুল না হয়ে থাকলে তুমি বোধ হয় একবার বলেছিলে চকলেট খেতে খুব পছন্দ

করো।'

'একদম ঠিক!' বলল রসার।

'বেশ, তাহলে একটু কষ্ট করে নিজেই একটা হাতে তুলে নাও!' বলল মেরি। 'মলি, কেবিনেটে চিনির বয়ামটা আছে, একটু এনে দেবে! আমি কফি ঢালছি তোমাদের জন্যে!'

কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল মলি মাথা দুলিয়ে।

ওদের দুজনের আচরণে স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করল রসার, কামড় বসাল বিস্কুটে।

ছয়

শহরের উদ্দেশে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে রসার। ও-ডট র‍্যাঞ্চে চমৎকার একদফা নাশতা সারার সুযোগ হয়েছিল, ওর পছন্দের প্রায় সব খাবারই ছিল নাশতার টেবিলে; আগের রাতে রেইডারদের একটা দলকে নাজেহাল করতে পেরেছে বলে এক ধরনের আত্মতৃপ্তিও বোধ করছে রসার। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি আয়ত্তে চলে আসছে বলে মনে হচ্ছে ওর। নাশতাপর্ব শেষ হবার পর ও-ডট র‍্যাঞ্চে থাকার ইচ্ছা ছিল না রসারের, কিন্তু মলির উপর্যুপরি অনুরোধ ফেলতে পারেনি, এড লাউরির প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে

হয়েছে ওখানে। ফিরে এসে ছিনতাই করা সবগুলো গরু উদ্ধার করার সুখবর জানিয়েছে লাউরি। ওর বাকি পাঞ্চাররা এখন গরুর পাল উত্তরের চারণভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যাগির খোঁজে কোন কষ্ট পোহাতে হয়নি রসারকে; সকাল সকাল উঠে পড়েছিল ও, ভেবেছিল ও-ডট-এর একটা ঘোড়া ধার করে সেটার পিঠে চেপে মেয়ারের খোঁজ করবে; কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পায় মেরির ছোট উঠানে মহা আনন্দে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে ওর প্রিয় ঘোড়া।

ও-ডট র‍্যাঞ্চ মাইলখানেক পেছনে ফেলে এসেছে ও ইতিমধ্যে। আচমকা ডেকে উঠল মেয়ারটা। স্বভাবজাত সতর্কতায় ঢিল পড়েছিল রসারের, আশপাশে তেমন সতর্ক নজর রাখছিল না এতক্ষণ, সংবিৎ ফিরে পেয়ে চট করে মুখ তুলে সামনে তাকাল এবার। এখনও অনেকটা দূরে, রাস্তার ওপর কিছু একটা নজরে পড়ল। মুহূর্তে রাশ টেনে ধরল ও। ঘোড়ার গতি কমিয়ে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। অজ্ঞাত বস্তুটার দিকে আবার তাকাল রসার, ফুট ত্রিশেক দূরে আছে এখনও, তবে চিনতে পারল—একটা বাকবোর্ড। বাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে লেদার জ্যাকেট আর জিন্সের প্যান্ট পরা একটা মেয়ে। অ্যাগির খুরের আওয়াজ পেয়ে রসারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে।

'হুম,' আপনমনে বলল রসার, কৌতূহলী চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে, 'পরিচিত বলে তো মনে হচ্ছে না, তবে যা হোক দেখতে কিন্তু মন্দ না!'

মেয়ারের পেটে হাঁটু দিয়ে খোঁচা দিল রসার, আবার গতি

বাড়াল অ্যাগি। মিনিট খানেকের মধ্যে বাকবোর্ডের একপাশে চলে এল ঘোড়াটা। চোখের ওপর থেকে ঠেলে টুপি সরাল রসার।

'মর্নিং,' স্যাডলে নড়ে চড়ে বসতে বসতে বলল ও, 'কোন অ্যাক্সিডেন্ট?'

'হ্যাঁ!' জবাব দিল মেয়েটা, রসার যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক সুন্দরী একমাথা লাল চুল তার, উজ্জ্বল সবুজ রিবন দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

'কি ব্যাপার?' আবার জানতে চাইল রসার।

'এই চাকাটা,' ইঙ্গিতে একটা চাকা দেখিয়ে জানাল মেয়েটা, 'হঠাৎ করে বোধ হয় ঢিলে হয়ে গেছে, এঁকেবেঁকে চলছিল, ভয় পেয়ে গেছি আমি, যদি খুলে যায়! বাকবোর্ড থামিয়ে ফেলেছি তাই।'

'আচ্ছা; ঠিক আছে, পরখ করেই দেখা যাক একবার,' বলল রসার, অ্যাগির পিঠ থেকে নামল ও। মেয়ারটা ঘাড় ফিরিয়ে আগ্রহের সঙ্গে মেয়েটাকে জরিপ করছে। নির্দিষ্ট চাকার ওপর ঝুঁকে পড়ল রসার, দুহাতে ওটা ধরে জোরসে ঝাঁকি লাগাল, তারপর বলল: 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, ঢিলে হয়ে গেছে চাকাটা। সময়মতই থেমেছিলে, যা হোক। তা নাহলে এটা আচমকা খুলে গিয়ে মারাত্মক অঘটন ঘটতে পারত!'

আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার, তাকাল মেয়েটার দিকে।

'তোমাকে আগে কখনও এদিকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ও।

'আমারও তো একই কথা।'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল রসার।

'তোমাকে যে আগে কখনও দেখিনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বলল আবার, 'আমরা আরেকজন পুরুষের চেহারা হয়তো ভুলে যেতে পারি, বিস্মৃত হতে পারি একটা জায়গার নাম, কিন্তু তোমার মত সুন্দরী মেয়ের কথা মনে থাকবেই। তা কোন্ দিকে যাচ্ছিলে তুমি?'

'শহরে।'

পা দিয়ে চাকাটা নাড়া দিল রসার।

'এ অবস্থায় কোথাও যাওয়া হবে না তোমার,' বলল ও, মুহূর্তের জন্যে মেয়েটার ওপর স্থির হয়ে থাকল ওর দৃষ্টি। 'আশপাশের কোন র‍্যাঞ্চে থাকো নাকি তুমি?'

'এখান থেকে নয়-দশ মাইল দূরে আমার বাসা,' জানাল মেয়েটা।

'আচ্ছা? কোথায়, কোন্‌দিকে?'

পুবদিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

'লুকাস আউটফিট,' বলল সে, 'র‍্যাঞ্চটা কোথায় জানো তুমি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানি। ওটার পাশ দিয়ে বহুবার যাবার সুযোগ হয়েছে আমার, তবে র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত যাইনি কখনও। তুমি—'

'লুকাস কিনা? হ্যাঁ। বিয়ের আগে আমার নাম রোজ লুকাস ছিল, পরে রোজ শেরম্যান হয়েছে।'

'আচ্ছা,' বলল রসার, 'আমার নাম জন রসার।'

'তুমি নিশ্চয়ই আইরিশ,' বলল রোজ, 'কারণ তোমার চুল লাল, চোখজোড়া নীল!'

'তোমারও,' পাল্টা জবাব দিল রসার। 'দেখো, তোমার স্বামীকে বোধ হয় খবর দেয়া দরকার, সে এসে—'

'ও বেঁচে নেই,' বাধা দিয়ে বলল রোজ।

'ওহ্!' বলল রসার। 'দুঃখিত।'

'শহরে একটা লিভারি আস্তাবল আছে না?'

'হ্যাঁ, জেরি ফস্টার ওটার মালিক। ওকে এখানে আনা গেলে এক মিনিটের মধ্যে চাকাটা মেরামত করে দিতে পারত।'

'এখানে এটাকে কোনরকমে একটু ঠিক করে নিতে পারলে আমরাই ওর কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাই না?'

রোজের দিকে তাকিয়ে হাসল রসার।

'ভাল বলেছ,' বলল ও, 'চেষ্টা করে দেখা যাক!' একটু দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল ও, তারপর ঘুরে স্যাডলব্যাগ খুলল, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াল কয়েক মুহূর্ত, কিছু খুঁজছে। অবশেষে পেল কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা, বের করে আনল। এক নজর দেখে হাতের ওপর বার কয়েক নাচাল সে ওটা, মাথা দোলাল সন্তুষ্ট চিত্তে। এবার হাঁটা শুরু করল, মাটির দিকে নজর। হঠাৎ ছোট আকারের একটা পাথর নজরে পড়তেই থামল রসার, হাঁটু গেড়ে বসে তুলে নিল পাথরটা, তারপর আরেকটা পাথরের ওপর হাতের জিনিসটা রেখে বাড়ি মারতে শুরু করল। খানিক পর পাথরটা একপাশে ছুঁড়ে মারল ও, উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘ পদক্ষেপে ফিরে এল বাকবোর্ডের কাছে। চাকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হোল্স্টার থেকে পিস্তলটা বের করে উল্টো করে ধরল রসার শক্ত হাতে। সদ্য তৈরি পেরেকটা পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে চাকা আর হাবের মাঝখানে ঢোকাতে শুরু

করল। কাজ শেষে পিস্তলটা ফের হোলস্টারে ঢোকাল, দুহাতে চাকাটা ধরে বারকয়েক জোরে টান দিয়ে পরখ করল।

'মনে হয় চলবে,' ঘাড়ের ওপর দিয়ে রোজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অন্তত শহর পর্যন্ত যেতে পারবে অনায়াসে!'

'ধন্যবাদ।'

মেয়েটাকে বাকবোর্ডে উঠতে সাহায্য করল রসার। প্রশস্ত চালকের আসনে রোজ যখন আয়েস করে বসছে সেই ফাঁকে ঘোড়াগুলোর লাগাম একসঙ্গে করে তার হাতে তুলে দিল রসার। অ্যাগির পিঠে উঠে বসল তারপর।

'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে,' বলল ও, 'বলা যায় না, হঠাৎ কোন অঘটন ঘটে যায় যদি!'

এগোতে শুরু করল বাকবোর্ড। অ্যাগিকে ওটার পাশে নিয়ে এল রসার।

'এদিকে কোন র‍্যাঞ্চের মালিক নাকি তুমি?' ওকে জিজ্ঞেস করল রোজ।

'না।'

'তাহলে কোন র‍্যাঞ্চে কাজ করছ?'

'তা-ও না,' আবার বলল রসার। এবার ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি একজন রেঞ্জার, মানে কয়েকদিন আগেও ছিলাম। রেঞ্জার বাহিনী ভেঙে গেছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো মেয়েটার দুচোখ।

'বলো কি, এখন রেঞ্জারদের আর অস্তিত্ব নেই?' জানতে চাইল রোজ।

'তাই। দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসে আপাতত আইনকানুনের বালাই নেই কোন।'

'হায় খোদা!' বলল মেয়েটা। 'এখন তাহলে কি করছ তুমি?'

'কিচ্ছু না,' জবাব দিল রসার, 'আসলে এখনও ঠিক করতে পারিনি কি করব—এখানেই থাকব নাকি চলে যাব আর কোথাও।'

এবার কোন মন্তব্য করল না মেয়েটা।

'তোমাদের র‍্যাঞ্চে দুচারদিনের মধ্যে রাসলারদের কোন উৎপাত হয়েছে?' জানতে চাইল রসার।

'রাসলার?' পুনরাবৃত্তি করল রোজ, 'এদিকে ঝামেলা করছে নাকি ওরা?'

'সামান্য,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল রসার। 'তোমাদের প্রতিবেশী হ্যাংকদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে ওদের উৎপাতে। হ্যাংকদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে? ওদের আউফিটের নাম ও-ডট।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'এখানে কাউকেই চিনি না আমি,' বলল সে।

'একটানা তিনরাত হানা দিয়েছে ওরা ও-ডট র‍্যাঞ্চে,' আবার বলল রসার। 'র‍্যাঞ্চের মালিক স্টিভ হ্যাংক, তার মেয়ে জামাই এড ন্যান্ডল মারা গেছে প্রথম রাতের হামলায়, পরের দিন মারা পড়েছে আরও তিনজন পাঞ্চার আর ফোরম্যান। গতকালও ওখানে চড়াও হয়েছিল রেইডাররা, কাউকে অবশ্য মারতে পারেনি।'

আতঙ্কিত দেখাল মেয়েটাকে।

'তুমি বরং তোমাদের পাঞ্চারদের রাসলারদের হামলার

আশঙ্কার কথা মনে রেখে চোখ কান খোলা রাখতে বলে দিয়ো। কখন আবার তোমাদের ওখানে চড়াও হবে কে বলতে পারে!'

'আমাদের র‍্যাঞ্চে হানা দিলে হতাশ হবে ওরা।'

'কেন?'

'মানে আমাদের র‍্যাঞ্চটা তো খুবই ছোট, আর গরুর সংখ্যাও নগণ্য বলা যায়।'

এরপর আর ওদের মধ্যে কোন কথা হলো না। মাইলের পর মাইল পথ পেছনে ফেলে এল ওরা। তারপর একসময় সামনে শহরের আবছা অবয়ব দেখা গেল। আরও কয়েক মিনিট পর হালকা চালে শহরে প্রবেশ করল ওরা। রসারের কথা মত লিভারি আস্তাবলের সামনে বাকবোর্ড থামাল রোজ; স্যাডল থেকে নেমে মেয়েটাকে কাঠের সাইডওঅকে নামতে সাহায্য করল রসার।

'ধন্যবাদ,' বলল রোজ, 'আজ আমার অনেক উপকার করলে তুমি।'

'বাদ দাও।'

'বাই।'

'বাই।'

অ্যাগিকে নিয়ে রাস্তা বরাবর সামনে এগোল রসার। হোটেলের সামনে এসে হিচরেইলে বাঁধল মেয়ারটাকে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'রসার!'

রাস্তার উল্টোদিক থেকে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এল কৃশকায় এক লোক। তাকে চিনতে পারল রসার। স্যাম ল্যুয। সিঁড়ির মাথায় এসে

দাঁড়াল রসার।

'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল,' বলল ল্যুয।

'কি কথা? এখানেই বলবে নাকি ভেতরে যাবে?'

'একখানে হলেই হলো!' বলল ল্যুয। 'আমার র‍্যাঞ্চে কাল রাতে হামলা হয়েছে শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'কই, না তো!'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল স্যাম ল্যুয।

'খুনে বদমাশের দল আমার এক পাঞ্চারকে খুন করে গেছে, বলডি ককস নামে এক বুড়ো,' বলল সে, 'ওকে কোন সুযোগই দেয়নি শয়তানেরা, গুলি করে ঝাঁঝরা করে ফেলে রেখে গেছে!'

'আর গরু?'

'তিনশোর কিছু বেশি গরু খেদিয়ে নিয়ে গেছে!'

'খবরটা শুনে দুঃখ পেলাম, ল্যুয।'

'আমার মাথায় বাজ পড়েছে রীতিমত!' আবার বলল ক্যাটলম্যান, 'সন্দেহ নেই অবস্থা আরও খারাপও হতে পারত। আমার বড় পালটার দিকে নজর পড়েনি ওদের। চাইলে ওটাও নিয়ে যেতে পারত, মাত্র পোয়া মাইল দূরে ছিল গরুগুলো।'

'ওরা হয়তো মনে করেছে একসঙ্গে বেশি গরু সামাল দেয়া যাবে না, তাই নেয়নি,' বলল রসার।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম ল্যুয।

'এখন তো সাহায্য চাইবার আর কোন অধিকার নেই আমার,' বলল সে, 'কারণ আমিও তোমার আর ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তবু সাহায্য চাইতে বাধ্য হচ্ছি। ওই তিনশো

গরু ফিরিয়ে আনতে না পারলে ব্যাংকের সঙ্গে বিশ্রী একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যাব! লুই ব্র্যাডলির কারও কাছে টাকা পাওনা থাকলে অন্য কোন কথাই কানে তুলতে চায় না!'

'বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাকে কোন কথা দিচ্ছি না,' বলল রসার, 'তবে যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে, এটুকুই আমার জন্যে অনেক!'

'রেইডারদের কাজকারবার কেমন অদ্ভুত যেন,' আপনমনে বলল রসার, 'মনে হচ্ছে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ চালাচ্ছে ব্যাটারা!'

'কি বলতে চাও?'

'ওরা গত রাতে ফের ও-ডট র‍্যাঞ্চে চড়াও হয়েছিল।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তবে গতরাতে ওদের তুলনায় আমাদের ভাগ্য অনেক ভাল ছিল। ওদের হামলা নস্যাৎ করে দিতে পেরেছি আমরা, অর্ধেক হানাদার মেরে সাফ করে দিয়েছি।'

'বাকি অর্ধেককে নিজের হাতে শেষ করতে চাই আমি!'

'তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। শোনো, আমি আগে দেখে নিই শহরের পরিস্থিতি কিরকম, তারপর আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ, রসার!'

'আগে তো একটা কিছু করি, তারপর ধন্যবাদ দিয়ো!'

কোন মতে হাসল ল্যুয।

'ঠিক আছে,' বলল সে, 'কিন্তু তুমি সাহায্য করবে বলেছ,

সেজন্যে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো দরকার, মানা কোরো না!'

ঘুরে দাঁড়াল ল্যুয। দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তা পার হলো আবার। তাকে পিট ম্যাকের স্যালুনে ঢুকতে দেখল রসার। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে আবার রাস্তায় নেমে এল ও। প্রায় মিনিটখানেক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল—নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়ার চেষ্টা। অবশেষে রাস্তা ধরে এগোল, সোজা ব্যাংকে গিয়ে ঢুকল ও। ব্যাংকার লুই ব্র্যাডলির চোখ আর মুখে কাঠিন্যের ছাপ, লালচে ধূসর মাথার চুল, ঠোঁটের ওপর ঘন গোঁফ জোড়া কালো রঙ হারাতে বসেছে ইতিমধ্যে। বয়স বাড়ছে লোকটার। ডেস্কের উল্টোদিকে বসেছিল ব্যাংকার, রসারকে ঢুকতে দেখে তাকাল, মাথা দোলাল ওর উদ্দেশে, হেলান দিল চেয়ারে।

'হ্যালো,' বলল রসার। চারপাশে অন্তত ছ-সাতখানা চেয়ার পড়ে থাকা সত্ত্বেও ওকে বসার আমন্ত্রণ জানায়নি ব্র্যাডলি। 'দেখো, ব্র্যাডলি,' বলল রসার, 'ব্যাংকিং ব্যবসা খুব একটা বুঝি না আমি, তবে এটুকু জানি যে কোন আইন মানুষের অধিকারের কথা বিবেচনায় রেখেই তৈরি হয়, নাকি?'

'কি বলতে চাও?'

'বলতে চাইছিলাম রেইডাররা যদি সীমান্তের ওপার থেকে এসে অবিরাম হামলা চালিয়ে এখানকার র‍্যাঞ্চগুলোর সব গরু খেদিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তোমার জিম্মায় এখন যাদের দলিলপত্র রয়েছে তারা আর তোমার পাওনা মেটাতে পারবে না, তখন কি করবে তুমি?'

'সম্পত্তির দখল বুঝে নেবে ব্যাংক, ব্যস!'

'এটা কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবসা করার ভাল কোন কায়দা হলো না! তোমার কি মনে হয়?'

চকচক করে উঠল ব্র্যাডলির চোখজোড়া।

'ব্যবসার আর কোন কায়দা জানা আছে নাকি তোমার যেটা কাজে লাগিয়ে টিকে থাকা সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ইচ্ছা করলেই তো পাওনা শোধ করার জন্যে সময় বাড়িয়ে দিতে পারো?' পাল্টা প্রশ্ন করল রসার। 'পাওনা মেটাতে রাজি আছে সবাই, কিন্তু তার জন্যে সময় দরকার। এই শহরের স্টোরকীপারদের কাছে একটা করে বাকির খাতা আছে—একে বোধ হয় তুমি *ক্রেডিট বিজনেস* বলবে—খদ্দেররা তাদের পাওনা মেটাতে পারছে না, কেবল এই অজুহাতে কিন্তু স্টোরকীপাররা জিনিস বিক্রি বন্ধ করে না। দুপক্ষ একসঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে একটা রফায় পৌঁছায়—এমন একটা উপায় বের করে ওরা যাতে একদিকে যেমন ক্রেতা তার দেনা শোধ করতে সমর্থ হয় আবার অন্যদিকে স্টোরকীপারও সবার কাছ থেকে অল্প অল্প করে টাকা আদায় করে তার সরবরাহ বজায় রাখে—দোকানের মজুদও বাড়িয়ে তুলতে পারে। একেই আমি বলি আসল ব্যবসা। আমি মনে করি ব্যাংকেরও সমস্যা সমাধানের জন্যে এরকম কোন পদ্ধতি খুঁজে বের করে নেয়া উচিত।'

'ঠিক,' বলল ব্র্যাডলি, 'তা তোমাকে আমার কাছে কে পাঠিয়েছে, রসার?'

'কেউ না। নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি আমি, কারণ অচিরেই এদিককার ক্যাটলম্যানরা কি ধরনের সমস্যায় পড়বে জানি।'

'এই কাউন্টিতে তোমার এখন কোন ক্ষমতা নেই, ঠিক?'

'ঠিক।'

'তাহলে তোমাকে আমি একটা পরামর্শ দিই, মন দিয়ে শোনো—যা বোঝো না তা নিয়ে বেহুদা মাথা ঘামাতে যেয়ো না। যাদের সমস্যা তাদেরকেই সামলাতে দাও, ঠিক আছে?'

জবাব দিল না রসার। দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ব্র্যাডলির দিকে, তারপর ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে।

পরক্ষণে সংকীর্ণ সাইডওঅকে টক্কর লাগল একজনের সঙ্গে, ওর পায়ের কাছে ঝপাঝপ পড়তে শুরু করল একদাগা ব্যাগ আর নানা আকারের প্যাকেট।

'ওহ্, আমি দুঃখিত!' বলল রসার, তাড়াতাড়ি বসে পড়ে জিনিসগুলো তুলতে শুরু করল। কার্বের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল একটা প্যাকেট, নাগালের বাইরে যাবার আগেই লাফ দিয়ে তুলে আনল ওটা। অন্যান্য প্যাকেট আর ব্যাগের সঙ্গেও ওটা তুলে দিল মালিকের হাতে, সোজা হয়ে দাঁড়াল এবার। রোজ শেরম্যানের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসল ও।

'আরে, তুমি? কি খবর?'

'তোমার নিজের খবর নাও আগে,' বলল মেয়েটা, 'সব সময়ই কি এমন দৌড়ের ওপর থাকো নাকি তুমি? নাকি স্ট্যামপিডে পড়েছ?'

'কোনটাই না,' জবাব দিল রসার। 'ওগুলো এদিকে দাও, তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দিচ্ছি, জিনিসপত্র বয়ে বাকবোর্ডে তুলে দেব আমি!'

মেয়েটার হাত থেকে জিনিসগুলো নিজের হাতে নিল রসার। আপত্তি করল না রোজ। দুহাত ভর্তি জিনিস নিয়ে অনুগতটির মত রোজের পেছন পেছন রাস্তা ধরে লিভারি আস্তাবলের দিকে এগোল ও। কার্ব-এর দাঁড় করিয়ে রাখা বাকবোর্ডটা, জিনিসপত্র ওটায় তুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার।

'এবার বলো,' বলল ও, 'ক্ষতিপূরণ হয়েছে?'

হঠাৎ কে যেন হাজির হলো রসারের পেছনে। ওর পেছনে তাকিয়ে আছে রোজ লক্ষ্য করল রসার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। এগিয়ে আসছে মলি ওকে শহরে দেখে একটু অবাক হলো রসার, এখানে আসার কথা ওকে জানায়নি; একসঙ্গে আসতে পারত তাহলে।

'হাই!' বলল রসার। 'মলি, ও হচ্ছে রোজ শেরম্যান। তোমাদের পরিচয় থাকা উচিত, হাজার হোক প্রতিবেশী তো!'

'হ্যালো,' বলল রোজ।

শুষ্ক হেসে শুভেচ্ছার জবাব দিল মলি।

'শেরম্যান?' পুনরাবৃত্তি করল ও, 'নামটা বোধ হয় আগে কখনও শুনিনি!'

'আসলে লুকাস পরিবারের মেয়ে আমি। এই নামটা হয়তো শুনে থাকবে।'

'অ,' বলল মলি, 'আমি হ্যাংক পরিবারের। হ্যাঁ, বাবার মুখে বহুবার লুকাস আউটফিটের কথা শুনেছি!'

'তাই!'

রসারের দিকে তাকাল মলি।

'ব্যাংকে যাচ্ছি আমি,' বলল সে। 'হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ায় আসতে হলো। এই মহিলার প্যাকহর্সের কাজ শেষ হলে ওখান থেকে তুলে নিয়ো আমাকে।'

দ্রুত ওদের পাশ কাটাল মলি, এগিয়ে গেল ব্যাংকের দিকে।

'মেয়েটা চমৎকার দেখতে,' একটু পর বলল রোজ। লাগাম তুলে নিল সে, রসার সাহায্যের হাত বাড়ানোর আগেই চাকার ওপর ভর দিয়ে চালকের আসনে উঠে বসল, হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় খুশি হয়েছি আমি। আশা করি মেয়েটা তোমার ওপর বেশিক্ষণ রেগে থাকবে না। তোমার ওপর আমার নজর পড়েনি, ওকে বলো, তাহলে হয়তো আমাকে আর খারাপ চোখে দেখবে না। বাই।'

'বাই।'

রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল বাকবোর্ড। মিনিট খানেকের মত ওটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রসার, তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল, ব্যাংকের দিকে তাকাল একবার, পা বাড়াল সেদিকে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও, কি যেন ভাবল, আবার লিভারি আস্তাবলে ফিরে এল। খানিক পর বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ওকে, অ্যাগির পিঠে উঠে বসল, রাস্তা বরাবর এগোতে শুরু করল। ব্যাংকের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বেরিয়ে এল মলি, চট করে মুখ তুলে তাকাল।

'জন!' জোর গলায় ডাকল ওকে।

মলির দিকে একবার তাকাল রসার, কিন্তু থামল না। নিচু গলায় অ্যাগির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। গতি বাড়ল ঘোড়ার। শহর পেছনে ফেলে এল রসার।

*

সন্ধ্যায় আবার শহরে ফিরে এল রসার। হোটেলের সামনে হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে ভারি পায়ের আওয়াজ শুনে সেদিকে তাকাল। ওপর থেকে নেমে এল বিল ম্যাকডোনাল্ড।

'তোমাকেই খুঁজছি আমি, ইয়াং ফেলার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'সারা বিকেল ছিলে কোন চুলোয় শুনি?'

চোখের ওপর থেকে টুপি সরাল রসার।

'এই ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আর কিছু না,' জবাব দিল ও।

ভুরু কোঁচকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'বাহ্, তুমি এদিকে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছ,' আবার বলল সে, 'আর ওদিকে রেইডাররাও মজা লুটে চলেছে! এবার দিনে দুপুরে দুজায়গায় হামলা চালিয়েছে ওরা। জো বেনসন আর নেট পারভিসের রেঞ্জে প্রায় একই সময়ে চড়াও হয়েছিল বজ্জাতগুলো। বেনসন ওর বার্ন খুইয়েছে, সেই সঙ্গে ওর সেরা স্টকের দুশো আশিটা গরু উধাও হয়ে গেছে। পারভিসের খোয়া গেছে একশো সত্তরটা গরু। জ্বি, হ্যাঁ! বেনসনের এক পাঞ্চার, লোকটার নাম লেস্টার, মারা পড়েছে শয়তানগুলোর হাতে। চমৎকার, কি বলো?'

'হ্যাঁ, জবাব নেই,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল রসার।

এক মুহূর্ত ওকে জরিপ করল র‍্যাঞ্চার।

'ব্যস?' জানতে চাইল সে, 'আর কিছু বলার নেই?'

'কি-ই বা আর বলতে পারি! ল্যুষ, বেনসন, পারভিস—ওরা

সবাই আমাদের বিরোধিতা করেছিল না! এখন যেমন উচিত তেমন ফলই পাচ্ছে ওরা। যাকে বলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত!'

'বলেছ বটে, কিন্তু তবু এর বিহিত করার জন্যে একটা কিছু করা দরকার। ওরা বোকার মত ড্যান হিলের কথায় তার পিছু নিয়েছে বলে আমরা হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকব আর দুনিয়াটা রসাতলে যাবে? তা হয় না!'

'কি করতে বলো তুমি?'

'চলো সবাইকে নিয়ে আবার আলোচনায় বসি, দেখি কোন একটা উপায় বের করা যায় কিনা। এবার হয়তো পরিস্থিতির আসল চেহারা দেখতে পাবে ওরা। তোমার কি মনে হয়?'

মনে মনে প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে দেখল রসার, তারপর মাথা নাড়ল।

'না,' বলল ও, 'ইতিমধ্যে দুদুবার ওদের কাছে প্রস্তাব রেখেছি আমরা, খুলে বলা হয়েছে সব, সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা আমাদের প্রস্তাব রেখেছি ওদের সামনে, কিন্তু দুবারই আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ওরা। আমার মতে এখন ওদের প্রথম পদক্ষেপ নিতে দেয়া উচিত। ওরা সবাই মিলে আগে স্থির করুক কি করবে, তারপর সাহায্য করা যায় কিনা দেখা যাবে। তোমার বা কনেলের র‍্যাঞ্চে যদি হামলা হয়ও বাধা দেয়ার মত যথেষ্ট শক্তি আছে তোমাদের দুজনেরই, সুতরাং বাইরের সাহায্যের দরকার নেই তোমাদের। যাদের ওটা দরকার তারাই সিদ্ধান্ত নিক।'

বুড়ো র‍্যাঞ্চার মোটা একটা আঙুলে খানিকক্ষণ চিবুক চুলকাল।

'হুম, মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ তুমি,' মাথা দুলিয়ে বলল সে।

'একটা ব্যাপার খুব খারাপ লাগে আমার—বেশির ভাগ লোক প্রায়ই এমন বোকার মত আচরণ করে যেটা তাদের কাছে কেউ আশাই করে না। আচ্ছা, শুনলাম তুমি আর ও-ডট রাইডাররা মিলে গতরাতে নাকি রেইডারদের একচোট দেখিয়ে দিয়েছ? রসদ নিতে শহরে এসেছিল এড লাউরি, সে-ই আমাকে বলেছে খবরটা।'

'ওদের ফাঁদে ফেলতে পেরেছিলাম আমরা সৌভাগ্যবশত।'

হাসল ম্যাকডোনাল্ড।

'হুম, বটে,' বলল সে। 'ইয়ে, সাপার করা হয়েছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে আমার সঙ্গে খেয়ে নাও। আমার বাড়িতে আবার আজ স্ট্যুর আয়োজন করছে ওরা, পালিয়ে এসেছি আমি, দুনিয়ায় কোন খাবার যদি আমার অপছন্দ হয় সেটা হলো ওই স্ট্যু! আজ রাতে আমার চাই বড়সড় একটুকরো ঝাল আর ঝোল মাখানো স্টেক। তোমার কি পছন্দ?'

'একটু অপেক্ষা করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রসার, 'আমি তাহলে একটু গোসল করে নিতাম, পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে চাপাতে পারলে স্টেকটা বোধ হয় আরও ভাল লাগবে।'

'ঠিক আছে, তবে বেশি দেরি যেন না হয়!'

'কোথায় পাব তোমাকে?'

'হয়তো দেখবে পিট ম্যাকের বার-এ দাঁড়িয়ে আছি,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'এটা আমার রাত, সান। খিদের পাশাপাশি দারুণ তেষ্টাও পেয়েছে। সুতরাং আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলে ভুল করবে তুমি।'

ঠিক ত্রিশ মিনিটের মাথায় পিট ম্যাকের স্যালুনে হাজির হলো জন রসার। বার-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিল ম্যাকডোনাল্ড। তার সামনে আধাখালি একটা হুইস্কির বোতল রাখা, হাতে মদভর্তি গ্লাস। ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'খাবারের জন্যে তৈরি তো, বয়?' ওকে স্বাগত জানাল ম্যাকডোনাল্ড।

'শুধু তোমার বলার অপেক্ষা!'

হাতের গ্লাসটা উঁচু করল ম্যাকডোনাল্ড, ঢকঢক করে গিলে ফেলল সবটুকু হুইস্কি। ঠোঁট মুছল, হাসল দাঁত বের করে।

'কি জানো,' রসারকে বলল সে, কনুইয়ের কাছে রাখা বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করল, 'জীবনে যত মদ খেয়েছি এটার মত বাজে জিনিস আর আমার চোখে পড়েনি! জেনেও দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছি!'

'আচ্ছা, কেন খাচ্ছ?' প্রশ্ন করল রসার, জানে এটাই চায় র‍্যাঞ্চার।

'আরে, সোজা ব্যাপার,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আমি দেখতে চাই আর কত খারাপ হতে পারে হুইস্কি। আমার কথা কি বুঝতে পারলে?'

'না। এবার চলো যাই, খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলা যাক।'

একটা নোট বের করে বারের ওপর রাখল ম্যাকডোনাল্ড, বেল্ট টেনে পেটের ওপর জুৎ করে বসাল, তারপর রসারের সঙ্গে বেরিয়ে এল স্যালুন থেকে।

জোর কদমে রাস্তা ধরে এগোল ওরা, হালকা আলোয় আলোকিত একটা দালানের দিকে যাচ্ছে, ওটার মাথার ওপর একটা

সাইনবোর্ডে লেখা: ইটস্। দালানের ভেতর ঢুকে পড়ল দুজন। পেছন দিকের একটা টেবিল বেছে বসল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তালপাতার সেপাই ইয়া গোঁফঅলা কাঁদো-কাঁদো চেহারার এক লোক হাজির হলো ওদের সামনে। হাতে একটা ভেজা ন্যাকরা, ওটা দিয়ে মুছতে শুরু করল সে টেবিলটা। ওর কাজ দেখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ম্যাকডোনাল্ড আর রসার।

'কি দেব, জেন্টস?' জিজ্ঞেস করল তালপাতার সেপাই।

'তোমার নামই মুডি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড।

'জ্বি। কি দেব তোমাদের?' আবার জিজ্ঞেস করল মুডি।

'একটু দাঁড়াও আগে,' হুকুম দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'তোমার ব্যবসা চলছে ঠিকমত? মুখে দেবার মত খাবার বেচছ তো নাকি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আজকের স্যুপটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে। স্যুপ দিয়েই শুরু করবে?'

'না!' গর্জে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'ব্যবসা যদি ঠিক থাকে তাহলে আরও কয়েকটা বাতির ব্যবস্থা করছ না কেন? তাহলে তো সবাই বুঝত কি ছাইপাশ গেলাচ্ছ তুমি!'

জবাব না দিয়ে আবার টেবিল মুছল মুডি।

'রাখো তোমার টেবিল মোছা!' ধমকে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'ভেবেছ কি, টেবিলের ওপর একটা পুকুর বানিয়ে তারপর খাব আমরা?'

'আজ ভীল-টাও ভাল হয়েছে,' রসারের দিকে তাকিয়ে বলল এবার মুডি। 'পট-রোস্টও ভাল লাগবে।'

'আমরা চাই স্টেক!' আবার গলা চড়িয়ে বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'দুটো বড় সাইজের ঝোলঅলা স্টেক, সঙ্গে অনেক পেঁয়াজ আর এক গামলা আলু ভাজি!'

'স্ট্যু হলো,' বলে চলল মুডি, 'আজকের স্পেশাল ডিশ। অসাধারণ ল্যাম্ব স্ট্যু!'

'বললাম না স্টেক!' আবার বলল ম্যাকডোনাল্ড। 'চমৎকার করে সাজিয়ে নিয়ে আসবে! সারাদিন স্টেক খাব বলে অপেক্ষা করে আছি!'

'কোনটার কথা বললে, মিস্টার,' রসারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুডি, 'স্ট্যু, ভীল নাকি পট রোস্ট?'

'স্টেক!' আবারও বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'চমৎকার করে সাজানো!'

'আজ বোধ হয় ওর কাছে স্টেক নেই,' বলল রসার।

'এটা রেস্তরাঁ না?' পাল্টা গর্জন ছাড়ল ম্যাকডোনাল্ড। 'তো কে কবে শুনেছে ক্যাটলকাস্ট্রির একটা রেস্তরাঁয় স্টেক মেলে না?'

'মিস্টার,' ক্লান্ত স্বরে বলল মুডি, 'না শুনলে আজ শুনে নাও। আমার এখানে আজ সামান্য স্ট্যু, ভীল আর পট রোস্ট ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। এবার বলো কোনটা নেবে তোমরা?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ম্যাকডোনাল্ড।

'চলো তো, জন!' রসারকে আদেশ করল, 'এখানে আর নয়!'

'কোথায় যাবে? এই রেস্তরাঁটাই এখনও খোলা আছে, আর সব বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে!'

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল ম্যাকডোনাল্ডের, কিন্তু এক মুহূর্ত পর আবার বসে পড়ল সে।

'স্ট্যু, ভীল না পট রোস্ট, জেন্টস,' আবার বলল মুডি।

'ওহ্-হো! যা আছে তাই নিয়ে আসো, যাও!' গজগজ করে উঠল ম্যাকডোনাল্ড।

ঘুরে দাঁড়াল মুডি, দ্রুত বিদায় নিল।

'ওকে স্ট্যু বাদে অন্য কিছু দিতে বললেই বোধ হয় ভাল করতে,' বলল রসার।

'কোন লাভ হত না, গায়েই মাখত না সে,' গম্ভীর চেহারায় বলল র‍্যাঞ্চার। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিশাল আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর তাল ঠুকতে শুরু করল। খানিক পর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, ফের উদয় হয়েছে মুডি, তার হাতে একটা ট্রে দেখা যাচ্ছে, সেটার ওপর একজোড়া পেয়ালা, খাবার ভর্তি। বিস্ময়কর দক্ষতা আর দ্রুততার সঙ্গে ট্রেটা বয়ে এগিয়ে এল সে, এত দ্রুত একহাত থেকে অন্য হাতে চালান দিচ্ছে দেখলে তাক লেগে যায়। চট করে সরে গেল রসার, ভয় হলো ওর কোলের ওপরই একটা পেয়ালা না নামিয়ে দেয় তালপাতার সেপাইটা।

'এই যে এসে গেছে, জেন্টস,' বলল মুডি, রসারের সামনে নামিয়ে রাখল একটা পেয়ালা আরেকটা রাখল ম্যাকডোনাল্ডের সামনে। ওটার ওপর ঝুঁকে পড়ল র‍্যাঞ্চার, পরীক্ষা করার জন্যে। 'একেবারে রাজসিক খাবার!' আবার বলল মুডি।

'দাড়াও, দাঁড়াও!' গর্জে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, 'কি নিয়ে এসেছ তুমি?'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল রসার, তাকাল ছাদের দিকে।

'স্ট্যু,' বলল মুডি, 'ল্যাম্ব স্ট্যু!'

কিছুই বলল না ম্যাকডোনাল্ড, উঠে দাঁড়াল আবার, নিজের পেয়ালাটা তুলে নিল হাতে। ওকে জরিপ করল মুডি, তারপর তাড়াতাড়ি পিছু হটতে শুরু করল

'স্ট্যু!' চিৎকার ছাড়ল ম্যাকডোনাল্ড, উত্তপ্ত পেয়ালাটা কোনমতে ধরে রেখেছে। 'স্ট্যুর কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিশ মাইল দূরে পালিয়ে এলাম তারপর এখানেও সেই স্ট্যু!'

পেয়ালা ধরা হাতটা পিছিয়ে আনল র‍্যাঞ্চার, পরক্ষণে মুডির দিকে ছুঁড়ে মারল ওটা। এখনও পিছু হটছে মুডি। পাক খেয়ে উপর দিকে উঠে গেল পেয়ালাটা, একটা সিলিংপ্ল্যাংকে বাড়ি খেলো, মুডির মাথার ওপর পড়ল সবটা স্ট্যু। এক লাফে উঠে পড়ল রসার, ম্যাকডোনাল্ডের বাহু জাপটে ধরল, টান মেরে ঘুরিয়ে নিল তাকে, তারপর প্রায় ঠেলতে ঠেলতে রাস্তার দিকের দরজার উদ্দেশে এগোল। পকেট থেকে দোমড়ানো একটা নোট বের করল ও, ছুঁড়ে দিল মুডির উদ্দেশে। ওদের অনুসরণ করে দরজা পর্যন্ত এল লোকটা, দরজায় দাঁড়িয়ে ঝোলমাখানো হাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল সে ওদের উদ্দেশে।

পিট ম্যাকের স্যালুনে হুড়মুড় করে ঢুকল ওরা। মুখ তুলে তাকাল বারটেন্ডার।

'পিট,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'আমাদের খাওয়ার মত কিছু আছে তোমার কাছে?'

'আলবত!' জবাব দিল স্যালুন-মালিক। 'ব্যাকরুমে গিয়ে আরাম করে বসো তোমরা। আমি ব্যবস্থা করছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে।'

'ভাল,' বলল ম্যাকডোনাল্ড। 'কফি আছে তো?'

'যথেষ্ট।'

ম্যাকডোনাল্ডের পেছন পেছন ব্যাকরুমে এল রসার। একটা ছোট টেবিলে এসে বসল ওরা। পকেট হাতড়াতে শুরু করল র‍্যাঞ্চার, অবশেষে একটা সিগারের খোঁজ পেল। ওটা বের করে ঠোঁটের ফাঁকে ঠেসে দিল সে। এই সময় আচমকা বাইরে থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা দুজন। উঠে দাঁড়াল একসঙ্গে, দরজার দিকে পা বাড়াল। ওদের পেছন ফেলে দৌড়ে যাচ্ছে অন্য লোকেরা। রাস্তার শেষ মাথায় গুলির ঝলক দেখা যাচ্ছে। চেঁচামেচি আর ক্রমশ এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে লাগছে। রাস্তা ধরে তেড়ে আসছে—দুজন, তিনজন, না চারজন ঘোড়সওয়ার। দালানকোঠার দরজা আর জানালার আড়াল থেকে তাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল এক রেইডার; থমকে দাঁড়াল তার সঙ্গী, নিজের ঘোড়া ঘুরিয়ে চোখের পলকে একটা অন্ধকার দালানের আড়ালে গা ঢাকা দিল। ওদের অবস্থান থেকে দালানটা ঠিক চিনতে পারল না রসার আর ম্যাকডোনাল্ড। এবার দ্বিতীয় অশ্বারোহী তার স্যাডল থেকে খসে পড়ল।

বাকি দুই ঘোড়সওয়ার ফের পালানোর চেষ্টা করতেই আশপাশের দালানকোঠার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল লোকজন, গুলি চালাল রেইডারদের দিকে। ম্যাকের স্যালুনের কাছাকাছি এসে পড়েছে ঘোড়সওয়াররা। রসার আর ম্যাকডোনাল্ডকে স্যালুনের দরজায় দাঁড়ানো দেখে পরপর দুবার

গুলি ছুঁড়ল ওদের উদ্দেশে। রসারের পাল্টা গুলিতে স্যাডলের ওপর নুয়ে পড়ল এক ঘোড়সওয়ার, তাকে দুবার গুলি করল র‍্যাঞ্চার, পিছলে পড়তে বাধ্য হলো লোকটা, অবশেষে মাটি স্পর্শ করল তার লাশ, উপুড় হয়ে পড়ে থাকল। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে স্যালুন অতিক্রম করে চলে গেল তার সঙ্গী, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হারিয়ে গেল দ্রুত। আবার ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। গুলির শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো ফের। কমপক্ষে বারজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল রাস্তা বরাবর ধেয়ে আসতে লাগল। গর্জে উঠল তাদের অস্ত্র, গুলির শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল অনেকগুলো দরজা জানালার কাঁচ। আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে ঘোড়াগুলো। একজোড়া ঘোড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, ওদের সওয়ারীরা উড়ে গিয়ে আছাড় খেলো মাটিতে। আরও একজন ছিটকে পড়ল স্যাডল থেকে, অন্য একটা ঘোড়া ছুটে আসছে, পড়ল সেটার সামনে, ওকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল ঘোড়াটা; মাটিতে একটা মাংসের পিণ্ডের মত মিশে গেল লোকটা। আরেকজনকে ফেলে দেয়া হলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর পাঁচ নম্বরটা ধরণী স্পর্শ করল। মারাত্মকভাবে আহত হলো একটা ঘোড়া, দৌড়ের ওপরই লুটিয়ে পড়ল ওটা, শরীরের নিচে চাপা পড়ল তার সওয়ারী। গুলির হামলা থেকে বাঁচতে কিলবিল করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল লোকটা। তাকে নিশানা করল একজন, গুলি বৃষ্টিতে পড়ে একমুহূর্ত ছটফট করল লোকটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। অনেক আগেই পিট ম্যাকের স্যালুনের আলোকিত দরজা থেকে সরে গেছে রসার আর

ম্যাকডোনাল্ড, অন্য একটা অন্ধকার দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে এখন। বাকি ঘোড়সওয়াররা কাছাকাছি আসতেই ওদের ওপর অস্ত্র খালি করল ওরা।

এক মুহূর্ত পরেই অবসান ঘটল হামলার। অবশ্য শেষ হানাদারটা চলে যাবার পর আরও কয়েকমিনিট গোলাগুলির রেশ রয়ে গেছে বলে মনে হতে লাগল সবার। অস্ত্র হাতে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে শহরবাসীরা, রাস্তায় পড়ে থাকা ডাকাতগুলোকে পরখ করে দেখছে এখনও বেঁচে আছে কিনা কেউ! পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রসার আর ম্যাকডোনাল্ড দ্রুত রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। ব্যাংকের সামনে একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল রসার, ভিড় ঠেলে দরজায় পৌঁছুল, ঢুকে পড়ল ভেতরে। কপালের রক্তের ছাপ, এক ধারে ঝিম মেরে বসে আছে লুই ব্র্যাডলি। কয়েকজন লোক মিলে তার টেবিলটা আবার যথাস্থানে বসানোর চেষ্টা করছে। হিসাবের বই, দলিলপত্র মেঝের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ওগুলো জড়ো করে এক কোণে নিয়ে রাখছে একজন। রসারের দিকে তাকাল ব্র্যাডলি।

'কিছু নিতে পেরেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রসার।

'নাহ্,' জবাব দিল ব্র্যাডলি, তারপরই আবার যোগ করল: 'ব্যাংকের সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসায় শহরবাসীদের কাছে ঋণী হয়ে পড়লাম আমি, কৃতজ্ঞবোধ করছি সবার কাছে।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল ম্যাকডোনাল্ড।

'চমৎকার বলেছ,' বলল সে। 'তবে কিভাবে ওদের কাছে তোমার কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেবে ভেবেছ কিছু?' জানতে চাইল।

ওর কাছ থেকে সরে গের ব্র্যাডলি। রসারকে খোঁচা দিল র‍্যাঞ্চার, ফিসফিস করে বলল:

'লোকটা মহা বদ! বলে কিনা সবার কাছে ঋণী হয়ে পড়েছে, কিন্তু ওর এ কথায় গলে গিয়ে কেউ কিছু আশা করতে গেলে ভুল করবে। ব্র্যাডলি টের পাইয়ে দেবে কত জলদি উপকারের কথা ভুলে যাবার ক্ষমতা রাখে সে!'

একতাড়া বিল আর বই হাতে করে আবার নিজের ডেস্কে ফিরে এল ব্র্যাডলি। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ওগুলো।

'চলো, জন,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'এবার সাপারটা সেরে ফেলা যাক।'

কয়েক মিনিট পর আবার ম্যাকের স্যালুনের দিকে এগোতে দেখা গেল ওদের।

'খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হবার জোগাড়!' দরজার কাছে এসে বলল র‍্যাঞ্চার, 'এখন যা পাব তাই খেতে রাজি!'

ব্যাকরুম থেকে বেরিয়ে আসছিল পিট ম্যাক, ক্যাফেতে ঢুকল ওরা এইসময়।

'টেবিলে তোমাদের সাপার রেখে এসেছি,' ওদের জানাল বারম্যান, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে কফিও নিয়ে আসছি।'

'চমৎকার কাজ দেখালে, পিট,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমাদের দরকারের সময় ঠিকই একটা না একটা ব্যবস্থা করতে পারবে তুমি।'

রসারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। ব্যাকরুমে ঢুকে রসার দেখল টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে ম্যাকডোনাল্ড, কড়া

দৃষ্টিতে দেখছে টেবিলে রাখা পেয়ালা দুটো, এইমাত্র পিট ম্যাক রেখে গেছে।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল রসার।

জবাব দিল না র‍্যাঞ্চার। টেবিলের কাছে এসে নিজেই দেখল রসার।

'আমি একটা হতভাগা!' বিড়বিড় করছে ম্যাকডোনাল্ড, শুনতে পেল, 'সে-ই ল্যাম্ব স্ট্যু!'

সাত

অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ তাড়াতাড়ি জেগে উঠল ম্যাকর‍্যা শহর। আকাশের ধূসর ভাব তখনও মিলিয়ে যায়নি, অনেক দেরি সূর্য ওঠার, এমনি সময় শহরের প্রধান রাস্তায় দেখা গেল একজন ঘোড়সওয়ারকে। গতরাতে দুর্বৃত্তদের হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরেজমিনে জরিপ করতে চায় সে। অন্যদের আগেই বেরিয়েছে ভাল করে দেখবে বলে। এখনও এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রেইডারদের লাশ, যেভাবে পড়েছিল তেমনি বেকায়দা ভঙ্গি সবকটার। তাদের ঘোড়াগুলোও মরে কাঠ হয়ে গেছে, যেখানে যেভাবে আছড়ে পড়েছিল সেখানেই, মনিবদের মত, পড়ে

আছে। কমপক্ষে খান-আটেক ফুল্ সাইজ স্টোর-উইন্ডো নতুন করে বানাতে হবে, অনুমান করল ঘোড়সওয়ার, তাছাড়া ডজন-খানেকেরও বেশি দরজা বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে ওগুলো। খানিক বাদে সাই ফিলিপসকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, ফিউনারেল পারলারের পেছন দিকে হর্স শেড-এ সবগুলো লাশ সরানোর কাজটা তার তদারকিতেই নিষ্পন্ন হলো। দুপুরের আগেই মোটামুটি বুলেটের সমস্ত দাগ মুছে ফেলতে পারল ওরা। জানালাবিহীন স্টোর ফ্রন্টে শুরু হলো বেড়া দেয়ার কাজ, হাতুড়ি পেটানোর তুমুল আওয়াজে ভারি হয়ে উঠল চারপাশ, টিকে থাকা দায় হলো।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হামলা প্রসঙ্গে আলোচনায় মাতল শহরবাসীরা। হামলা নস্যাৎ করার পেছনে কার কি অবদান আছে তার বিবরণ দিল সবাই। অনেকে মাথার টুপি নামিয়ে তর্জনী দিয়ে অন্যদের দেখাচ্ছে সদ্য তৈরি বুলেটের কালো ফুটো। একজন তো গুলির তিনটা ফুটোঅলা টুপিও দেখাল। তাকে ঘিরে দাঁড়াল অন্য সবাই সবিস্ময়ে সমবেতভাবে এপাশওপাশ মাথা নাড়ল। কিশোর আর তরুণেরা প্রবল উত্তেজনায় সকালের নাশতার কথা বিস্মৃত হয়েছে যেন—অন্যদিকে হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়েছে প্রবীণের দল। ওদের কথায় কান দেয়ার লোক নেই বললেই চলে, তবে যারা শুনছে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আগের রাতের হামলাটা হানাদারবাহিনীর ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠারই ইঙ্গিত বহন করে—এধরনের হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মত যথেষ্ট শক্তিও তাদের আছে। তরুণের দল এদিকে গলা ফাটিয়ে উল্লাস

প্রকাশ করছে: আচ্ছা একচোট ধোলাই দেয়া গেছে রেইডারদের, উচিত শিক্ষা পেয়েছে ব্যাটারা, আর কখনও হামলা করার কথা চিন্তা করারও সাহস পাবে না তারা। তবে মুরুব্বীরা এ ব্যাপারে খুব একটা একমত হতে পারল না—সবাইকে নিজেদের মতামত জানালও তারা।

শহরের বাইরে থেকে আসা লোকমুখে জানা গেল গত রাতে লেস ওয়ালসের র‍্যাঞ্চে হামলা হয়েছে—একশোরও বেশি গরু খুইয়েছে র‍্যাঞ্চার—বলতে গেলে তার অর্ধেক গরুই উধাও হয়ে গেছে! বিল কাইলের র‍্যাঞ্চে হামলার খবরও নিয়ে এল অনেকে, তবে তার কয়টা গরু খোয়া গেছে বা কতখানি ক্ষতি হয়েছে ঠিক করে বলতে পারল না কেউ; তবে তাদের কাছে এটা জানা গেল: কাইল আর তার এক পাঞ্চার মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে রেইডারদের হামলায়, গুলি ছোঁড়া হয়েছে তাদের লক্ষ্য করে। এ খবরে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত রইল তরুণেরা—প্রবীণরাও বলার মত কিছু পেল না, তবে তাদের চোখেমুখে *'বলেছিলাম না'*! ধরনের একটা ভাব ফুটে উঠল। সন্তুষ্ট দেখাল যেন তাদের।

শহরের বেশ কয়েক মাইল দূরে, লুকাস আউটফিট। কোরাল গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশাসই পিট লুকাস আর একহারা গড়নের কালো চেহারার মাইক ওয়ারনার। নিচু কণ্ঠে কথা বলছে ওরা।

'আজ রাতের শিকার কে?' জানতে চাইল মাইক।

লোকটার মধ্যে উত্তেজনা আর অদম্য একটা স্পৃহা জেগে উঠেছে বুঝতে পেরে তার দিকে তাকাল লুকাস, হাসল।

'আগে কিন্তু কোন কাজে তোমার এত আগ্রহ দেখা যায়নি,' মন্তব্য করল সে। 'হঠাৎ করে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছ যেন!'

ওয়ারনারও হাসল।

'হাঙ্গামার গুলি মারি,' বলল সে। 'আমার টাকা দরকার, ওটাই জোগারের কথা বলছি!'

'আমারও একই অবস্থা!'

'ভাবছি আরও আগে কেন কাজটা শুরু করলাম না আমরা!' বলল মাইক। 'তাহলে তো এতদিনে অনেক টাকার মালিক হয়ে যেতাম। সারা জীবন আর চিন্তা করতে হত না!'

'আগে শুরু করার কোন উপায় ছিল নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল লুকাস, 'আমরা যা করছি এখন আগে একাজে নামলে এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেতাম! আমাদের নাম পর্যন্ত ভুলে যেত সবাই। তোমার মোটা মাথায় সোজা কথাটা কেন ঢুকছে না যে এতদিন চারপাশ রেঞ্জারে গিজগিজ করছিল, তার ওপর কাউন্টির বাইরের সব শহরে একজন করে শেরিফ তো ছিলই, ওদের আবার গোটা দুই করে ডেপুটিও ছিল। আমরা চেষ্টা করতে গেলেই কি হত জানো? ক্যাঁক করে ধরে সোজা লটকে দেয়ার ব্যবস্থা করত ওরা—এত তাড়াতাড়ি যে—'

'হুঁ, বুঝতে পেরেছি। ঠিক বলেছ তুমি,' সায় দিল মাইক ওয়ারনার। আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখমুখ, 'তবে যাহোক এখন লোকসানটা পুষিয়ে নিতে পারছি আমরা, সন্দেহ নেই কোন। আমার হিসাবে এরই মধ্যে তেইশ হাজার ডলারেরও বেশি টাকা

চলে এসেছে তোমার হাতে!'

'টাকাটার চার ভাগের একভাগ কিন্তু তোমার!'

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল ওয়ারনার। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করল লুকাস।

'হাসির কি হলো?' জানতে চাইল সে।

'না, ভাবছিলাম প্রতিমাসে তুমি যে র‍্যাঞ্চের লাভের কথা বলে রোজের হাতে দেড়শো-দুশো ডলার তুলে দাও সে কথা!'

হাসল লুকাস।

'একটা কথা বোধ হয় বলিনি তোমাকে। গত মাসে ওকে দেয়া দেড়শো ডলারই ছিল আমার হাতের শেষ নগদ টাকা। আমাদের কপাল ভাল সময়মত গরু চুরির মওকাটা মেলে গেছে, নইলে একেবারে মাটির সঙ্গেই মিশে যেতাম!'

'এখন সব টাকা কি ওর হাতে তুলে দেবে?'

মুখ কোঁচকাল পিট লুকাস।

'পাগল নাকি! আমি ওকে টাকা দিই আর ও বুঝে ফেলুক র‍্যাঞ্চের লাভ নয় অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করা হয়েছে ওগুলো। গাধা আর কাকে বলে! বোকার মত আর কতদিন চলবে, মাইক, মাঝেসাঝে মাথাটা একটু খাটানোর চেষ্টা করো। আমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না ও, আমি চাই না সে জানুক। প্রতি মাসে র‍্যাঞ্চ থেকে দেড়শো ডলারের মত মুনাফা আসছে—এটুকু জেনেই রোজ সন্তুষ্ট থাকুক, বেশি কিছু না জানাই আমাদের সবার জন্যে মঙ্গল!'

'হুম, তবে যা-ই বলো, র‍্যাঞ্চিং সম্পর্কে সামান্য ধারণা

থাকলেও—রোজের তো থাকা উচিত—যে কেউ বুঝতে পারবে, লাভ দূরে থাক, এই র‍্যাঞ্চ থেকে ফুটো পয়সাও আয় করা সম্ভব নয়!'

'আচ্ছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লুকাস, 'আমরা যখনই কথা বলতে যাই তখনই হুট করে রোজের প্রসঙ্গ নিয়ে আসো কেন তুমি? এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না!'

'আরে, কি যে বলো, পিট; এতদিনে তো তোমার বুঝে যাবার কথা, ওর প্রসঙ্গ তোলার ব্যাপারে কোন মতলব থাকে না আমার। আসলে জোরে চিন্তা করে ফেলি অনেক সময়, আর কিছু না!'

'ঠিক আছে, এখন থেকে মনে মনেই করো সব চিন্তা,' বলল লুকাস, 'নইলে শেষে ঝামেলায় পড়ে যাবে।'

'ঠিক হ্যায়, তুমি যেভাবে খুশি হও,' বলল মাইক, 'আমার অসুবিধে কি! আর কখনও অমন হবে না। তবে আমি জানতাম আমরা দুজন বন্ধু—পরস্পরকে বুঝি!'

'যতক্ষণ বেতাল কথা না বলো ততক্ষণ তোমাকে বুঝতে আমার কষ্ট হয় না!'

'থাক। আজ কার র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি আমরা?'

'ওহ্, আবার রেগে যাচ্ছ কেন?'

'কি আশ্চর্য, রাগও করতে পারব না! সব সময় তুমি আমার ওপর চোটপাট করো, এমন ভাব করো যেন আমি তোমার—'

'আচ্ছা, তোমাকে যদি ভাল মনে না করতাম তাহলে এখন এখানে থাকতে পারতে?'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ওয়ারনার, দেখল লুকাসকে। হাসল লুকাস। মাইকও হাসল। ওর পিঠ চাপড়ে দিল লুকাস, মাইকের

চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিল, বোঝা গেল আবার শান্ত করা গেছে তাকে।

'আচ্ছা, মাইক,' বলল লুকাস, 'মোরালেসের ওপর বেশি চাপ দেয়া হচ্ছে না তো—কি মনে হয়?' জানতে চাইল সে।

'মোটেও না,' চট করে জবাব দিল মাইক। 'বারবার সে আমাকে গরুর চালান অব্যাহত রাখার কথা বলে দিয়েছে। ওকে নিয়ে একটুও চিন্তা কোরো না। আমি আরও প্রার্থনা করছি যাতে আশপাশের র‍্যাঞ্চের গরু ফুরিয়ে না যায়। তাহলে আবার মুসিবতে পড়ে যাব আমরা।'

'ফুরোবে না, দেখো!'

কোরাল থেকে সরে এল দুজন।

'ভাবছি একটু ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়?' বলল মাইক।

'অসুবিধে কি?'

খানিকটা পথ একসঙ্গে এগোল ওরা। তারপর আর কোন কথা না বলে বার্নের দিকে এগিয়ে গেল ওয়ারনার। র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে পা চালাল লুকাস, সে কিচেনে ঢুকে দেখল টেবিল সাজাচ্ছে রোজ। চট করে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল সে।

'গুড মর্নিং,' বলল লুকাসকে।

'মর্নিং, রোজ,' বলল লুকাস, রোজকে দেখল ভাল করে। 'তোমাকে যেন আজ একটু অন্যরকম লাগছে?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরতে পারছি না, তবে কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে। একটু সময় দাও ঠিক ধরে ফেলব আমি!'

টেবিলের সামনে থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওটার দুপাশে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল লুকাস।

'কাল শহর থেকে দরকারী সব জিনিস আনতে পেরেছিলে?' জানতে চাইল।

'পেরেছি। আচ্ছা, পিট, রসার নামে কাউকে চেনো নাকি তুমি?'

'কে, রসার?' পুনরাবৃত্তি করল লুকাস, 'ও, হ্যাঁ, চিনি! রেঞ্জার বাহিনীতে ছিল—ওর সম্পর্কে এরচেয়ে বেশি কিছু জানি না অবশ্য। আমার সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। হঠাৎ তার কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'ওর সঙ্গে পরিচয় হলো কাল,' সহজ কণ্ঠে বলল রোজ, একটু কুঁচকে উঠল লুকাসের চেহারা। 'ভেবেছিলাম তোমার কাছে হয়তো তার সম্পর্কে আরও কিছু জানা যাবে—এই যেমন ধরো, মানুষ হিসাবে কেমন সে—এই আর কি!'

'অ। ওকে তো আমার ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। অন্তত আজ পর্যন্ত কাউকে বদনাম করতে শুনিনি।'

'আমার কিন্তু ওকে ভালই লেগেছে।'

'আচ্ছা!' হেসে বলল লুকাস।

'হাসছ কেন?'

'একটু আগে বললাম না আজ অন্য রকম লাগছে তোমাকে? কারণটা ধরতে পারছিলাম না এতক্ষণ। এবার বুঝতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?' বলল রোজ।

'কোন সন্দেহ নেই,' সহজ কণ্ঠে বলল লুকাস, 'রসারের প্রেমে

পড়েছ তুমি!'

লজ্জায় লাল হলো রোজের চেহারা।

'বাজে কথা বোলো না?' বলল সে, 'গতকালই প্রথম দেখেছি আমি লোকটাকে।'

'তাতে কি? কথায় বলে না—প্রথম দর্শনে প্রেম? তোমার বেলায়ও এমন হতে পারে, নাকি?'

'আমি আর এখন কচি খুকি নই, পিট, বুঝেছ! ওই পর্যায় অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি!'

'আরে দূর!' জবাব দিল লুকাস, 'প্রেমের বেলায় বয়স কোন ব্যাপার হলো নাকি?'

ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল রোজ।

'শেষ পর্যন্ত মনে হয় একজন রেঞ্জারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে হবে,' আপনমনে বলল লুকাস।

'তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

'আপত্তি? আমার? কি যে বলো! প্রশ্নই ওঠে না! যতক্ষণ সে তোমার যত্ন নেবে ততক্ষণ আমার কোন মাথাব্যথা নেই, তবে সে তোমার অমর্যাদা করলে কিন্তু পিটিয়ে ঘিলু বের করে দেব তার!'

ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় হাসল রোজ।

'পিট,' ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল আবার।

চেয়ার ঘুরিয়ে নিল লুকাস।

'আবার কি?'

'হ্যাংকদের চেনো তুমি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'কাদের?'

'হ্যাংক, ওদের আউটফিটের নাম ও-ডট।'

'ও-হ্যাঁ। ওদের আবার কি হয়েছে?'

'সেদিন নাকি রেইডারদের হামলায় মারা গেছে র‍্যাঞ্চের মালিক,' জানাল রোজ। 'ওর মেয়েটার সঙ্গেও কাল পরিচয় হয়েছে—নাম মলি। শহরেই দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে।'

'আশপাশের লোকজনের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলছ দেখছি?'

'কই আর খাতির জমল! যাক, মেয়েটার কথায় আসি আবার, সুন্দরী হলেও ওকে কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগেনি।'

'কেন? কি করেছে সে?'

ঘুরে দাঁড়াল রোজ।

'রসার ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়,' বলল সে, 'প্রথমে নাম শুনে মেয়েটা বলল শেরম্যান বলে কারও নাম নাকি কোনদিন সে শোনেনি, তো আমি তখন তাকে বললাম বিয়ের আগে আমার নামের সঙ্গে লুকাস পদবী ছিল। কথাটা শোনামাত্র তার চেহারা কেমন যে হয়েছিল যদি দেখতে! বাপরে বাপ!'

'বুঝলাম না কথাটা।'

'মেয়েটা বলল তার বাবার কাছে নাকি আমাদের কথা অনেক শুনেছে—তার বলার ঢঙে আমার মনে হয়েছে র‍্যাঞ্চার আমাদের সম্পর্কে আর যা-ই হোক ভাল কোন কথা বলেনি তার মেয়েকে।'

'দূর, জাহান্নামে যাক ওরা।'

'মেয়েটার কথায় মোটেই আমল দিইনি আমি,' চট করে বলল রোজ, 'ওসব কথায় আমার কিছু আসে যায় না। তবু আমার খুব

জানতে ইচ্ছে করছে আমাদের সম্পর্কে কি এমন কথা বলেছিল ও-ডটের মালিক—খারাপ কিছু শুনেছিল কারও কাছে?'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকাল লুকাস।

'কি করে বলি বলো,' জবাব দিল সে, 'ওই আউটফিটের কারও সঙ্গে আমার এখনও কোন রকম আলাপসালাপ হয়নি, কোন রকম লেনদেনের তো প্রশ্নই ওঠে না!'

'মেয়েটার কাছ থেকেই জেনে নেয়া উচিত ছিল।'

'আমি হলে পাত্তাই দিতাম না। আমাদের তরফ থেকে ওদের কোন ক্ষতি হয়নি জানি যখন তখন আর এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কি আছে?'

'আর কারও কাছে আমাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনে থাকতে পারে?'

'কার মুখে শুনবে বলো?'

'কি জানি!'

'আমারও একই কথা,' উপসংহার টানার সুরে বলল লুকাস। 'শোনো, নাশতা হলে ডাক দিয়ো—সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব আমি।' উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, কবাট খুলল। 'আর, হ্যাঁ, অন্য লোকের কথায় অযথা মন খারাপ কোরো না, কেমন?'

জবাব দিল না রোজ। এক মুহূর্ত পর বেরিয়ে গেল লুকাস, দরজাটা বন্ধ করে দিল যাবার সময়।

গম্ভীর চেহারায় বার্নে ঢুকল লুকাস, মই বেয়ে উঠে এল খড়ের গাদায়। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল মাইক, চিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লুকাসের দিকে তাকাল সে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল, 'কোন দুঃসংবাদ?'

মাইকের পাশে বসল লুকাস।

'রোজের সঙ্গে হ্যাংকদের ঝামেলা হয়েছে,' ব্যাপারটা খুলে বলল লুকাস। 'গতকাল শহরে রোজের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে ও-ডটের মেয়েটা।'

'হ্যাংক? ও-ডট আউটফিট?'

'হ্যাঁ! শোনো, মাইক, আজ রাতে বার-এম আউটফিটের বারটা বাজিয়ে তোমরা সোজা—'

'বার-এম?' বিস্মিত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল মাইক, 'আরে, ওটা তো বিশাল আউটফিট!'

'জানি আমি। আমি চাই তোমরা ওদের ঘাম ছুটিয়ে দাও! যাক্, আবার ও-ডট প্রসঙ্গে আসি। বার-এম র‍্যাঞ্চে কাজ শেষ করে—ওরা তোমাদের পিছু ধাওয়া না করলে—ও-ডটে পাঠিয়ে দেবে কয়েক-জনকে একটা ঘষা দিয়ে আসার জন্যে—হালকার ওপর, ঠিক আছে? তবে ওদের একটা শিক্ষা হওয়া চাই! আমার কথা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই?'

'হুম, রোজের কারণে আবার ওদের ওপর চড়াও হতে চাচ্ছ?'

'আমাদের সবার স্বার্থ জড়িত এখানে,' কড়া সুরে বলল লুকাস। 'নিজেদের কি মনে করেছে ওরা?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মাইক।

'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল সে। 'ওদের আরেকবার ভড়কে দেয়া কোন ব্যাপারই না!'

হাসল লুকাস, হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিল মাইকের চুল, তারপর উঠে দাঁড়াল, মই বেয়ে নেমে এল নিচে, রাস্তা ধরে এগোল

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে।

আবার পাশ ফিরে শুলো মাইক, লম্বা করে শ্বাস টানল একবার, ফের চোখ বুজল।

বৃষ্টি নামল সেদিন সন্ধ্যায়। পড়তেই লাগল ঝিরঝির করে। আরও জেঁকে বসল যেন শীত। ব্যাপারটা বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল সবার কাছে। রাত দশটা নাগাদ ঝিরঝির বৃষ্টিটা তুমুল বর্ষণে পরিণত হলো, ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। ওয়্যাগনের চাকার ভারে তৈরি রাস্তার গর্তগুলো নিমেষে তলিয়ে গেল। সাইডওঅকের যেখানে যেখানে ভাঙা পাটাতন বা ফোকর ছিল সেখান দিয়ে পানি ঢুকতে লাগল দোকান-পাটে, ঠেকানোর জো নেই। শহরবাসীদের মধ্যে যাদের হাতে কাজ নেই তারা রাস্তার দুপাশের স্যালুনগুলোয় আশ্রয় নিয়েছে, আস্তে আস্তে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, অপেক্ষা করছে; মনে আশা: ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে হয়তো আশপাশের র‍্যাঞ্চ থেকে রোজকার খদ্দেররা সাপার সারতে আসবে, আড্ডা দেয়া যাবে তাহলে। কিন্তু বৃষ্টি ধরে আসার কোন লক্ষণই নেই, এলও না কেউ। অবশেষে শহরবাসীরা মদ শেষ করে যে যার বাড়ির পথ ধরল। রাত এগারোটার দিকে রাস্তা জনশূন্য হয়ে পড়ল পুরোপুরি, ঢাকা পড়ল নিকষ অন্ধকারে। এখনও যেসব দোকান খোলা আছে সেগুলো খোলা থাকার কারণ আর কিছু না: মালিক হয়তো দোকানের পেছনের একটা কামরায় রাত কাটায়, নির্দিষ্ট সময়ের আগে দোকানের পাল্লা নামাতে চাইছে না।

বৃষ্টি রসারকেও চার দেয়ালের মাঝে আটকে ফেলেছে। সাপার

শেষ করার পর কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করেছে, অচিরেই বুঝে গেছে বৃষ্টি থামার কোন আশা নেই, তাই আবার হোটেলে ফিরে নিজের বিছানায় উঠে পড়েছে।

পিট ম্যাকের স্যালুনটা সাধারণত সব শেষে বন্ধ হয়। সাড়ে দশটার পর আর কোন খদ্দের আসেনি তার দোকানে। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল ম্যাক। অতি প্রয়োজনীয় ঘুমের খানিকটা পুষিয়ে নিতে হবে। হোটেলের একটা কামরার দখল নিয়েছে সে-ও, রসারের কামরার কাছাকাছি। বারটা বাজতে বিশ মিনিটের মত বাকি তখনও, বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল সাইডওঅক ধরে হোটেলের দিকে দৌড়ে যেতে দেখা গেল ম্যাককে। জ্যাকেটের কলার তুলে গলা ঢেকে নিয়েছে সে, দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে; টুপির কিনারা নিচে নামিয়ে দিয়েছে যতটা সম্ভব। একটা গলির মুখ পার হবার সময় তার মনে হলো অন্ধকারে কিছু যেন নড়ে উঠতে দেখেছে, স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরে গিয়ে আবার দেখার কথা ভাবত হয়তো, শহরের সবচেয়ে কৌতূহলী লোক সে, কিন্তু আজ প্রবল বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়া আক্রমণ শানাচ্ছে ওর বিরুদ্ধে, কৌতূহল চেপে এগিয়ে চলল তাই।

নিজের কামরায় যখন ঢুকল সে শীতে প্রায় জমে গেছে। পকেট হাতড়ে হুইস্কির বোতল খুঁজল, সাধারণত হাতেই থাকে ওটা, পাওয়া গেল না। বোতলটা আগেই শেষ করেছে কিনা মনে করতে পারল না স্যালুন মালিক। অদৃশ্য বোতলটার উদ্দেশে খানিকক্ষণ খিস্তি করল সে, তারপর কাপড় ছাড়ল দ্রুত হাতে, বাতি নিভিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না,

চোখ বুজে আসতে বেশি সময় লাগল না। আরামে ঘুমোতে লাগল ম্যাক। কম্বলের উষ্ণ স্পর্শে আস্তে আস্তে শীত কেটে গেল।

আচমকা হট্টগোলের আওয়াজে ঘুম টুটে গেল ম্যাকের। কোনমতে বিছানায় উঠে বসল সে। নিতান্ত অনীহার সঙ্গে চোখ মেলল, বোঝার চেষ্টা করছে কিসের গোলমাল ওর ঘুমটা বরবাদ করে দিয়েছে!

চিন্তা করে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না ম্যাক, বিছানা ঘেঁষা একটা জানালার কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। আর্তচিৎকার করে উঠল স্যালুন-কীপার। গড়ান দিয়ে খাট থেকে মেঝেয় নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি, ঢুকল খাটের নিচে, পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে। এতক্ষণে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল সে, বুঝতে পারল গুলির শব্দে ঘুম টুটে গেছে। গুঁড়ি মেরে দরজার দিকে এগোল এবার পিট ম্যাক, কবাট খুলে হলওয়েতে উঁকি দিল। রাস্তায় গোলাগুলি প্রবল হয়ে উঠল আরও—কানে তালা লেগে যাচ্ছে! পায়ে জুতো নেই খেয়ালই করল না ম্যাক, পরনে কেবল লম্বা একটা অন্তর্বাস, তাও বিস্মৃত হলো—এককালে, বহুদিন আগে হয়তো শাদা হিসাবে স্বীকৃত ছিল ওটা, এখন রঙের বিচারে ধূসর বললেই যুক্তিসঙ্গত হবে—যা হোক ওই অবস্থাতেই সিঁড়ির মাথায় চলে এল ম্যাক, রেলিংয়ের ফোকর দিয়ে উঁকি মারল।

'অ্যাই, কে আছ!' চেঁচিয়ে উঠল সে, নিজের অবস্থান জানান দিল।

জবাব পাওয়া গেল না কোন, সন্তুষ্ট হলো ম্যাক। ঘুরে আবার ল্যান্ডিং বরাবর এগোল, হঠাৎ খেয়াল হলো পায়ের নিচে কার্পেটের

অস্তিত্ব নেই, পা জোড়া অসার হয়ে গেছে তার।

'শালার হোটেল মালিক!' আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে নিজের কামরার দিকে দ্রুত পা চালাল সে। 'এদের সঙ্গে ডাকাতের কোন তফাৎ নেই আসলে। তোমার কাছ থেকে ঠিকই গুনে গুনে টাকা নিচ্ছে, কিন্তু তার বদলে দিচ্ছেটা কি? একটা জঘন্য কামরা, ব্যস! ব্যাটাদের ধরে ধরে জেলে ভরা দরকার!'

ফের নিজের কামরায় ঢুকল ম্যাক, সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা গুলি আঘাত হানল তার পেছনের দেয়াল আর দরজায়। পাঁই করে ঘুরে আবার বাইরে চলে গেল সে। হলওয়ের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, হাঁপিয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। ঠিক পাশের কামরায় গুলির শব্দ শুনল সে এবার, নাকটা সেদিকে বাড়িয়ে দিল, শুনল কান খাড়া করে, তারপর টোকা দিল দরজায়।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে বলল, 'হচ্ছেটা কি এখানে!'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কবাট খুলে ভেতরে নজর চালাল ম্যাক। কি দেখেছে নিশ্চিত হতে আবার তাকাতে হলো ওকে। কামরাটার জানালা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এখন—গুলির আঘাতে খসে পড়েছে; জানালার ফোকর এখন ম্যাট্রেস ঠেসে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ম্যাট্রেসের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রাস্তার দিকে অনবরত গুলি বর্ষণ করে চলেছে কে যেন। কৌতূহল দমন করতে পারল না ম্যাক, গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ল কামরায়।

'এই যে,' ফিসফিস করে বলল স্যালুন-মালিক। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সশস্ত্র লোকটা। 'তুমি কে? এত গোলাগুলির কারণ কি?'

'ব্যাংক ডাকাতি!' জবাব এল, 'আমি রুসার। তুমি?'

'পিট ম্যাক। তুমি বলতে চাইছ বদমাশগুলোর উচিত শিক্ষা হয়নি গতকাল, আবার ফিরে এসেছে আরও একদফা ধোলাই খাওয়ার জন্যে?'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রুসার। 'এবার সময় থাকতে থাকতে জলদি কেটে পড়ো তুমি। আমি যে এখানে আছি টের পেয়ে গেছে ব্যাটারা, তাই এদিকে একনাগাড়ে গুলি চালাতে শুরু করেছে।'

'শালা! শয়তানের বাচ্চারা—' রেইডারদের সম্পর্কে নিজের ধারণা পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারল না স্যালুন মালিক। একটা বুলেট তার মাথার পাশ দিয়ে বাতাসে শিস তুলে চলে গেল। এত কাছ দিয়ে যে ম্যাকের মনে হলো গুলিটা নির্ঘাত তার মাথায় লেগেছে! কাঠের দেয়ালে থ্যাপ করে গুলিটা গাঁথার শব্দ শুনে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে, চরকির মত ঘুরল, প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

ঝড়ের বেগে নিজের কামরার দিকে এগোল সে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল ভেতরে, মেঝের উপর বসেই দ্রুত হাতে কাপড় পরে নিল। তারপর হিম মেঝের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে ক্লজিটের কাছে এল। অন্ধকার ক্লজিট থেকে হাতড়ে হাতড়ে বের করে আনল একটা রাইফেল—পুরনো আমলের অস্ত্র। ওটার পাশে এক বাকস কার্তুজও ছিল। মেঝেয় আসন পেতে বসে রাইফেলে গুলি ভরে নিল ম্যাক, অবশিষ্ট গুলিগুলো পকেটে রাখল। এবার ক্রল করে জানালার কাছে চলে এল সে, সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। প্রথমে কিছুই নজরে পড়ল না, অবশেষে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর,

রাস্তার উল্টোদিকে গলিতে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখল; হলদে অগ্নিশিখা ঝলসে উঠল ওখানে। বুলেট আঘাত হানার শব্দ শোনার অপেক্ষা করল ম্যাক; নিজের রাইফেল তুলে ধরল, নিশানা স্থির করে টান দিল ট্রিগারে। কান ফাটানো শব্দ হলো বিস্ফোরণের, ধাক্কা খেয়ে পেছনে হেলে পড়ল ম্যাক, রাইফেল খসে পড়ল হাত থেকে। আবার উঠে বসার সময় পেছনে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'চমৎকার, পিট, দুটোকেই ঘায়েল করা গেছে!'

রসারের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল পিট ম্যাক। ল্যান্ডিং বরাবর সে দৌড়ে যাচ্ছে, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল। অন্ধকারে হাতড়ে রাইফেলটা খুঁজে বের করল সে, তারপর দরজার দিকে পা বাড়াল। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে চলল। লবিতে নেমে এল। বাইরে যাবার দরজার কাছে আসতেই টক্কর লাগল আরেকজনের সঙ্গে, দ্রুত প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল।

'আরে!' রসারের কণ্ঠস্বর, ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল সে, 'সাবধান, পিট!'

'ও, কিছু মনে কোরো না,' অনেকটা আড়ষ্ট স্বরে বলল ম্যাক। 'কি অবস্থা ওদিকের?'

'বুঝতে পারছি না ঠিক,' জবাব দিল রসার। 'গুলির আওয়াজ অনেক কম বলে মনে হচ্ছে এখন। আরও মিনিট খানেক দেখা যাক, তারপর নিজের চোখে দেখার জন্যে বেরোব।'

ওর পেছনেই ঘাপটি মেরে বসল পিট ম্যাক। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল সে, কিন্তু এমন প্রবল নাচ নাচছে তার হৃৎপিণ্ড,

গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কিনা বুঝে উঠতে পারল না। উঠে দাঁড়াল রসার, পিছলে বের হয়ে গেল দরজা গলে। উঠল পিটও, রাইফেলটা উঁচু করে রেখেছে, আবার উঁকি দিল সে বাইরে। অন্ধকার রাস্তার কার্ব-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে রসার, এক পলকের জন্যে দেখতে পেল। একটু একটু করে বেরিয়ে এল সে-ও। ওর দিকে তাকাল এবার রসার।

'ভেগেছে ব্যাটারা!' গলা চড়িয়ে বলল, 'অনায়াসে আসতে পারো এবার।'

পিট ম্যাক একাই বের হলো না। আরও অনেকে, প্রায় সবার পরনেই রাতের পোশাক, কাপড় পরার ফুরসত পায়নি, ভিড় করে দাঁড়াল রাস্তায়। কেউ একজন বলে উঠল, 'বৃষ্টি থেমে গেছে!'

ব্যাপারটা আগে খেয়াল করেনি বলে অবাক হলো পিট ম্যাক। ইতিমধ্যে ব্যাংকের দিকে হাঁটা শুরু করেছে জন রসার। বাকিরাও, পিট ম্যাক থাকল সবার পেছনে, এগোল জোর কদমে। রাস্তার গর্তগুলো এখনও পানির তলায়। বার-বার হোঁচট খেয়ে গর্তে পড়ে যাচ্ছে কেউ না কেউ, তাকে উদ্ধার করছে সঙ্গীরা। এ কাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই বোধ হয় একবার করে পড়ল সবাই, পিট ম্যাকও বাদ গেল না। কিন্তু তাকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে গেল না কেউ। পেছনে একা সে। নিজের চেষ্টায় উঠে এল সে গর্ত থেকে। মুখ খিস্তি করতে করতে অন্যদের অনুসরণ করল আবার। ওরা ব্যাংকের কাছে যাবার একটু আগে সামনে চলে গেল সে। লণ্ঠন হাতে আরও কিছু লোক ভেজা অন্ধকারে ব্যাংকের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভেতরেও দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে। দরজা আর

জানালায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দর্শকরা।

ব্যাংক ভবনটা প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। লম্বা একটা কাউন্টারে ব্যাংকের বেশির ভাগ ব্যবসায়ীক লেনদেন সারা হত—স্থানচ্যুত করা হয়েছে ওটাকে, মেঝেয় দশ-বার টুকরো হয়ে পড়ে আছে, একেকটা টুকরো লাকড়ির চাইতে বড় হবে না সাইজে। ব্র্যাডলির ডেস্কটা আবার উল্টে গেছে, ওপাশের দেয়ালের কাছে পড়ে আছে, চেয়ারটা চাপা পড়েছে ওটার নিচে। অন্য চেয়ারগুলো ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে, কয়েকটার পায়া ভেঙে গেছে। হিসাবের বই আর দলিল-দস্তাবেজ এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে: গোটা দৃশ্যটাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

অবশেষে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল একজন, তাকে ঘিরে ধরল সবাই।

'কিছু নিতে পেরেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল একজন।

শূন্য দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল লোকটা।

'কি মনে হয় তোমার?' পাল্টা প্রশ্ন করল। 'মাত্র ত্রিশ হাজার ডলার নিয়েছে, বেশি না!'

'হায় খোদা!' ঢোক গিলে বলে উঠল আরেকজন।

'ব্র্যাডলিকে মনে হয় সাফ করে দিয়েছে!' এটা অন্য একজনের গলার আওয়াজ।

'ব্যাটা জাহান্নামে যাক!' এবার কথা বলল চতুর্থ একজন। 'টাকাটা তার নয়। ওই টাকা ব্র্যাডলির ব্যাংকে জমা ছিল, সবাইকে এবার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে ওকে।'

'দিলেই ভাল করবে,' জনতার শেষ প্রান্ত থেকে বলে উঠল

একজন। 'ওর কাছে কারও দেনা থাকলে কোন কারণে যদি শোধ দিতে দেরি হয় ব্যাটা তখন কেমন চামারের মত হয়ে যায় তোমরা জানো। এবার হাওয়া ঘুরে গেছে। আমরা এবার চোখের আশ মিটিয়ে দেখব মিস্টার ব্র্যাডলি কিভাবে পাওনা শোধ করে। কি অবস্থা হয় তার!'

'আরে দূর, ওর কাছে নিশ্চয়ই ত্রিশহাজার ডলারের চেয়ে অনেক বেশি টাকা ছিল,' বলতে চাইল আরেকজন।

'তাই নাকি?' তার পাশ থেকে পাল্টা প্রশ্ন করল একজন, 'শুনে দেখেছ তুমি?'

পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক শুরু হয়ে গেল এবার। রাস্তার শেষ মাথা থেকে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল, থেমে গেল বিতর্ক। কে আসছে দেখার জন্যে একসঙ্গে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল সবাই।

'রাস্তায় গর্ত আছে, সাবধান!' চিৎকার করে ঘোড়সওয়ারকে সতর্ক করে দিল একজন।

চট করে ঘোড়া থামাল লোকটা, তারপর ঘুরে সাইডওঅকে উঠে এগিয়ে আসতে শুরু করল আবার।

'এখানে কি হচ্ছে?' জানতে চাইল সে। তারপর একজনের তর্জনী অনুসরণ করে ব্যাংকের দিকে তাকাল। 'হায় খোদা, ওখানে আবার হামলা হয়েছে!'

পুরোপুরি ত্রিশহাজার ডলার গাব করে দিয়েছে!' জানাল একজন, 'তা নাহলে আমরা এই রাতের বেলা এখানে কেন এসেছি—ফুর্তি করতে?'

'তিরিশ হাজার ডলার!' পুনরাবৃত্তি করল নবাগত, 'হায় খোদা!'

এবার ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল রসার। ওর দিকে তাকাল ঘোড়সওয়ার।

'রসার!' ডাকল সে, এগিয়ে গেল সামনে। রসারের সামনে থামল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রসার।

'আমাকে বোধ হয় চিনতে পারোনি?' আবার বলল ঘোড়সওয়ার, 'না চেনাই স্বাভাবিক। আমার নাম ড্যানি ওয়েব বার-এম থেকে এসেছি। বস্ পাঠিয়েছে তোমাকে খবরটা দেয়ার জন্যে—আমাদের ওখানে আজ মেহমান এসেছিল। গো-বেচারা টাইপের নয় তারা মোটেও—ইতর! আমাদের চারশোর মত গরু খেদিয়ে নিয়ে গেছে। পাগল হবার দশা হয়েছে বুড়ো বিলের। আমার সঙ্গে একবার যেতে পারবে ওখানে?'

'না,' জবাব দিল রসার, 'এই মুহূর্তে সম্ভব না। ম্যাকডোনাল্ডকে বোলো সকালের দিকে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি। এ-ও বোলো, আজ এখানে মাত্র দুজন রেইডারকে খতম করতে পেরেছি আমরা। আমাদের ওপর টেক্কা দিয়েছে ওরা। সোজা শহরে হানা না দিয়ে লড়াই এড়িয়ে গেছে, পালিয়ে যেতে পেরেছে অনায়াসে। দুটো লাশ ছাড়া আর কিছু পাইনি আমরা, ওরা কাভার দিচ্ছিল মূল দলটাকে। রাস্তা ধরে সামনে গেলেই লাশ দুটো দেখতে পাবে—হোটেলের উল্টোদিকের গলিতে পড়ে আছে!'

(দ্বিতীয় পর্বে শেষ হবে)